উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৬,৭২৪.০৮ (+২২৪.৪৫)

নিফটি : ২৩,২১৩.২০ (+৩৭.১৫)

কাঁটাতার হয়ে উড়ে আসছে প্যাকেট

কুয়াশা ও শীতের সুযোগে কাঁটাতারের ওপার থেকে ছোড়া হচ্ছে জাল নোটের প্যাকেট। সেই প্যাকেটবন্দি জাল নোট সীমান্ত গ্রাম থেকে ছড়িয়ে পড়ছে মালদা জুড়ে। » ৩

মেডিকেলে নিষিদ্ধ ১৩ হাজার স্যালাইন

স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ মেনে বুধবার ১৩ হাজার নিষিদ্ধ স্যালাইনের বোতল ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। » ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২২°	১১°	২৫°	১৩°	২২°	১১°	২৬°	১৩°

মাঠেই মরকেলকে ধমক গম্ভীরের » ১১

২ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 16 January 2025 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 238

খাবারের খোঁজে... পুরাতন মালদার মাধাইপুরে। স্বরূপ সাহার ক্যামেরায়।

১৪ মাস পর জেলমুক্তি জ্যোতিপ্রিয়র

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের বাইরে অনুগামীদের ভিড়। ১৪ মাস পর জেল থেকে বেরোলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। পরনে সবুজ জামা, মাথায় টুপি। গাড়িতে তাঁর পাশে মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। বুধবার র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় কলকাতার বিচার ভবনে জামিন পেলেন জ্যোতিপ্রিয়। ২৫ হাজার টাকার জোড়া সিকিওরিটি বন্ড এবং ৫০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। তাঁর বিরুদ্ধে র‍্যাশন দুর্নীতি ছাড়া অন্য কোনও মামলা না থাকায় এদিনই জেলমুক্তি হয় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর।

জ্যোতিপ্রিয়কে 'দুর্নীতির রিংমাস্টার' বলে আখ্যা দেয় ইডি। কিন্তু এদিন বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘদিন জ্যোতিপ্রিয় জেলে রয়েছেন। এই মামলায় অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। এই কারণে তাঁকে হেপাজতে রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই মামলায় এখনই ট্রায়াল শুরুর সম্ভাবনা নেই। এই প্রেক্ষিতে তাঁর জামিনে বাধা থাকতে পারে না। আদালতে এদিন তাঁর বিরুদ্ধে ইডির দেওয়া প্রভাবশালী তকমা গ্রাহ্য হয়নি। জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীরা বিচারকের কাছে দাবি করেন, জ্যোতিপ্রিয়র শারীরিক

বিচারকের পর্যবেক্ষণ

- দীর্ঘদিন জ্যোতিপ্রিয় জেলে রয়েছেন। এই মামলায় অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে গিয়েছেন
- এই মামলায় এখনই ট্রায়াল শুরুর সম্ভাবনা নেই। এই প্রেক্ষিতে তাঁর জামিনে বাধা থাকতে পারে না
- জ্যোতিপ্রিয়র শারীরিক বিষয়টি ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাকিরা জামিন পেলে তাঁকে হেপাজতে রাখার প্রয়োজনীয়তা কী?

বিষয়টি ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাকিরা জামিন পেলে তাঁকে হেপাজতে রাখার প্রয়োজনীয়তা কী? পালটা ইডি যুক্তি দেয়, জ্যোতিপ্রিয় প্রভাবশালী। তিনি মন্ত্রী পদে ছিলেন। তাঁর জামিন হলে তদন্তে প্রভাব পড়তে পারে। জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীদের যুক্তি, ইডি যথাযথ পদ্ধতিতে তদন্ত এগোয়নি। এই মামলায় আগেই বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্য, বাকিবুর রহমান সহ অন্য অভিযুক্তরা জামিন পেয়েছেন। বিচারক ইডির উদ্দেশে এদিন প্রশ্ন করেন, এতদিন ধরে জেলবন্দি থাকার পর চার্জশিট দেওয়ার পরেও অভিযোগের গুরুত্ব কেন এমন পর্যায়ে পৌঁছোল না, যাতে অভিযুক্তকে জেলবন্দি রাখা যায়। ইডির তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলে নিম্ন আদালত। শেষপর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়। বিচারক জানিয়ে দেন, তিনি দেশ ছেড়ে বাইরে যেতে পারবেন না। তাঁকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে এবং তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। আদালতের নির্দেশের পরেই বিকালের মধ্যে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সেরে ফেলা হয়। তারপর তাঁকে বাড়ি নিয়ে যেতে সংশোধনাগারে এসে পৌঁছোন মেয়ে প্রিয়দর্শিনী। বিকাল ৫টায় জেল থেকে *এরপর দশের পাতায়*

পুলিশকে গুলি, বন্দি পলাতক

রক্তাক্ত দুই পুলিশকর্মী চিকিৎসার জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে।

অরুণ ঝা ও শুভজিৎ চৌধুরী

পাঞ্জিপাড়া ও ইসলামপুর, ১৫ জানুয়ারি : ঠিক যেন থ্রিলার ওয়েব সিরিজের কোনও দৃশ্য। প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দুই পুলিশকর্মীকে গুলিবিদ্ধ করে পালাল করণদিঘি হত্যাকাণ্ডে বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক আলম। ঘটনাস্থল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ফাঁড়ি থাকলেও অঘটন এড়ানো যায়নি। বুধবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে গোয়ালপোখর থানার ইকরচালায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে।

ঘটনায় দেবেন বৈশ্য ও নীলকান্ত সরকার নামে দুই পুলিশকর্মীর মোট তিন রাউন্ড গুলি লেগেছে। ঘটনার পর স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সন্ধ্যায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়।

বিচারাধীন বন্দির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এল, তা নিয়ে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন পুলিশকর্তারা। ঘটনার পিছনে বড় পরিকল্পনা ছিল বলে পুলিশের অন্দরমহলে চর্চা শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পেরে রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার, ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস এবং রায়গঞ্জ রেঞ্জের ডিআইজি সুধীরকুমার নীলকান্তম রাতে পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়িতে পৌঁছান। জবি থমাস বলছেন, 'ঘটনাস্থলে স্নিফার ডগ আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিহার এবং পার্শ্ববর্তী জেলার পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে। আশপাশের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

পাঞ্জিপাড়ায় হাড়-হিম কাণ্ড

দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে পেল? পুলিশের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে কি ঘটনা ঘটিয়েছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তরে তিনি 'সবটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে' বলে জানিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বহিরাগত দুষ্কৃতীর মদতেই অভিযুক্ত এই ঘটনা ঘটায়। একাংশের দাবি, একটি বাইক সম্ভবত প্রিজন ভ্যানটির পিছু নিয়েছিল। পুলিশ এই তত্ত্বে অবশ্য এখনই সিলমোহর দিচ্ছে না। তবে, ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র জানিয়েছে, সিসিটিভি ফুটেজে সাজ্জাককে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে পাঞ্জিপাড়ার দিকে দৌড়াতে দেখা গিয়েছে। জাতীয় সড়কের পাশে থাকা রেললাইন টপকে সাজ্জাক বিহারে পালিয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সাজ্জাককে এদিন প্রিজন ভ্যানে চাপিয়ে ইসলামপুর মহকুমা আদালত থেকে রায়গঞ্জে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ভ্যানে চালক বাদে দুই মহিলা ও দুই পুরুষ সহ মোট চার পুলিশকর্মী ছিলেন। সাজ্জাক ছাড়াও ভ্যানটিতে আরও দুই মহিলা আসামি ছিল বলে পুলিশের দাবি। পথে অভিযুক্ত সাজ্জাক প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানায়। পুলিশ ইকরচলা কালীবাড়ি সংলগ্ন *এরপর দশের পাতায়*

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব জেনেও কড়াবার্তা অভিষেকের

তদন্তে স্নিফার ডগ, যদুপুরের খুনে ধৃত ১

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৫ জানুয়ারি : কালিয়াচকের নওদা যদুপুরের অঞ্চল তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক আতাউর শেখ হত্যাকাণ্ডে একজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ আর এসডিপিও ফাইসাল রাজার নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে আমির হামজাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সঙ্গে ওই এলাকা থেকে ১০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।

এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত জাকির শেখ সহ কয়েকজন দুষ্কৃতীদের খোঁজে স্নিফার ডগ দিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বুধবার সকালে স্নিফার ডগ নিয়ে যাওয়া হয় ঘটনাস্থলে। তারপরে সে জাতীয় সড়ক ধরে ছুটে যায়। তবে যদুপুর পেট্রোল পাম্প এলাকার কাছে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তারপরেই সেখান থেকে ফিরে যায় সকলে।

ধৃতকে বুধবার পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম এমডি আমির হামজা (২৪) তার বাড়ি উত্তর দরিয়াপুর নয়াবস্ত্রী গ্রামে। ঘটনাস্থলের আশপাশের বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজে ছয় জনকে চিহ্নিত করা হয়।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ নওদা যদুপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি বকুল শেখের মাথায় গুলি করা হয় ও তার ভাই এসারুদ্দিনকে ইট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে (হাসা শেখের) মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠায়।

মালদার জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, কালিয়াচকের নওদা যদুপুরে খুনের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতকে জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ

নওদা যদুপুরে স্নিফার ডগ নিয়ে তদন্তে পুলিশ। বুধবার। - সেনাউল হক

মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর অভিযোগ, 'কালিয়াচকের ঘটনা নিয়ে রাজ্যের শাসকদল কোনও সময় দায়িত্ব এড়াতে পারে না। আমার প্রশ্ন, যাদের বিরুদ্ধে ক্রিমিন্যাল রেকর্ড রয়েছে তাদেরকে কেন দলের পদে রাখা হবে? শুধু কালিয়াচক না, সারা রাজ্যে একই ঘটনা ঘটে চলেছে।' উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর অভিযোগ, 'কালিয়াচক বারুদের স্তূপের উপর বসে রয়েছে। শুধু কালিয়াচক নয়, সারা রাজ্যেই একই অবস্থা। আসলে দুষ্কৃতীরা জেনে গিয়েছে তৃণমূলে থেকে খুন করলে বা আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরা পড়লে কোনও শাস্তি হবে না। তাই দুষ্কৃতীদের এই বাড়বাড়ন্ত।'

'কেওকেটা ভাবলে দলে জায়গা নেই'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আছে বলে স্বীকার করে নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে একইসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'দলের ঊর্ধ্বে কেউ নন। কেউ নিজেকে কেওকেটা মনে করলে দল তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বিন্দুমাত্র দেরি করবে না।' বুধবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ফলতায় 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেন, 'দল বড় হলে কোন্দল থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলা সকলকেই মেনে চলতে হবে।' মালদায় তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারকে খুন নিয়েও এদিন মুখ খোলেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তৃণমূলের সর্বময় নেত্রীও। মালদার ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তৃণমূলেরই এক নেতা। পূর্বতন বাম আমলে এমন একটি উদাহরণও নেই। কিন্তু এই রাজ্যের বর্তমান সরকার দোষীদের আড়াল করে না, সে তিনি যেই হোন না কেন। কখনও দেখাতে পারবেন, উত্তরপ্রদেশে কোনও অপরাধের ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন বিজেপি নেতা। আমরা তদন্তের মতো তদন্ত করি। যদি কেউ কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তিনি যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্ত থাকুন না কেন, যে ধর্ম, বর্ণের হোন, একজন দোষী দোষীই হয়। অপরাধীর কোনও জাতি বা ধর্ম হয় না। আমরা ব্যবস্থা নেব, অপরাধীদের কেউ পার পাবে না।'

মালদার ঘটনা নিয়ে অভিষেক বলেন, 'পুলিশকে যা বলার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। যা নির্দেশ দেওয়ার তিনিই দিয়েছেন। কিন্তু দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে যে কথা বলা হচ্ছে, তার প্রেক্ষিতে বলি, একটি রাজনৈতিক দল যখন বড় হয়, তখন সেখানে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক। বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই? সিপিএম যখন রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল, তখন গোষ্ঠীকোন্দল ছিল না? একটা বাড়িতে ৬ জন থাকলে চারজনের ঝগড়া হয়। সেখানে একটি দলে যেখানে লক্ষের ওপর পদাধিকারী আছেন, সেখানে মতভেদ, মনোমালিন্য থাকতেই পারে। এটাই স্বাভাবিক।' এরপরই সতর্ক করে দিয়ে অভিষেক বলেন, 'যদি কেউ কোনওভাবে দলকে দুর্বল করতে চান, তাঁর বিরুদ্ধে অতীতেও দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ব্যবস্থা নিয়েছে, আগামী *এরপর দশের পাতায়*

সীমান্তে এত বৃহন্নলা কেন, চরবৃত্তির আশঙ্কা

সুবীর মহন্ত ও বিধান ঘোষ

হিলি, ১৫ জানুয়ারি : বৃহন্নলাদেরই কি চরবৃত্তি করতে ভারতে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ? গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণ দিনাজপুরে বেশ কিছু বৃহন্নলার কর্মকাণ্ডই এখন ভাবাচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দাদের। গত কয়েক বছর ধরে ওপার থেকে আসা বৃহন্নলাদের দলবদ্ধভাবে বিএসএফকে আক্রমণ করা, সীমান্তরক্ষীদের বোকা বানিয়ে বাংলাদেশ পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এরই মধ্যে হিলির উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী এক বৃহন্নলার গ্রেপ্তারে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে সীমান্তপারে। হিলির ডুমরন সীমান্তে আটক ওই বৃহন্নলার নাম বিজলি মণ্ডল ওরফে আলিম মোহাম্মদ (৩৬)। তার বাড়ি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ থানার তেলপুখিয়া গ্রামে। ওই বাংলাদেশি বৃহন্নলার কাছে ভারতীয় ভুয়ো আধার কার্ডও মিলেছে। বিএসএফ পাকড়াও করে তাকে হিলি থানার হাতে তুলে দিয়েছে। ধৃতকে এদিন বালুরঘাট আদালতে পেশ করা হয়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হিলি থানার পুলিশ।

তিনদিক সীমান্তবেষ্টিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ২৫২ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। এর মধ্যে প্রায় ৩০ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নেই। এর মধ্যে হিলিতেই কাঁটাতারবিহীন এলাকা বেশি। এছাড়াও তপন, কুমারগঞ্জ ও গঙ্গারামপুরের বেশ কিছু এলাকায়ও কাঁটাতারের বেড়া নেই। কাঁটাতার না থাকার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান সহ অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রায় লেগেই থাকে।

বিশেষ করে হিলির এই উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়েই ভুয়ো আধার কার্ড সহ অন্য নথি নিয়ে বিএসএফ বা পুলিশকে বোকা বানানোর কৌশল নেয় অনুপ্রবেশকারীরা। এমনভাবেই ভুয়ো নথি দিয়ে গত বছরে দুই বৃহন্নলা বিএসএফকে বোকা বানিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে। বৈশাখী হিজড়ানি ও সোনালি হিজড়ানি নামে দুই বৃহন্নলা ভুয়ো আধার কার্ড বিএসএফের কাছে জমা দিয়ে গোঁসাইপুর গ্রামে ভিক্ষে করতে যেতে চেয়েছিল। বিএসএফ তাতে সায় দেবার পর থেকেই ওই দুই বৃহন্নলার আর কোনও খোঁজ মেলেনি। ওই বৃহন্নলারা কী করতে ভারতে এসেছিল বা তারা কি বাংলাদেশে লুকিয়ে ফিরে গেল, তার তদন্ত এখনও করছে বিএসএফ গোয়েন্দারা।

উদ্বেগের কারণ

- বছর তিনেক আগে ১০-১২ জনের একটি বাংলাদেশি দল বৃহন্নলাদের বেশে হিলি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। একজন বিএসএফ কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে গেলেও বাকিরা পালিয়ে যায়
- হিলির ডুমরন সীমান্তে গ্রেপ্তার হওয়া বিজলি মণ্ডল ওরফে আলিম মোহাম্মদের বাড়ি বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ থানার তেলপুখিয়া গ্রামে। ওই বাংলাদেশি বৃহন্নলার কাছে ভারতীয় ভুয়ো আধার কার্ডও মিলেছে
- বৈশাখী হিজড়ানি ও সোনালি হিজড়ানি নামে দুই বৃহন্নলা ভুয়ো আধার কার্ড বিএসএফের কাছে জমা দিয়ে গোঁসাইপুর গ্রামে ভিক্ষে করতে যেতে চেয়েছিল। তাদের আর খোঁজ মেলেনি

আবার বছর তিনেক আগে ১০-১২ জনের একটি বাংলাদেশি দল বৃহন্নলাদের বেশে হিলি সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। ওই সময় এলাকায় প্রহরারত কর্মীদের সাথেও তাদের ধস্তাধস্তি হয় এবং বিএসএফকে আক্রমণ করে। একজন বিএসএফ কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে গেলেও বাকিরা পালিয়ে যায়। ওই পলাতক বাংলাদেশিদের দলটি, স্থানীয় একটি বাহনে চেপে বালুরঘাটে চলে আসে। বিএসএফ খবর পেয়ে তাদের পিছু নেয়। এরপর বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এসে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় শুরু হয় ধরপাকড়। পরে সকলকে পাকড়াও করে বিএসএফ।

অবশ্য বিজলি মণ্ডল নামে ওই বৃহন্নলা আদতে কি ছদ্মবেশে রয়েছে, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তার এদেশে আসার অভিসন্ধি জানতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

রায়গঞ্জে তরুণীকে ইভটিজিং, আক্রান্ত পুলিশও

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : মদ্যপ অবস্থায় তরুণীকে ইভটিজিং করা নিয়ে দুই পক্ষের গণ্ডগোল। আর সেই ঝামেলা হাতাহাতিতে গড়ালে সামাল দিতে আসে পুলিশ। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের পালটা মারধর করে কয়েকজন। এমনই অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

ধৃতের নাম মাস্টার আলি ওরফে জাবের হোসেন (২৫)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির অন্তর্গত তাজপাড়া গ্রামে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, রায়গঞ্জ থানার তাজপুর এলাকার তিস্তা ব্রিজের কাছে পিকনিক ও মেলার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে এক তরুণীকে ইভটিজিং করাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। দুই পক্ষের তরফে হাতাহাতি থেকে লাঠালাঠি শুরু হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পুলিশের কনস্টেবল, সিভিক ভলান্টিয়ার, পুলিশ অফিসার মনোতোষ বর্মন হাজির ছিলেন।

দুই পক্ষের গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে লাঠি ও বাঁশের আঘাতে জখম হন দুই পুলিশকর্মী। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের ভাটোল গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। এই ঘটনায় পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন অর্থাৎ বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, মদ্যপ অবস্থায় ইভটিজিং করে কয়েকজন। আর তার থেকে দুই পক্ষের গণ্ডগোল। পুলিশ থামাতে গেলে পুলিশের উপর হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। ওই ঘটনায় অনেকেই জড়িত রয়েছে।

পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' জেলা পুলিশের এক কর্তা জানান, এই ঘটনায় প্রায় ১০ জন দুষ্কৃতী জড়িত ছিল। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। দুই পক্ষের মাঝখানে গিয়ে গণ্ডগোল থামানোর সময় কিছু দুষ্কৃতী পুলিশকে বেধড়ক মারধর শুরু করে। সেই ঘটনায় দুইজন পুলিশ কর্মী জখম হয়। ওই ঘটনায় মোট ছয় জন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে সুয়োমোটো মামলা করেছে পুলিশ।

ঘটনাক্রম

- রায়গঞ্জ থানার তিস্তা ব্রিজের কাছে পিকনিক ও মেলার আয়োজন হয়েছিল
- সেখানে এক তরুণীকে ইভটিজিং করাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের সূত্রপাত। দুই পক্ষের তরফে হাতাহাতি থেকে লাঠালাঠি শুরু হয়
- দুই পক্ষের গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে লাঠি ও বাঁশের আঘাতে জখম হন দুই পুলিশকর্মী

তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন চাকরিচ্যুত আইনজীবীদের

ফের পিছোল এসএসসি নিয়োগ মামলার শুনানি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : সুপ্রিম কোর্টে বুধবার হল এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি। তবে প্যানেল থেকে যোগ্য-অযোগ্যদের আলাদা করার কোনও রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল না এদিনও। ঝুলে রইল হাজার হাজার শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর ভবিষ্যৎ। ২০১৬ সালের প্যানেলে এসএসসির প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলার পরবর্তী শুনানি ২৭ জানুয়ারি হবে বলে জানিয়েছে শীর্ষ আদালত।

দীর্ঘ তদন্তের পরেও কেন এসএসসির প্যানেলে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে যোগ্য ও অযোগ্যদের চিহ্নিত করা গেল না, বুধবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে সেই প্রশ্নে সরব হয়েছিলেন বিভিন্ন পক্ষের আইনজীবীরা। প্রশ্ন উঠেছে এসএসসি মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায় নিয়েও। নবম-দশম এবং গ্রুপ-ডি চাকরিহারাদের আইনজীবী মুকুল রোহতগি জানান, আসল ওএমআর শিটের খোঁজ মেলেনি। কয়েকটি শিট ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। সেগুলির রিপোর্ট আসার আগেই হাইকোর্ট রায় ঘোষণা করেছে। নাইসার প্রাক্তনকর্মী পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে যে ৩টি হার্ড ডিস্ক পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। রোহতগির বক্তব্য, 'আসল ওএমআর শিট নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ওএমআরের স্ক্যান করা কপিও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বেসরকারি সংস্থা নাইসার প্রাক্তন কর্মী পঙ্কজ বনশলের কাছ থেকে পাওয়া ৩টি হার্ডডিস্ককে গুরুত্ব দেওয়া কতটা যুক্তিসংগত?' হার্ডডিস্কগুলি বিকৃত করা হয়েছে কি না সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

চাকরিহারাদের অপর আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে বলেন, 'এসএসসি পরীক্ষায় দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু সেই দুর্নীতির মূলে পৌঁছোতে যেভাবে তদন্ত হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি। কোন পদ্ধতিতে দুর্নীতি হয়েছে, এর পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তার মূল্যায়নই করেননি তদন্তকারীরা। তদন্ত এগিয়েছে সাধারণভাবে (ক্যাজুয়াল)। ঠিক পথে তদন্ত হলে যোগ্য ও অযোগ্যদের বাছাই করতে এত বেগ পেতে হত না।' দাভে আরও বলেন, 'হাইকোর্টের বিচারপতির নির্দেশে সাধারণভাবে তদন্ত হয়েছে। তদন্তের অভিমুখ *এরপর দশের পাতায়*

বেড়া বিবাদে বৃদ্ধাকে মার

কুমারগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জের দামোদরপুর এলাকায় সীমানায় বেড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার ৫৮ বছরের শুকতারা বেওয়া তাঁর জমির সীমানার পাশে খুঁটি পুঁতছিলেন। অভিযোগ, প্রতিবেশী ভজিমুদ্দিন মণ্ডল ও তার ছেলে ফারুক মণ্ডল এই কাজে বাধা দেন এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন।

শুকতারা বেওয়া এর প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, অভিযুক্তরা তাঁর হাত থেকে শাবল কেড়ে নিয়ে তাঁকে মারধর করেন। এতে প্রৌঢ়া গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং তাঁকে উদ্ধার করে কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ঘটনায় শুকতারা বেওয়ার মেয়ে সহিদুল্লা মণ্ডল ভজিমুদ্দিন ও ফারুক মণ্ডলের বিরুদ্ধে কুমারগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নিখোঁজ বৃদ্ধ

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতের মালঞ্চার (অমৃতখণ্ড) বাসিন্দা শ্রীমন্ত পাহান (৬০) গত শনিবার থেকে নিখোঁজ। তিনি বালুরঘাটের একটি লোহার দোকানে কাজ করতেন। বালুরঘাট থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে এই খবর লেখা পর্যন্ত তাঁর খোঁজ মেলেনি। নিখোঁজ বৃদ্ধের খোঁজ পেতে বুধবার বালুরঘাট সহ আশেপাশে এলাকায় তাঁর পরিবার মাইকিং করে।

সুখটান।। *সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায়। বুধবার গাজোলের আহোরাতে। - পঙ্কজ ঘোষ*

জাঁকিয়ে শীতের পূর্বাভাস

নিউজ ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : বুধবার ভোর। ঘড়ির কাঁটায় তখন পাঁচটা। চৌকাঠে পা রাখতেই চক্ষু চড়কগাছ প্রাতর্ভ্রমণকারীদের। মাঘ মাসের শুরুতেই ঘন কুয়াশায় মুড়লো গৌড়বঙ্গ। দুহাত দূরের মানুষকেও দেখা দায়। তার উপরে কনকনে উত্তুরে হওয়া।

মালদা নিবাসী এক প্রাতর্ভ্রমণকারী সুমিতাদেবীর কথায়, 'আজ মালদা যেন এক টুকরো দার্জিলিং। ঠান্ডা লাগলেও বেশ মজা লাগছে।'

বুধবার বেলা ১১টা পর্যন্ত মালদায় সূর্যের দেখা মেলেনি। উত্তরে হওয়ার জন্য শীতের তীব্রতা বেশি থাকলেও তাপমাত্রা কিন্তু তেমন কিছু কমেনি। জেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মালদার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদিও সাধারণ মানুষের দাবি অন্য বছর এই সময়টাই শীতের দাপট থাকে আরও বেশি। ইংরেজবাজারের গ্রামাঞ্চল অমৃতি থেকে প্রতিদিন রথবাড়ি বাজারে সবজি বিক্রি করতে আসেন মানিক দাস। সঙ্গে আসে তাঁর ছেলে মনোজ। মানিকবাবুর কথায়, 'ভেবেছিলাম অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আমার বাজার আসতে। কিন্তু বাজারে এসে দেখি আমার মতো অনেকেরই আসতে দেরি হয়েছে। পরে এলেও নিয়মিত খদ্দেরদের পেয়েছি।'

জাঁকিয়ে শীত পড়তে শুরু করেছে দক্ষিণ দিনাজপুরেও। এদিনের তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে গিয়েছিল। জেলায় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে আসায় শীতের আমেজ নিতে শুরু করেছে জেলাবাসী।

মাঝিয়ান আবহাওয়া দপ্তরের পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর জানান, 'পশ্চিমী হাওয়া চললেই কুয়াশা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই মাসজুড়ে তাপমাত্রা ১০ থেকে ১২ ডিগ্রির মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গত ২৫ বছরের রেকর্ডে জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ৯ ডিগ্রির নীচে তাপমাত্রা নেমে যায়। এবার সেরকমটা হয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যই এমনটা হচ্ছে।'

প্রকৃতির সঙ্গে 'নির্বাক বন্ধুত্ব'

গাজোল, ১৫ জানুয়ারি : আর পাঁচটা শিশুর মতন এদিন ওরাও চিনল গাছপালা, জীবজন্তু, পোকামাকড় সম্বন্ধে। মিলিত হল প্রকৃতির সঙ্গে। ওরা কেউ চোখে দেখতে পায় না,কেউ কথা বলতে পারে না, কানেও শুনতে পায় না। কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষকরা আকারে ইঙ্গিতে ওদের বোঝাতে পারেন বা ওদের ভাষায় কথা বলতে পারেন, তাঁদের মাধ্যমে ওরা শিখছিল সবকিছু। তাই গতানুগতিকভাবে আর পাঁচটা দিনের মতো নয়, এদিন যেন একটু অন্যরকমভাবে তাদের সময় কাটল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জীববৈচিত্র্য পর্ষদের উদ্যোগে এদিন রায়গঞ্জের সূর্যোদয় হোমের বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বায়ো ট্যুর প্রোগ্রাম। প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে উপস্থিত ছিলেন হোমের প্রিন্সিপাল পার্থসারথি দাস। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জীববৈচিত্র্য পর্ষদের উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর তমাল মণ্ডল, আদিনা ডিয়ার পার্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার ইন্দ্রজিৎ দাস সহ অনেকেই।

এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তমাল মণ্ডল বলেন, 'সূর্যোদয় হোমের প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে এদিন আদিনা ফরেস্টে আমরা প্রকৃতিপাঠের আসর বসিয়েছিলাম। জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ, জীবজন্তু, পোকামাকড়ের সঙ্গে বেশ কিছু বিষয় সম্বন্ধে জানতে পেরেছে ছাত্রছাত্রীরা। বেলা বারোটা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত চলে এই কর্মসূচি।'

খুশির হাওয়া কৃষক মহলে

আলুর বিমার প্রিমিয়াম মকুব

নিউজ ব্যুরো

১৫ জানুয়ারি : এবার প্রথম আলু চাষের উপর কৃষকদের বিমার প্রিমিয়াম মকুব করল রাজ্য সরকার। আলুর জন্য এবার কোনও প্রিমিয়াম দিতে হবে না কৃষকদের। বিনা প্রিমিয়ামে বিমার সমস্ত সুযোগসুবিধা পাবেন কৃষকেরা। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো খরচ দেবে। স্বাভাবিকভাবেই আলুচাষিরা এমন সরকারি সিদ্ধান্তে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। শীতকালীন ফসলের জন্য ৩১ জানুয়ারি এবং গ্রীষ্মকালীন ফসলের জন্য ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিমার সুযোগ পাবেন কৃষকেরা।

সরকারি এমন উদ্যোগে উপকৃত হতে চলেছেন মালদার প্রায় চার লক্ষ কৃষক। এই বিষয়ে জেলা কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর দিবানাথ মজুমদার বলেন, 'রাজ্য সরকার আলু, ভুট্টা, আখ সহ নয়টি ফসলের ওপর প্রিমিয়াম মকুব করেছে। কৃষকরা যদি তাঁদের ফসলের বিমা করান এবং যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয় তাহলে বিমার ভিত্তিতে ফসলের ক্ষতিপূরণ পাবেন।'

পুরাতন মালদার সহ কৃষি অধিকর্তা সৌম্যজিৎ মজুমদার বলেন, 'কৃষকরা যাতে বিমার সুবিধা পায়, সে বিষয়ে আমরা কৃষকদের অবগত করছি।'কৃষিজীবীদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রবিশস্য বিমার আওতায় আনায় খুশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কৃষকরাও। আধুনিক রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মরশুম শেষে চটজলদি ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদান করা হবে।

অতিরিক্ত জেলা শাসক রবিপ্রকাশ মিনা জানান, 'কোনও মূল্য ছাড়াই কৃষকরা রবিশস্য চাষে বিমার আওতায় আসতে পারবেন। গত বছর জেলায় ২ লক্ষ ৬৬ হাজার কৃষক এই বিমার আওতায় এসেছিলেন। এবছর ২ লক্ষ ৭০ হাজার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।' উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৯টি ব্লকে প্রায় ২৮ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ করেন প্রায় ৮০ হাজার কৃষক। এদের মধ্যে কেউ ১ বিঘা,আবার কেউ ১০ বিঘা জমিতে বা তার বেশি জমিতেও চাষ করেন।

জেলা কৃষি আধিকারিক প্রিয়নাথ দাস বলেন, 'এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে যদি ৩৫ হাজার টাকা খরচ হয়, পুরোটা সেই অর্থরাশি বিমা কোম্পানি দেয় না। তারা ৪ বছরের গড় ফলন দেখার পর ওই বছর কত ফলন হল তার ৮০ শতাংশ আবার কোথাও ৬০ বা ৭০ শতাংশ দেয়। এজন্য প্রিমিয়াম দিতে হয়। বিগত বছরগুলিতে রাজ্য সরকার আলুটা বাদ দিয়ে অন্য ফসলের ক্ষেত্রে মকুব করেছিল। এবার আলুরও প্রিমিয়াম দিতে হবে না।'

ব্যবসা বাণিজ্য

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়িতে থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আয়ের সুযোগ। যোগাযোগ - 94337 66101. (K)

হারানো প্রাপ্তি

ইং ৫ই জানুয়ারি ২০২৫ শিলিগুড়ি কোর্ট এলাকা থেকে আমার নামে নথিভুক্ত দুইটি দলিল যাহার নং - I-2899 dt. 16.09.2013 & I-3545 dt. 23.12.2013 হারিয়ে যায়। যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পান তাহা হইলে এই ফোন নম্বরে 94755-91269 যোগাযোগ করিবেন। (C/114477)

অ্যাফিডেভিট

আমি Shashidebi Dungarwal জন্ম তারিখ 06/03/1969, স্বামী Binod Dungarwal, মালবাজার রোড, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Dungarwala Shashidebi নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 846 তারিখ 13.1.25 Shashidebi Dungarwal, Dungarwala Shashidebi এবং Sashi Dungarwal একই ব্যক্তি। (S/C)

কর্মখালি

Vacancy Lab Chemist (B.Sc) & ISO coordinator for biscuit industry Ambari, Siliguri. Ph : 7384861950.

•

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। M : 9832268306. (C/114345)

•

Wanted a pass Graduate Asst. Teacher in Bio-Science with B.Ed, reserved for Schedule Tribe in Short Term Vacancy (Maternity Leave) upto 17/05/2025. Apply to the Secretary, Kamakhyaguri High School, P.O- Kamakhyaguri, Dist- Alipurduar, 736202 with two sets of Self Attested Photo copies of all testimonials & a biodata within 10 days from the date of advertisement. (P/S)

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
Haren Mukherjee Road, Hakimpara
Siliguri-734001
NIeQ No.-23-DE/SMP/2024-25

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for Supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Start date of submission of bid : 16.01.2025 from 12.00 noon.

Last date of submission of bid : 22.01.2025 up to 3.30 p.m.

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

অ্যালেনের স্কলারশিপ

১৫ জানুয়ারি : দেশজুড়ে অ্যালেন স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট (এএসএটি) আয়োজিত হবে ১৯ জানুয়ারি। দেশের সেরা প্রতিভাদের তুলে ধরতে এই পরীক্ষার আয়োজন করছে অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউট। এএসএটিতে সফল শিক্ষার্থীরা অ্যালেনের কোর্সে ভর্তি ফি-এর ৯০ শতাংশ পর্যন্ত বৃত্তি পেতে পারবেন। পাশাপাশি ২০২৫ সালের একাধিক ব্যাচে ২০ জানুয়ারির মধ্যে যাঁরা ভর্তি হবেন তাঁরা ফিজে বিশেষ ছাড় পাবেন। বৃত্তি ও ভর্তি ফিজে ছাড়, দুটি সুবিধাই একত্রে মিলবে। জেইই অ্যাডভান্সডের প্রস্তুতির জন্য অ্যালেনের এনথুস ব্যাচ ও নিট প্রস্তুতির জন্য এনথুস অ্যাডভান্স ব্যাচ দুটো শুরু হচ্ছে যথাক্রমে ২০ জানুয়ারি ও ৩ ফেব্রুয়ারি।

২০২৪ সালে জেইই, নিট ও অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় অ্যালেনের পড়ুয়ারা ভালো ফল করেছেন। এএসএটি'র মাধ্যমে, প্রতিটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মূল্যায়ন করে সফল জীবনের দিকে পা বাড়াতে পারবেন।

খলসিতে ফাঁসে মৃত্যু তরুণের

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : এক টোটোচালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় বুধবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত খলসি গ্রামে। মৃত তরুণের নাম ভীম হাঁসদা (২০)। বাড়ি রায়গঞ্জ শহর সংলগ্ন সুভাষগঞ্জ এলাকায়। এদিন পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে পাঠায়। এদিন বিকেলে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জের পুলিশ।

১০ দিন আগে শ্বশুরবাড়িতে যান ভীম। এদিন ভোররাতে বাড়ির অদূরে একটি আম গাছে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। তবে ভীমের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পরিবার। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

e-TENDER

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIQ No-12/APD/WBSRDA/FUR/2024-25, Date- 14/01/2025. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer
& Head of PIU
WBSRDA Alipurduar Division

Tender Notice

Prodhan Akcha Gram Panchayat are invited e-Tender vide memo no-10/AGP & 11/AGP (1st Call), date-15.01.2025 under 15TH CFC fund. All documents can be obtained from the website https://wbtenders.gov.in and office notice board. The last date of submission of online bid 24.01.2025 up to13:00 Hrs.

Sd/
Prodhan
Akcha Gram Panchayat

OFFICE OF THE ADDITIONAL LABOUR COMMISSIONER
NORTH BENGAL ZONE
Shramik Bhaban, Dagapur Complex, P.O. & P.S.
Pradhannagar, Siliguri, Dist.- Darjeeling, PIN- 734003

e-Tender Notice

The undersigned is directed to invite e-Tender for engagement of housekeeping and security personnel agency for supply of Manpower for housekeeping and security personnel services at Shramik Bhaban, Dagapur Complex, P.O. & P.S. Pradhannagar, Siliguri, PIN- 734003, Dist. Darjeeling for a period of 01 (one) year vide e-Tender No. WB/Addl.LC/SLG/NIT-01/2024-25 dated : 07.01.2025. Intending bidders may access detailed information and respond through the e-Procurement portal of Government of West Bengal **https://www.wbtenders.gov.in** on or from 16.01.2025 at 3:00 P.M. to 31.01.2025 at 6:50 P.M.

Sd/-
Additional Labour Commissioner
North Bengal Zone, Siliguri

Tender Notice

The undersigned invites e-Tender vide e-NIT No. 13/e-Chl-l/B/2024-25 Dated- 15.01.2025 Memo No. 117/Chl-l/B/2024-25 Dated- 15.01.2025 for various types of civil/ Electrical works/Item procurement. The details may be obtained from the Office or e-Tender portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO
Chanchal-I Development Block

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.- 19 (2024-25) Memo No- 32/ PS, Dated-14.01.2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 22.01.2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of west Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
E.O
Blg. P.S

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- কোচবিহার, থানা- কোতয়ালি, জে.এল নং ১৩০, মৌজা- শহর কোচবিহার, মধ্যে এল আর ১৯৪১৪ নং খতিয়ানভুক্ত এল আর ৯৫০০ দাগের মধ্যে ০.০১৭ একর ভূমি যাহা শচীন্দ্র কুমার সরকার নামে রেকর্ডভুক্ত আছে তাহা আমার মক্কেল শ্রীমতী সোমা সাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি উক্ত জমি বিক্রয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি বা অভিযোগ বা দাবি থাকে তাহলে অদ্য হইতে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত মোবাইল ও ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

বিপ্লব রায় (আইনজীবী, কোচবিহার)
Ph: 9832096112
খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার

আজ টিভিতে

পরিবারের সকলকে নিয়ে হই-হুল্লোড়ের মাঝে কি জোনাকির জন্য অপেক্ষা করছে চরম বিপদ? **মিত্তিরবাড়ি** রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বদলা, দুপুর ১.০০ হীরক জয়ন্তী, বিকেল ৪.০০ লভ ম্যারেজ, সন্ধে ৭.৩০ নাচ নাগিনী নাচ রে, রাত ১০.৩০ ইডিয়ট, ১.০০ দ্বিরাগমন
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১.০০ কমলার বনবাস, বিকেল ৩.০০ মেমসাহেব, ৫.৩০ মায়া মমতা, রাত ৯.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, ১২.০০ সাঁঝবাতি
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.১০ সংঘর্ষ, রাত ১০.১৫ মন যে করে উড়ু উড়ু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারমূর্তি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মনের মানুষ
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৩৪ কে থ্রি- কালী কা করিশমা, বিকেল ৩.১৫ সিটি মার, ৫.৩৭ নাইট কারফিউ, সন্ধে ৭.৫৫ বেদা, রাত ১০.৩৮ তিস মার খান
সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১২.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা, বিকেল ৩.৪৫ মুবারকা, সন্ধে ৬.৩০ মুঝসে শাদি করোগি, রাত ৯.৩০ নয়া নটওরলাল
মুভিজ নাও : দুপুর ১.৫৫ আইস এজ-কলিশন কোর্স, সন্ধে ৬.৪০ গোল্ডেন আই, রাত ৮.৪৫ রকি-ফোর, ১০.১৫ আইস এজ-টু, ১১.০০ আনসেন

চারমূর্তি দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

লভ ম্যারেজ বিকেল ৪.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা

আনসেন রাত ১১.৪০
মুভিজ নাও

স্পাই ইন দ্য ওয়াইল্ড রাত ৯.০০
সোনি **বিবিসি আর্থ এইচডি**

সাহিত্যের সেরা সময় পর্বে- **অনুপমার প্রেম** সন্ধে ৭.৩০ **আকাশ আট**

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Tender Notice

Prodhan Akcha Gram Panchayat are invited Tender vide memo no-12/AGP to 48/AGP, date-15.01.2025 under 15TH CFC fund. All documents can be obtained from AKCHA G.P Office. Sale of Tender Form:- 15.01.2025 to 22.01.2025, Last Date of Dropping:- 24.01.2025, Date of Opening:-27.01.2025

Sd/
Prodhan
Akcha Gram Panchayat

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের উদ্দেশে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে যে, আয়ুষ মন্ত্রণালয় ভারত সরকার কোনওপ্রকার মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ / হেম্পবৈদ্য / মাদক জাতীয় দ্রব্যের চিকিৎসক বিশেষীকরণের অনুমোদন করে না এবং মাদক জাতীয় দ্রব্যকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রকার ক্রিয়াকলাপ যেগুলি আইনগত প্রবিধানের দ্বারা শংসা প্রাপ্তি করে না সেই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে না। আয়ুষ মন্ত্রণালয় এই ধরনের ভুল তথ্যগুলিকে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে স্পষ্টীকরণ বার্তা প্রেরণ করছে এবং জনসাধারণের কাছে সঠিক তথ্যটি প্রদান করছে।

২. সেইহেতু আয়ুষ মন্ত্রণালয় জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে :-

১. **আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেমে কোনও মাদকজাতীয় দ্রব্যের প্রতি বিশেষজ্ঞ নেই :** আয়ুষ সিস্টেমের স্বাস্থ্য পরিষেবার কোনও মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ যেমন : মাদক দ্রব্য বিশেষজ্ঞ / হেম্পবৈদ্য / মাদক দ্রব্যের চিকিৎসক নেই।

২. **জনসাধারণের প্রতি সতর্কীকরণ :** জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে আয়ুষ সিস্টেমের স্বাস্থ্য পরিষেবার নাম করে তার অন্তর্ভুক্ত কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিশেষজ্ঞ বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন তবে তাদের থেকে নির্দেশিকা অথবা চিকিৎসা করানো থেকে বিরত থাকুন।

৩. **আইনি বিবেচনা :** এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, মাদক জাতীয় দ্রব্যের চাষাবাদ, অধিকার এবং বিক্রয় সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত ভারতের আইনব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৪. **সঠিক তথ্য অনুধাবন করুন :** আয়ুষের সমস্ত অনুশীলন, চিকিৎসা এবং থেরাপিগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য নিবন্ধিত আয়ুষ অনুশীলনকারী এবং স্বীকৃত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৫. **ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করুন :** যদি কোনও নাগরিক বিভ্রান্তিকর তথ্য অথবা আয়ুষ সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত মাদক জাতীয় দ্রব্যকে কেন্দ্র করে যেকোনও চর্চার শিকার হয়ে থাকেন তবে সেই নির্দিষ্ট রাজ্যের অনুজ্ঞাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এবং / অথবা আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের ayush.medicine@gov.in-এ পরবর্তী তদন্ত এবং পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে অভিযোগ দায়ের করুন।

এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের ক্রিয়াকলাপের স্পষ্টতাকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এবং আয়ুষ সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃত অনুশীলন এবং বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে জনসাধারণ যাতে সঠিক তথ্য প্রাপ্তি করে।

আয়ুষ মন্ত্রণালয়

CBC/17201/11/0019/2425

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ কেরিয়ারের দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে এবং তাতে সাফল্যও পাবেন। পড়ুয়াদের বিদ্যায় বাধা কাটবে। বৃষ : কাউকে কোনও কাজে সাহায্য করে প্রশংসিত হবেন। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় কাটবে। মিথুন : আত্মবিশ্বাসের জোরে আজ কোনও নতুন কাজে হাত দিয়ে সফল হবেন। সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক আলোচনায় মীমাংসা হতে পারে। কর্কট : বাড়তি কোনও আয়ের সুযোগ পেলে সবদিক খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। পারিবারিক ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য মিলবে। সিংহ : স্ত্রীর সহযোগিতায় কোনও কাজে জটিলতা কেটে যাবে। আজ বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দের পরিবেশ। কন্যা : উচ্চশিক্ষায় সাময়িক বাধা। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। নতুন কোনও ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ না করাই ভালো হবে। তুলা : বহুদিনের বকেয়া ফেরত পেয়ে স্বস্তি পাবেন। পুরোনো সম্পত্তি কেনার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। বৃশ্চিক : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের আশানুরূপ লাভের সম্ভাবনা আছে। শৌখিন দ্রব্যের ব্যবসায় বিশেষ সুফল পেতে পারেন। ধনু : কোনও বহুজাতিক কোম্পানি থেকে ভালো সুযোগ পেতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। মকর : অংশীদারি সম্পত্তিতে শরিকের সঙ্গে সম্পর্ক জটিল হবে। আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশির কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কুম্ভ : কারিগরি বিষয়ক শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হলেও আলোচনার মাধ্যমে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। মীন : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ মাঘ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ পৌষ, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫, ২ মাঘ, সংবৎ ৩ মাঘ বদি, ১৫ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।৯। বৃহস্পতিবার, তৃতীয়া শেষরাত্রি ৪।৩৩। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ১২।১৩। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ২।২১। বণিজকরণ অপরাহ্ন ৪।১৩ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ১২।১৩ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।২৮ গতে ৫।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৭ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২।১৩ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১২। ১৩ গতে ২।২৮ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৪৬ মধ্যে ও ১০।৪৩ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।৭ গতে ৩।৪২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দোষীদের গ্রেপ্তার চায় সন্তানদল

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৫ জানুয়ারি : হরিশ্চন্দ্রপুর বারোদুয়ারিতে ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী দীপ্তি ভগতের মৃত্যুর জন্য দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হল সন্তানদল উত্তরবঙ্গ কমিটি।

গত সপ্তাহে হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রী দীপ্তি ভগতের (২০) পচাগলা দেহ উদ্ধার হয় ফরাক্কার শংকরপুর ঘাট থেকে। ছাত্রীটি ৫ জানুয়ারি থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ ছিল। হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে কুলিক এক্সপ্রেস চেপে রামপুরহাট যাওয়ার পথে হঠাৎ করে ফরাক্কা স্টেশনে নেমে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ফরাক্কার নেতাজি সেতু থেকে দীপ্তির কলেজের সমস্ত কাগজপত্র, ব্যাগ, মোবাইল এবং ১৩০০ টাকা উদ্ধার করে। গত সপ্তাহে রবিবার তার দেহ ফরাক্কার শংকরপুর ঘাট থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। খুন না আত্মহত্যা- এই নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি হরিশ্চন্দ্রপুর এবং ফরাক্কা থানার পুলিশ। নিখোঁজ থাকাকালীন গত শুক্রবার দীপ্তির বাড়ির লোকের মোবাইলে ২ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে মেসেজ আসে।

এদিকে দীপ্তির মৃত্যুর পিছনে কী রহস্য আছে এবং এই ঘটনায় যারা যারা জড়িত তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছে ধর্মীয় সংগঠন সন্তানদল। দোষীদের গ্রেপ্তার না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংগঠনের উত্তরবঙ্গ কমিটির আহ্বায়ক সঞ্জিত দাস জানান, 'ওই মৃত ছাত্রীর পরিবার সন্তান দলের সদস্য। আমরা চাইছি অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসন এই মৃত্যুর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করুক এবং নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দোষীদের গ্রেপ্তার করুক। না হলে আমরা রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নামব।

ধূসর কুয়াশা...

দৃশ্যমানতা কম থাকলেও স্বাভাবিক যাতায়াত। বুধবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে তৎপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

নির্দেশিকার প্রভাবে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ১৩ হাজার ও বালুরঘাটে প্রায় ৫ হাজার স্যালাইন সিল করা ঘরে রাখা হল। বদলে করা হল বিকল্প ব্যবস্থা।

বিভ্রান্ত না হওয়ার পরামর্শ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ মেনে বুধবার ১৩ হাজার নিষিদ্ধ স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। এদিন বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে ওই স্যালাইন সংগ্রহ করে তা নির্দিষ্ট একটি জায়গায় রেখে সিল করে দেওয়া হয়েছে। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, সরকারি নির্দেশ আসার পর নিষিদ্ধ স্যালাইনের বদলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নর্ম্যাল স্যালাইন এবং অন্য স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে ৮০ শতাংশ ছাড়ে অন্য কোম্পানির স্যালাইন সংগ্রহ করতে রোগীর পরিবারকে পরামর্শ দিচ্ছেন মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এদিন বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীর পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন হাসপাতালে এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায়। স্যালাইন নিয়ে যাতে কোনওরকম বিভ্রান্তি বা আতঙ্ক না ছড়ায় তারজন্য রোগীর পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দেন। এমএসভিবি বলেন, 'যে পরিমাণ স্যালাইন মজুত করা হয়েছে, তাতে রোগীর সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবু প্রয়োজন হলে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে ৮০ শতাংশ ছাড়ে বাইরের স্যালাইন নেওয়া হবে।' প্রিয়ঙ্কর রায়ের কথায়, 'স্বাস্থ্য দপ্তর ২০ হাজার স্যালাইন পাঠাচ্ছে।'

সোমবার কালিয়াগঞ্জের হিরন্ময় বর্মনের মৃত্যু হলে পরিবার চিকিৎসার গাফিলতি ও স্যালাইন না দেওয়ার অভিযোগ করেন। এমনকি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

উত্তর দিনাজপুর এবং মালদার একাধিক সরকারি হাসপাতালে নিষিদ্ধ স্যালাইন ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। এরপরই তড়িঘড়ি সেই স্যালাইন বদলে ফেলা হল। মালদার চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেও সরিয়ে ফেলা হয় নিষিদ্ধ স্যালাইন।

নিষিদ্ধ স্যালাইন সিল করা ঘরে

রূপক সরকার ও সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : পশ্চিম মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে নিষিদ্ধ স্যালাইন কাণ্ড সামনে আসার পর রাজ্যে বাতিল করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির স্যালাইন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও এই কোম্পানির স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছিল। আপাতত বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন গ্রামীণ ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অন্য কোম্পানির স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে।

যেখানে ওই স্যালাইন রয়েছে সেগুলি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। নিষিদ্ধ ওই স্যালাইন বালুরঘাটে জেলা ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে বের করে অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করা হল। হাসপাতাল থেকে স্যালাইনগুলি অন্য একটি ঘরে সিল করে রাখা হচ্ছে। তার আগে কতগুলি স্যালাইন রয়েছে, তার গণনা হবে। সেই তথ্য আসার পর বিষয়টি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই বাকি কাজ করা হবে।

অন্যদিকে, বুধবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে যান বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। সরকারি হাসপাতালে নিষিদ্ধ স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হাসপাতালে আসেন তিনি। হাসপাতাল এসে রোগী ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক। আপাতত হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে সন্তুষ্ট বিধায়ক।

অশোককুমার লাহিড়ির বক্তব্য, 'বিতর্কিত স্যালাইন বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ব্যবহার করা হচ্ছে না। অন্যান্য হাসপাতালে স্যালাইন নিয়ে বিতর্ক উঠতেই, বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে সেই স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

এবিষয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগের মন্তব্য, 'হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির যেসব স্যালাইন ছিল সেগুলো প্রায় পাঁচ হাজার স্যালাইন অন্য ঘরে সিল করে রাখা হল। যাতে সেগুলো কেউ আর ব্যবহার করতে না পারে। যদিও আমরা আগেই নির্দেশিকা জারি করছিলাম। নতুন স্যালাইনেরও কোনও সংকট নেই।'

অন্যদিকে, এবিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস-এর বক্তব্য, 'জেলায় কোনওরকম স্যালাইনের সংকট নেই। যে পরিমাণ স্যালাইন এসেছে আমাদের কাছে তা এখনও ঠিকঠাক রয়েছে। আরও স্যালাইন এরমধ্যেই ঢুকবে জেলায়। সেগুলো হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হবে।'

দুই জেলার হাল

- নিষিদ্ধ ওই স্যালাইন বালুরঘাটে জেলা ও সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে বের করে সিল করা ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়
- আপাতত বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন গ্রামীণ ও জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে অন্য কোম্পানির স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে
- সরকারি নির্দেশ আসার পর নিষিদ্ধ স্যালাইনের বদলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নর্ম্যাল স্যালাইন এবং অন্য স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে
- প্রয়োজন হলে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে ৮০ শতাংশ ছাড়ে অন্য কোম্পানির স্যালাইন সংগ্রহ করতে রোগীর পরিবারকে পরামর্শ দিচ্ছে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ
- স্যালাইন নিয়ে কোনওরকম বিভ্রান্তি বা আতঙ্ক না ছড়াতে রোগীর পরিবারের সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয়

কুয়াশার সুযোগে অবাধে পাচার

কাঁটাতার টপকে উড়ছে প্যাকেট

অস্থির বাংলাদেশ

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৫ জানুয়ারি : কুয়াশা ও শীতের সুযোগে কাঁটাতারের ওপার থেকে এপারে ছোড়া হচ্ছে প্যাকেট। গুগল লোকেশন দেখে আগেই হাজির থাকছে এপারের পাচারকারীরা। প্যাকেট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমেষেই সেটা নিয়ে চলে যাচ্ছে সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামে। পরে সেই প্যাকেটবন্দি জাল নোট ছড়িয়ে যাচ্ছে গ্রাম থেকে শহরে। বৈষ্ণবনগরে ৫০০ ও ২০০ টাকার জাল নোট উদ্ধারে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে গোয়েন্দারা।

কিন্তু এত জাল নোট আসছে কীভাবে? গোয়েন্দাদের উত্তর, মাথা আছে সীমান্তের ওপারে। এপার-ওপারের দুষ্কৃতীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চোরাকারবার করছে। বিএসএফ জওয়ানরাও বিপদের মুখে পড়ছে।

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, ওপার বাংলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মোনাকসা বাজারের ফারুক শেখ জাল নোটের মূল কারবারি। ফারুকের ডান হাত বাংলাদেশের রফিকুল শেখ। সেও মোনাকসার বাসিন্দা। এছাড়াও শিবপুরের আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে, যারা সরাসরি জাল নোট পাচারে যুক্ত। তারা ওই পাড়ে বসে জাল নোট ছাপিয়ে এপারে পাচার করছে। ফারুক রফিকুলের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও বেশ কিছু এপারের জাল টাকা পাচারকারবারি। যদিও তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম জানাতে চাননি আধিকারিকরা।

কিন্তু কীভাবে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে চোরাকারবারিরা? স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, চোরাকারবারিরা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো কলে নিয়মিত কথা বলে। এরপরে তারা নিজেদের মধ্যে গুগল লোকেশন শেয়ার করে। লোকেশন অনুযায়ী, একে অপরের দিকে এগিয়ে এসে রাতের অন্ধকার এবং কুয়াশার সুযোগে ওপার থেকে এপারে জাল টাকা ছুড়ে দিচ্ছে। এপারের চোরাকারবারিরা তা তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মূলত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া বাখরাবাদ ও পারদেওনাপুর, শোভাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাপছাড়া গ্রাম, হঠাৎপাড়ার কিছু জাল নোট কারবারি সরাসরি জাল নোট পাচারে যুক্ত বলে সূত্রের দাবি।

পরিসংখ্যান বলছে, নভেম্বরে তিন লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ঘটনায় কালিয়াচকের আক্তারুল জামান, ওয়ারিশ আলি ও কামিরুদ্দিন মামিনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পাশাপাশি ১০ ডিসেম্বর প্রায় লক্ষাধিক টাকার জাল নোট উদ্ধারে হাসমত শেখ, রাজিকুল শেখ, সালকে শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে, ৮ জানুয়ারি ২০ লক্ষ জাল টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বৈষ্ণবনগর থানার কুম্ভীরা অঞ্চলের খোসালপাড়া এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী রুবেল শেখের বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ লক্ষ জাল টাকা উদ্ধার হয়। ২০ লক্ষের মধ্যে ৫০০ টাকার জাল নোট ছিল ২০ লক্ষ ও ১ লক্ষ ২০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়। প্রত্যেক জাল নোট উদ্ধারের ঘটনায় স্থানীয়দের যোগ খুঁজে পেয়েছে পুলিশ।

একনজরে

- চোরাকারবারিরা হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো কলে নিয়মিত কথা বলে। গুগল লোকেশন শেয়ার করে
- লোকেশন অনুযায়ী, একে অপরের দিকে এগিয়ে এসে রাতে এবং কুয়াশার সুযোগে ওপার থেকে এপারে জাল টাকা ছুড়ে দিচ্ছে
- এপারের চোরাকারবারিরা তা তুলে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে
- সীমান্ত লাগোয়া বাখরাবাদ ও পারদেওনাপুর, বাপছাড়া, হঠাৎপাড়ার কিছু জাল নোট কারবারি পাচারে যুক্ত

প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের নয়া চেয়ারম্যান

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : আড়াই বছরের প্রতীক্ষার অবসান। জেলা পেল প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হেমতাবাদের বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের অনুগামী বিন্দোলের বাসিন্দা নাজিমুদ্দিন আলিকে (৩৪)। পেশায় হুগলির ভোনপুর জনেশ্বর বিদ্যাপীঠের শারীরশিক্ষার শিক্ষক। নিয়োগপত্র পান ছয় বছর আগে। এতদিন অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সচিব পদে ছিলেন দুলালচন্দ্র সরকার।

এসএসসিতে এবং প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ উঠতেই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান জায়েদ আলমকে সরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, এই অপসারণের পিছনে কি নিয়োগ দুর্নীতির ছায়া রয়েছে? প্রায় আড়াই বছরের বেশি সময় ধরে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য ছিল। নতুন বছরের গোড়ায় প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হিসেবে নাজিমুদ্দিন আলির নাম ও ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরপাক খাওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের।

সত্যজিৎ বর্মন বলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করব।' এদিকে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার আগেই তৃণমূল কর্মীরা তাঁর গাড়িতে চেয়ারম্যানের নেমপ্লেট লাগিয়ে দিয়েছে। বিরোধীরা বলতে শুরু করেছে, একেবারে দলীয় ক্যাডারকে দায়িত্ব দেওয়া হল।

নারী নির্যাতনে জেরবার বালুরঘাট

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : বাড়ির পাশে বেআইনিভাবে মদের আসর। তার প্রতিবাদ করার শাস্তি হিসেবে গৃহবধূ ও তাঁর মেয়ের কপালে জুটল মারধর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাটের এক গ্রামে।

অভিযোগ, মঙ্গলবার ওই গৃহবধূ ও তাঁর মেয়েকে রাস্তায় ফেলে চুলের মুঠি ধরে মারধর করা হয়। জখম গৃহবধূকে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরে ওই গৃহবধূ বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ওই গৃহবধূর দাবি, 'মদ বিক্রি ও আসর বসায় বাইরে থেকে প্রচুর মানুষ এসে সাইকেল, বাইক রেখে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। চলাচলে অসুবিধা করে। অশ্লীল ভাষাও ব্যবহার করা হয়। আমরা আগেও বহুবার প্রতিবাদ করেছি। আমাদের গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়া হত। ওই চোলাই মদ বিক্রেতারা আমার বাড়ির পেছনে মদ তৈরির সামগ্রী লুকিয়ে রাখে। আমি সেগুলি বাড়িতে এনে রাখি। পরে দিয়েও দিয়েছি। কিন্তু ওরা আমাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ফেলে মারধর করেছে। আমার মেয়েকেও মেরেছে।'

একই দিনে শহরে আরও এক নারী নির্যাতনের অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, মর্নিং ওয়াকে বের হওয়া দুই গৃহবধূকে বেধড়ক মারধর করে প্রতিবেশী ২ তরুণ। ওই দুজনের মধ্যে এক গৃহবধূর বক্তব্য, ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের বিবাদ। আগেও বেশ কয়েকবার আমাদের উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করেছে ওরা। আজ মর্নিং ওয়াকে বেরোলে ওরা বিনা কারণে আমাকে মারধর করে। আমার জা আমাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে, তাকেও মারধর করা হয়েছে।'

শুধু এক বা দুদিন নয়। গত কয়েক দিনে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে বালুরঘাটে। ফলে আতঙ্কের আবহ তৈরি হচ্ছে। মহিলাদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করতে পুলিশের কাছে দাবি জানাচ্ছেন বাসিন্দারা।

গত রবিবারও একই ঘটনা। শহর লাগোয়া এলাকায় এক

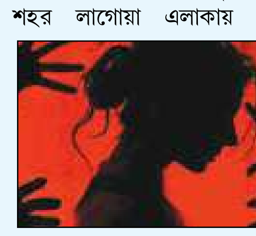

গৃহবধূকে তার স্বামী ও পরিবারের সদস্যরা মিলে মারধর করে বাড়ি থেকে বের বের করে দেয়। অভিযোগ, অতিরিক্ত পণের জন্য চাপ দেওয়া হয়। প্রতিবাদ করায় তাঁকে শাস্তি পেতে হয়। তিনিও বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের ওয়ান স্টপ সেন্টারের কেস ওয়ার্কার স্নিগ্ধা বিশ্বাসের পরামর্শ, 'এরকম ঘটনা হলে আমাদের জানাতে হবে। সেক্ষেত্রে চেষ্টা করা হবে।' বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাসের আশ্বাস, 'মামলা করা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।'

ডাকাতিতে ধৃত মালদার দুষ্কৃতী

গঙ্গারামপুর, ১৫ জানুয়ারি : ফের গুলিকাণ্ডে নাম জড়াল মালদার। গঙ্গারামপুরের বিদ্যুৎ দপ্তরের সাব-স্টেশনের ডাকাতির ঘটনার ছয় দিনের মাথায় বুধবার পুলিশ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম আনিরুল শেখ (৩৪)। তার বাড়ি মোথাবাড়ির সামদেশপুরে। ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়িও উদ্ধার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৯ জানুয়ারি রাতে গঙ্গারামপুর থানার কালদিঘি রতনমালায় ১৩২ কেভি বিদ্যুৎ দপ্তরের দুষ্কৃতীরা গঙ্গারামপুর সাব-স্টেশনে হামলা চালায়। ৫ লক্ষ টাকার ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী সহ কিছু টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত নিরাপত্তারক্ষীদের হাত-পা বেঁধে মারধর করা হয়। শুধু তাই নয়, এলাকায় আতঙ্ক ছড়াতে শূন্যে এক রাউন্ড গুলিও ছোড়া হয়।

ধৃত আনিরুলকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এরপর বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। সাব-স্টেশনে ডাকাতির ঘটনায় মালদার নাম জড়ানোয় গঙ্গারামপুরে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে শীতের রাতে কি বহিরাগত দুষ্কৃতীরা জেলায় প্রবেশ করেছে? নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে স্থানীয়দের তরফে দাবি উঠছে নাকা চেকিংয়ের।

গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এর পেছনে কোনও গ্যাং রয়েছে কি না, জানার চেষ্টা চলছে।

বরাদ্দ বন্ধ, দেনা করে চলছে স্কুল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : দেনা করে মেটাতে হচ্ছে স্কুলের ইলেক্ট্রিক বিল। পরীক্ষার খরচও তাই। এভাবে দিনের পর দিন ধরে দেনা হচ্ছে বাজারে, এমনই দাবি স্কুল কর্তৃপক্ষের। একটা শিক্ষাবর্ষ কেটে গেল। অথচ স্কুলে কম্পোজিট গ্র্যান্ট নেই। ফলে সমস্যায় পড়ছে রায়গঞ্জ শহরের বাণীমন্দির এফপি, উপেন্দ্রমোহন এফপি, বীরনগর এফপি স্কুল কর্তৃপক্ষ।

প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের শুরুতে প্রাইমারি, আপার প্রাইমারি থেকে শুরু করে হাইস্কুল, রাজ্যের তরফে একটা ফান্ড পায়। অভিযোগ, সেই টাকা এখনও মেলেনি। বাণী মন্দির এফপি স্কুল তো দেনা করে স্কুলের ইলেক্ট্রিক বিল মিটিয়েছে ও পরীক্ষা পরিচালনা করেছে। একই সমস্যায় উপেন্দ্রমোহন এফপি স্কুল। ইলেক্ট্রিক বিল, কম্পিউটারের নেট চার্জ, লেবার খরচ মেটাতে সমস্যা হচ্ছে।

বাণীমন্দির এফপি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা দ্বীপান্বিতা চক্রবর্তীর আক্ষেপ, 'এক বছরের বেশি সময় হল গ্র্যান্ট ঢুকছে না। দেনা করে স্কুলের ইলেক্ট্রিক বিল মেটাতে হচ্ছে, পরীক্ষা চালাতে হচ্ছে। বাজারে দেনা হয়ে গিয়েছে। নিজে থেকে ইলেক্ট্রিক বিল মেটাচ্ছি।'

দক্ষিণ বীরনগর জিএসএফপি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিপ্লব সাহার বক্তব্য, 'স্কুলের ইলেক্ট্রিক বিল, নেট রিচার্জ সব করতে হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে।'

উল্লেখ্য, কম্পোজিট গ্র্যান্টে যে নির্দিষ্ট টাকা নির্ধারণ করা হয়, তা দেয় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। কেন্দ্র দেয় ৪০ শতাংশ, রাজ্য দেয় ৬০ শতাংশ। এই টাকাতেই স্কুলগুলিতে যাবতীয় কাজ হয়। প্রাইমারির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ২৫ হাজার, আপার প্রাইমারির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ৫০ হাজার এবং হাইস্কুলকে রাজ্য দেয় ৭৫ হাজার টাকা।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক নির্মল বোস জানান, অনেক স্কুলে চক-ডাস্টার, বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন ধরনের চার্ট, গ্লোব ইত্যাদি কেনার পয়সাও নেই। স্কুলের দৈনন্দিন খরচ চলবে কী করে? অনেক প্রধান শিক্ষকদের কথায়, এই মুহূর্তে চেয়ার-টেবিল ভেঙে গেলে তা সারানো এবং স্কুল ভবনের ছোটখাটো মেরামতির কাজ বন্ধ আছে।

শিক্ষা দপ্তরের শুধুই আশ্বাস

বীরনগর জিএসএফপি স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিমাই সিংহরায়ের মন্তব্য, 'স্কুলের সবকাজ বন্ধ। আমরা নিজেরা টাকা তুলে কোনওরকমে কাজ চালাচ্ছি।' একই মত বাণীমন্দির জিএসএফপি স্কুলের সভাপতি প্রদীপ কল্যাণীর। ওই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ধারদেনা করে খরচ মেটাচ্ছেন। মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির পরামর্শ, 'স্কুলগুলিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।'

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) দুলাল সরকার বলেন, 'হাইস্কুলগুলিতে কম্পোজিট ঢুকেছে। প্রাইমারিগুলির আসেনি। এলে অবশ্যই পাবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নম্বর : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখঃ ১৩.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর : এমএলডিটি_এসএনটি_ ২৪ ২৫_২৪_ওটি। কাজের নামঃ** নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পর্কিত এস অ্যান্ড টি কাজঃ (ক) জামালপুর ডিজেল শেডে ইলেক্ট্রিক লোকো রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করার জন্য ডিজেল শেডের আধুনিকীকরণ, (খ) মালদা রেলওয়ে হসপিটালে মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট, ইমারজেন্সি ব্লক ও ওপিডি-এর ব্যবস্থা ও মানোন্নয়ন, (গ) মালদা ডিভিসনের ভাগলপুর স্টেশনে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য টিকিট ও ইনকোয়ারি কাউন্টার, পার্কিং-এর স্থান, ট্যাকটাইল গাইডেড ব্লক, হ্যান্ড রেল-এর ব্যবস্থা, (ঘ) মালদা টাউন-এ বিজি ইউনিটের ৫টি অফিস, মালখানা ও সেন্ট্রাল কোট ব্যারাক সহ ৪০ শয্যাবিশিষ্ট আরপিএফ কোট ব্যারাক নির্মাণ, (ঙ) মালদা টাউন-এ ৬টি টাইপ-V কোয়ার্টার নির্মাণ, (চ) ভাগলপুর-টিকানী রেলওয়ে স্টেশনের মাঝে রেলওয়ে কিমি. ৪-এ বিজি লাইন বরাবর ৪/৩ ও ৪/৪ এবং ওএইচই পোস্ট ৪/৭ থেকে ৪/৮-এর মাঝে এনএইচ-৮০-এর উপর প্রস্তাবিত রোড ওভারব্রিজ-এর জন্য ৬-কোয়াড কেবল ও ২৪ ফাইবার কেবল-এর বাইপাস। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৬০,২২,৩০৮.৩৬ টাকা। **বায়না মূল্য :** ১,২০,৫০০ টাকা। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ১৭.০১.২০২৫ থেকে ৩১.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ এবং নোটিস বোর্ডঃ** ওয়েবসাইটঃ www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। (MLD-195/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

প্রশাসনিক ইউনিট/ জোনঃ শিয়ালদহ ডিভিসন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন পরিচালন কর্তৃপক্ষঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** এসডিএএইচ-পার্সেল-৩৮। **অকশন শুরু (সকল লট)ঃ** ২৯.০১.২০২৫, সকাল ১১টা। **অকশন শেষের তারিখ/সময়ঃ** ২৯.০১.২০২৫, দুপুর ১.১০মিনিট। **অটো এক্সটেনশনস্ জোনঃ** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনস্ সময়কালঃ** ১২০ সেকেন্ড। **প্রারম্ভিক বিরাম কালঃ** ৩০ মিনিট। **পর্যায়ক্রমিক লট বন্ধের মধ্যবর্তী সময়কালঃ** ১০ মিনিট। **সর্বাধিক অটো এক্সটেনশনঃ** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ :** ১০.০১.২০২৫, দুপুর ১.৪০ মিনিট। **সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়াঃ** অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-এর নীচে পারমিট বিড - হ্যাঁ। **ক্র.নং.; এসইকিউ নং; লট নং/ক্যাটিগরি; ট্রিপ/দিন** এবং **লট শেষের তারিখ/সময়** নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; **১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৫-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৭৩০ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৩০ মিনিট। ২; এএ/২; **১৯৬০৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৪০ মিনিট। ৩; এএ/৩; **২২১৯৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১.৫০ মিনিট। ৪; এএ/৪; **১৩১৭৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২টা। ৫; এএ/৫; **১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২২-২** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.১০ মিনিট। ৬; এএ/৬; **১৯৪১৪- এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এডিআই-২৩-১** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.২০ মিনিট। ৭; এএ/৭; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ৮; এএ/৮; **১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৪ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৪০ মিনিট। ৯; এএ/৯; **১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-আরডিপি-২৪-২** (পার্সেল-এসএলআর); ৩১৩ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১২.৫০ মিনিট। ১০; এএ/১০; **১৩১৬৫-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এসএমআই-২৩-২** (পার্সেল-এসএলআর); ১০৫ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১টা। ১১; এবি/১; **১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১-কেওএএ-এসএমআই-২৪-১** (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); ২০৮ ও ২৯.০১.২০২৫ দুপুর ১.১০ মিনিট। **বিবরণঃ** এসএলআর কোচে (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট) পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য) ও পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস (ক্র.নং. ১১-এর জন্য)। **রেট ইউনিট :** ট্রিপ প্রতি লাইসেন্সিং ফি (ক্র.নং. ১ থেকে ১০ প্রতিটির জন্য) ও প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (টু ওয়ে) (ক্র.নং. ১১-এর জন্য)। **লট শুরুর তারিখ/সময়ঃ** ২৯.০১.২০২৫ সকাল ১১টা (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%)ঃ** ০.২ (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। **লটের স্ট্যাটাস :** ড্রাফট ক্যাটালগে নতুন (প্রতিটি ক্র.নং.-এর জন্য)। (SDAH-319/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

কালিয়াচক যেন বাংলার মুঙ্গের • বুদ্ধিজীবীরা চান আইনের কঠোর প্রয়োগ

ছাত্রের স্কুল ব্যাগেও বন্দুক

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ জানুয়ারি : ‘এই, তোর পকেটে ওটা কী রে?’ শিক্ষক ক্লাস ইলেভেনের এক ছাত্রকে প্রশ্ন করতেই উত্তর এল, ‘স্যর মেশিন।’ চমকে উঠলেন শিক্ষক। তাঁর মুখ দিয়ে কথা বের হয়নি কিছুক্ষণ। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তিনি এবার জিজ্ঞাসা করেন, ‘কত দাম?’ উত্তর আসে, ‘এক লাখ টাকার একটু বেশি।’

মঙ্গলবার কালিয়াচকের শুটআউট ও খুনের ঘটনার পর ওখানকার এক স্কুল শিক্ষক তাঁর এই অভিজ্ঞতা শোনান। কালিয়াচকের একটি মাদ্রাসাতেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছিল। দশম শ্রেণির এক ছাত্রের বইয়ের ব্যাগ থেকে পিস্তল বেরিয়েছিল। শিক্ষকদের জেরায় ছাত্রটি স্বীকার করেছিল বস্তুটা নাকি তার বাবার, সে বন্ধুদের কাছে জাহির করার জন্য মাদ্রাসায় নিয়ে গিয়েছিল! বাবার পরিচয় পেয়ে শিক্ষকরা এই ব্যাপারটা নিয়ে আর হইচই করবার সাহস পাননি। কেবল বাবাকে ডেকে তার হাতে বন্দুকটি তুলে দিয়েছিলেন। এই ঘটনাগুলো কোনওটাই পুলিশ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কিন্তু দুজন শিক্ষকের এই আভিজ্ঞতা থেকে কালিয়াচক এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্রের বাড়বাড়ন্তের বিষয়টি পরিষ্কার হয়।

একটি ঘটনায় পুলিশ নিজেই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিল। পরে অবশ্য জানা গিয়েছিল সেটা খেলনা বন্দুক। কিছুদিন আগে একটি ধর্মীয় মিছিলেও দেখা যায় কিছু তরুণ প্রকাশ্যে হাতে রিভলভার নিয়ে ঘুরছে। বিতর্ক তৈরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও তদন্তে পুলিশ সেটাকে খেলনা বন্দুক বলে উল্লেখ করে।

স্থানীয় সাধারণ নাগরিকদের বক্তব্য, কালিয়াচকে টাকা ফেললেই হাতে মেলে লোকাল মেড পাইপগান, ওয়ান শাটার থেকে সেভেন এমএম পিস্তল পর্যন্ত। বারুদের স্তূপের উপর বসে রয়েছে কালিয়াচক। এখানে ছোট-বড় সকলের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র এখন যেন খেলনা। জেলা পুলিশের কাছে যত বন্দুক রয়েছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে কালিয়াচকের এক একটি গ্রামে। তাই কালিয়াচকের সুনাম ফিরিয়ে আনতে হলে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতাদের দুষ্কৃতীদের বন্ধ করা উচিত।’

কিন্তু এই বিপুল আগ্নেয়াস্ত্রের উৎসটা কী? উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, এখানে আগ্নেয়াস্ত্র আসে মূলত বিহারের মুঙ্গের থেকে। অনেক ক্ষেত্রে ওখানকার বিশেষজ্ঞরা কালিয়াচকের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে পাইপগান, ওয়ান শাটার, বোমা, বুলেট তৈরি করে। স্থানীয় দুষ্কৃতীরাও তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরাই আগ্নেয়াস্ত্রের দক্ষকারিগর হয়ে ওঠে। পুলিশি অভিযানে বিভিন্ন সময় কালিয়াচকে সাধারণ লেদের ব্যবসার আড়ালে অস্ত্র কারখানার হদিস মিলেছে। মাদক, জাল টাকা, ভিনরাজ্যে শ্রমিক পাঠানোর ঠিকাদারি সহ নানা কাজের সূত্র ধরে কালিয়াচকে এমনিতেই হিসাববহির্ভূত টাকার স্রোত রয়েছে। যার ভাগ পৌঁছায় নীচুস্তর পর্যন্ত। আপরাধ প্রবণতা, বাড়তি টাকা এবং স্থানীয়স্তরে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাচুর্য, সবটার যোগফল কথায় কথায় বোমা, গুলির ব্যবহার।

যদিও এক শিক্ষকের বক্তব্য, ধীরে হলেও পরিবর্তন কিছুটা হয়েছে। এখানকার এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সামাজবিরোধী কাজের বদলে উচ্চশিক্ষার দিকে ঝুঁকেছেন। এখন আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার রাজনৈতিক দলগুলোর আশ্রয়ে থাকা দুষ্কৃতীদের মধ্যে বেশি।

তিনি এই প্রসঙ্গে কালিয়াচকে তৈরি হওয়া বেশকিছু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার কথা উল্লেখ করেন। যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের কিছু আলোকবর্তিকা।

আগ্নেয়াস্ত্রের উৎস

- এখানে আগ্নেয়াস্ত্র আসে মূলত বিহারের মুঙ্গের থেকে
- কালিয়াচকের প্রত্যন্ত এলাকায় পাইপগান, ওয়ান শাটার, বোমা, বুলেট তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে
- স্থানীয় দুষ্কৃতীরাও মুঙ্গেরের কারিগরদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজেরাই আগ্নেয়াস্ত্র তৈরিতে দক্ষ হয়ে উঠছে
- অপরাধ প্রবণতা, অবৈধ টাকা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাচুর্যের যোগফলে কথায় কথায় বোমা, গুলির ব্যবহার

শিক্ষার অভাবে সমস্যা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৫ জানুয়ারি : এ যেন চাঁদের এপিঠ-ওপিঠ। একদিকে পিস্তল, জাল নোট, কাফ সিরাপ পাচার বিবিধ ঘটনায় শুরু থেকেই শিরোনামে কালিয়াচক। অপরদিকে নিটে সাফল্য, বিদেশে গবেষণা ও শিক্ষার নয়া হাব তৈরি। দুই পিঠের মধ্যে শুটআউট, অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ফের কালিয়াচকের অন্ধকার রূপ তুলে ধরছে, সেই অন্ধকারকে দূর করতে সমাজের সকল স্তরকেই এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষা ও কঠোর আইনকেই হাতিয়ার মনে করছেন এলাকাবাসী।

আবাসিক মিশনের শিক্ষক কুরবান শেখ, ‘কালিয়াচকে যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, এটা অত্যন্ত লজ্জার ঘটনা। তবে দুই গোষ্ঠী ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। এটা স্পষ্ট, যারা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তারা শিক্ষার আলো থেকে অনেক দূরে। বর্তমান প্রজন্ম শিক্ষা সংস্কৃতিতে অনেক এগিয়েছে। আগামীদিনে তারাই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে।’

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আনোয়ার আলির কথায়, ‘ভালো মানুষ তৈরি করতে হবে। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে আরও এগোতে হবে। সচেতন মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। প্রগতিশীল রাজনীতির প্রয়োজন। প্রশাসনকে দুর্নীতি দমনে কঠোর থেকে কঠোর হতে হবে। তবে কালিয়াচকবাসী এটা পারবে, আমার বিশ্বাস।’

বীরনগর হাইস্কুলের শিক্ষক, আমিরুল ইসলামের বক্তব্য, ‘শুধু কালিয়াচকে নয়, অপরাধ সব জায়গায় হচ্ছে। তবে কালিয়াচকের যে নতুন প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে আগামীদিনে তারাই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবেন। এবং সমাজ বদলানোর কারিগর রূপে এগিয়ে আসবেন বলেই আমরা আশা করি।’

নাট্য ব্যক্তিত্ব, ইফতিকার সুফি জানান, ‘মানবিক মূল্যবোধ কমে যাচ্ছে, সামাজিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। কালিয়াচকের শিক্ষার অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের অগ্রগতিও ঘটাতে হবে। তার জন্য প্রশাসন ও সর্বস্তরের মানুষকে সংগঠিত হতে হবে। প্রতিটি এলাকায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।’

> এলাকার মানুষের সংস্কৃতি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আলোর দিশা পেতে পারে মানুষ। এই সংস্কৃতি পরিবর্তনের প্রথম পার্ট হচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষা। সমাজের সর্বস্তরের সচেতন মানুষকে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। চিন্তাভাবনা বদলানোর জন্য সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন।
>
> **নাজিবুর রহমান**
> **অধ্যক্ষ, কালিয়াচক কলেজ,**

ট্র্যাক্টরের ধাক্কা, জখম ১

হেমতাবাদ, ১৫ জানুয়ারি : ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় নয়ানজুলিতে টোটো পড়ে গিয়ে জখম হলেন এক যাত্রী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদের ঠাকুরবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় জখম মহিলা যাত্রীর নাম দুলালি জালি (৪০)। বাড়ি রায়গঞ্জের বিন্দোল, জালিপাড়া এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে এক টোটোচালক যাত্রীদের নিয়ে ঠাকুরবাড়ি থেকে বিন্দোল যাওয়ার পথে পেছন থেকে একটি ট্র্যাক্টর ধাক্কা মারলে টোটোটি পাশে থাকা নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। ট্র্যাক্টরচালক পালিয়ে যায়। তড়িঘড়ি এলাকার বাসিন্দারা টোটোচালক সহ যাত্রীদের উদ্ধার করে হেমতাবাদ হাসপাতালে নিয়ে আসে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় এক মহিলা যাত্রী। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে হেমতাবাদ থানার পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পেনশন চালুর দাবি রতুয়ায়

রতুয়া, ১৫ জানুয়ারি : ভারতীয় প্রাক্তন সৈনিক সংঘ রতুয়া-১ ও ২ ব্লক ইউনিটের ২২তম বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল রবিবার। এদিন সৈনিক ভবনে পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। এরপর রতুয়া ব্লক চত্বরে বিদ্যাসাগর ভবনে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা প্রাক্তন সৈনিক সংগঠনের সম্পাদক এসএস নাইন, সভাপতি ক্যাপ্টেন রতনকুমার সরকার, রতুয়া-১ ও ২ ব্লক ইউনিটের সম্পাদক বিজয় কর্মকার প্রমুখ।

বিজয়বাবুর কথায়, ‘এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের দ্রুত পেনশন চালু, মেডিকেলের ব্যবস্থা, তাঁদের ছেলেমেয়েদের স্কলারশিপ সহ একাধিক সুযোগসুবিধা পাইয়ে দেওয়া।’

কলেজে রক্তদান

বুনিয়াদপুর ও গঙ্গারামপুর, ১৫ জানুয়ারি : জেলার রক্ত সংকট মেটাতে জেলা তৃণমূল যুবর তরফে রক্তদান শিবির হল বুনিয়াদপুরে। এদিন সুকান্ত ভবনে ৫০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন। উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি অম্বরিশ সরকার, রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক গৌতম দাস, তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল প্রমুখ।

এদিকে গঙ্গারামপুর কলেজের গণিত বিভাগের তরফে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দীপককুমার জানা, গণিত বিভাগের প্রধান ডঃ তৌহিদ ই আমন, ডহ্ সজল সরকার, ডঃ সৌরভ শর্মাধিকারী প্রমুখ।

বালুরঘাটে আঞ্চলিক উৎসব

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের ১৩৭ তম জন্ম মহোৎসব নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করল চিঙ্গিসপুর অঞ্চল। রবিবার সৎসঙ্গ উপযোজনা কেন্দ্রিক আঞ্চলিক উৎসব আয়োজিত হয় চিঙ্গিশপুর হাইস্কুলের মাঠে। যেখানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, মাতৃ সম্মেলন, বেতার ও দূরদর্শন শিল্পীদের দ্বারা বিচিত্রা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে। পাশাপাশি, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে ১৩৭টি প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে এদিন।

ছয় মাস পেরোলেও অধরা রাস্তা সম্প্রসারণ

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য রাস্তার ধারে থাকা দোকানদারদের দখলদারি ওঠানো হয়েছে। প্রায় সব দোকান চওড়া রাস্তার জন্য সরকারি জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সংকীর্ণ হয়ে এসেছে তাদের দোকান। কিন্তু উচ্ছেদের প্রায় ছয় মাস পেরিয়ে গেলেও রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়নি বালুরঘাটে। যার জেরে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন বালুরঘাটের ব্যবসায়ীরা। তাড়াহুড়ো করে মাত্র কয়েকদিনের সময় বেঁধে দিয়ে তাদের কেন সরিয়ে দেওয়া হল এই নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন তারা।

লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে পুর এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছিল জেলা প্রশাসন ও পুরসভা। বালুরঘাট শহরজুড়ে সেইসময় ফুটপাথ দখলমুক্ত অভিযানে নামে প্রশাসন। যুক্তি দেওয়া হয় রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে। মাত্র ৭দিন সময় দিয়ে ব্যবসায়ীদের বেশ কিছুটা পিছিয়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারি নির্দেশ মেনে তাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ঘর ভেঙে দোকান পিছিয়ে নেন তারা। দখলমুক্ত হয় অনেকটা জায়গা। কিন্তু তারপর প্রায় ছয় মাস সময় পেরিয়ে গিয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি। নতুন করে আবার প্রায় দখল হয়ে যাচ্ছে দখলমুক্ত হওয়া রাস্তা।

জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, ‘প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর এই কাজটি করবে। সেইমতো প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। খুব দ্রুত রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে।’

স্থানীয় ব্যবসায়ী সুব্রত সরকার জানান, ‘বলা হয়েছিল রাস্তা চওড়া হবে। তাই দোকান সরিয়ে নিতে হবে। সেই অনুযায়ী দোকান ছোট হয়েছে। কিন্তু রাস্তার দেখা নেই।’

সম্প্রসারণের অপেক্ষায় রাস্তা। বুধবার বালুরঘাটে। -মাজিদুর সরদার

গুড় তৈরিতে রোজগারের দিশা টেগোর সোসাইটিতে

বিপ্লব হালদার

তপন, ১৫ জানুয়ারি : খেজুর রস থেকে নলেন গুড় তৈরি করে রোজগারের দিশা দেখাচ্ছে বালাপুর টেগোর সোসাইটি। শীত মরশুমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ।

তপন ব্লকের বালাপুর টেগোর সোসাইটিতে, অঙ্গনওয়াড়ি, আশাকর্মী ও সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সেসব প্রশিক্ষণ প্রায় এখন বন্ধ। তবে বালাপুর টেগোর সোসাইটিতে এখনও প্রায় ১৫ জনের মতো কর্মী রয়েছেন। তাদের অনেকের কাজের চাপ কম। তাই শীত মরশুমে টেগোর সোসাইটির কর্মীরা প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের খেজুর রস থেকে সুস্বাদু নলেন গুড় তৈরি শিখিয়ে রোজগারের দিশা দেখাচ্ছেন। গ্রামের মানুষও গুড় বিক্রি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পেরে খুশি।

গ্রামের মানুষকে গুড় তৈরি শেখানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে প্রায় ১০০টি খেজুর গাছ লিজ নেওয়া হয়েছে। সকাল হতে ঘন কুয়াশায় মধ্যে খেজুর রস সংগ্রহ করতে প্রায় ৬-৭ জন বেরিয়ে পড়েন। রস সংগ্রহ শেষে চলে গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। বর্তমানে টেগোর সোসাইটিতে গ্রামের মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে ৩০ জন গুড় তৈরির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিদিন নলেন গুড়ের স্বাদ নিতে যেমন দূরদূরান্তের মানুষজনের ভিড় জমছে। পাশাপাশি টেগোর সোসাইটিতে উৎপাদন হওয়া গুড় পাড়ি দিচ্ছে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে।

বালাপুর গ্রামের বাসিন্দা গান্ধি বর্মন বলেন, ‘এখান ১০০ দিনের কাজ নেই। মেশিনের সাহায্যে জমির চাষাবাদ করা হচ্ছে। বেশির ভাগ দিন কাজ না পেয়ে বসে থাকতে হয়। গত বছর টেগোর সোসাইটি থেকে খেজুর গুড় তৈরি শিখেছিলাম। এখন নিজেই কয়েকটি গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করছি। এবং সুযোগ পেলে টেগোর সোসাইটিতে গিয়েও গুড় তৈরি করছি। এতে আমরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছি।’

মালঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুপালি মণ্ডল বলেন, ‘গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছ থেকে খেজুর গাছ লিজ নিয়ে গ্রামের মানুষজনকে গুড় তৈরি শেখাচ্ছেন টেগোর সোসাইটির কর্মীরা। গ্রামের মানুষ স্বাবলম্বী হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে আর্থিক সাহায্যের চেষ্টা করা হবে।’

গাছ থেকে রস সংগ্রহের কাজ। বুধবার তপনে তোলা সংবাদচিত্র।

তৃণমূল নেতার প্রয়াণে শোক

পতিরাম, ১৫ জানুয়ারি : তৃণমূল নেতা ও পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর-পূর্ব সংসদের সদস্য নরেশ্বর সাহার প্রয়াণে শোকের ছায়া এলাকায়। কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যুতে পতিরামে তৃণমূলের উদ্যোগে একটি শোক মিছিল আয়োজিত হয়। প্রায় দুশো তৃণমূল কর্মী ও সমর্থক শোক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি গোটা পতিরাম ঘুরে শেষে চৌরঙ্গিতে গিয়ে শেষ হয়, যেখানে মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে নরেশ্বর সাহার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পরে পতিরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতির একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

৫৫ হাজার পরীক্ষার্থী

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : গত সপ্তাহে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন ও শিক্ষকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন পর্ষদ সভাপতি। আজ বুধবার থেকে জেলায় বিভিন্ন মাদার ভেনুতে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক ও ভেনু সুপারভাইজারদের নিয়ে বৈঠক শুরু হয়েছে। এবারে জেলায় ২১টি মাদার ভেনু এবং ১০১টি ভেনু রয়েছে। এদিন দেবীনগর কেসিআর বিদ্যাপীঠে ১৭টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৬টি ভেনু সুপারভাইজারদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জেলা কনভেনার থেকে শুরু করে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, স্বাস্থ্য দপ্তর, পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতিনিধি, পুরসভার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

শীতবস্ত্র প্রদান

পতিরাম ও কুমারগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : বাহিচা এলকে উচ্চবিদ্যালয়ের পক্ষে ত্রিশ জন দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হল। বিদ্যালয়ের মঞ্চে এই শীতবস্ত্র প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

কুমারগঞ্জ ব্লকের জাখিরপুর পঞ্চায়েতের কালনা গ্রামে ‘পথের দিশা’ ফাউন্ডেশন ও সৃজন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হল এক শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। প্রায় ২০ জন দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র ও কম্বল প্রদান করা হয়। দুইদিন আগে গোপালগঞ্জেও এই সংস্থাগুলির সঙ্গে নবোদ্যম সংস্থার উদ্যোগে ৫০ জন দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

গাঁদা ফুল গাছের পরিচর্যা। বুধবার বালুরঘাটের গঙ্গাসাগর গ্রামে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।

কলকাতা লিগে শিবা, সুজিতের বাজিমাত

পতিরাম, ১৫ জানুয়ারি : পতিরামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উঠে আসা বিরানব্বই ফুটবল অ্যাকাডেমির দুই প্রতিভাবান ফুটবলার শিবা সোরেন এবং সুজিত হাঁসদা চতুর্থ ডিভিশন অনূর্ধ্ব ১৭ কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে আড়িয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে দুর্দান্ত অভিষেক করেছেন। ডিসেম্বরে তারা কলকাতার ক্লাবে যোগ দিয়ে তাদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের দোরগোড়ায় আড়িয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাব।

গরিব আদিবাসী পরিবার থেকে উঠে আসা শিবা এবং সুজিত ফুটবলপ্রেমীদের নজর কেড়েছেন। ছয় ম্যাচে রক্ষণভাগ সামলে শিবা তার রক্ষণশৈলীর প্রতিভা দেখিয়েছেন, আর লেফট উইংয়ে খেলা সুজিত দুটি গোল করার পাশাপাশি একাধিক গোলে অ্যাসিস্ট করে আড়িয়াদহ স্পোর্টিং ক্লাবকে লিগ শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছেন। এখন চ্যাম্পিয়নশিপ শিরোপা অর্জন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

বিরানব্বই ফুটবল অ্যাকাডেমি, যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২০ সালে, সীমিত সুযোগসুবিধা এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার মধ্যেও পাঁচবছর ধরে এলাকার প্রতিভা গড়ে তুলছে।

অ্যাকাডেমির আহ্বায়ক সঞ্জয় সরকার জানান, ‘প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেও আমরা দেখিয়েছি প্রতিভার কোনও সীমানা নেই। ভবিষ্যতে এখান থেকেই জাতীয় পর্যায়ের ফুটবলার উঠে আসবে।’

শিবা সোরেন কলকাতা থেকে ফোনে বলেন, ‘পতিরামের অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিস করেই আজ এখানে সুযোগ পেয়েছি। আমাদের লক্ষ্য পরবর্তী ডিভিশনে আরও ভালো খেলা।’

শিবা সোরেন ও সুজিত হাঁসদা।

> পতিরামের অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিস করেই আজ এখানে সুযোগ পেয়েছি। আমাদের লক্ষ্য পরবর্তী ডিভিশনে আরও ভালো খেলা।
>
> **শিবা সোরেন, খেলোয়াড়**

৯০ হাজার টাকায় বিক্রি ৫০০ কাঁদি কলা

পতিরাম, ১৫ জানুয়ারি : পাঁচ বিঘা জমিতে প্রায় ১৫০০ কলার গাছ লাগিয়ে মডেল কলার চাষ শুরু করেছে মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র (আরআরএস)। প্রায় আট মাস পর সাগর, চাপা ও মানিক কলার ফলন হয়েছে। এর মধ্যে চাপা জাতের ৫০০ কাঁদি কাঁচাকলা পাইকারি দরে বিক্রি হল প্রায় ৯০ হাজার টাকায়। এরপর সাগর কলা বিক্রি হবে, তার কদিন পর বিক্রি হবে মানিক কলা। মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের জমিতে উৎপাদিত এই কলা চাষিদের কাছে মডেল। অনেকেই কলা চাষ করে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন।

বিজ্ঞানসম্মতভাবে ১২৯.৫ একর জায়গায় চাষ করা হচ্ছে। মাঝিয়ান আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের (আরআরএস) ইনচার্জ ও পতিরাম কলেজ অফ এগ্রিকালচারের ডিন ডঃ জ্যোতির্ময় কারফর্মার বক্তব্য, ‘কেন্দ্রের কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করে এই বাগান তৈরি করছেন। আগামীদিনে আর কী কী চাষ করা যেতে পারে, আলোচনা করা হবে।’

সন্তোষ প্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত বসু। তাঁর পরামর্শ, ‘কেমিক্যাল ব্যবহার না করে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে কলা পাকিয়ে বাজারে বিক্রি করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে মাঝিয়ান ক্যাম্পাসের কৃষিবিজ্ঞানীরা চাষি বা ব্যবসায়ীদের সাহায্য করতে পারবেন।’

সম্মেলনে ফের ডিএ দাবি

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার অনুষ্ঠিত হল কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ (পঃবঃ) এর উত্তর দিনাজপুর কালেক্টরেট ইউনিটের বার্ষিক সম্মেলন। উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনিক ভবনে এই অনুষ্ঠানটি হয়। সম্মেলনে ইউনিটের ৮০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রতি সরকারের বঞ্চনা বন্ধ, বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। সবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী এক বছরের জন্য নতুন ইউনিট কমিটি গঠন করা হয়।

টাঙনে মহাস্নান

কালিয়াগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : পবিত্র মকড় সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে মহাস্নান কুম্ভের আয়োজন হল কালিয়াগঞ্জে। বুধবার সকালে রাধিকাপুরের টাঙন নদীতে ‘মা হঙ্গা আশ্রম’-য়ের পক্ষ থেকে এই পুণ্যস্নানের আয়োজন করা হয়। এদিন কয়েকশো পুণ্যার্থী নদীতে স্নান করেন।

আমাদের ছোট নদী

অতীতের ঘুসকি নদী এখন ঘুপসি খাঁড়ি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : বালুরঘাটের হারিয়ে যাওয়া এক নদীর নাম ঘুসকি। যা এখন সকলের কাছে ঘুপসি খাঁড়ি হিসেবেই পরিচিত। ১৮০৮ সাল নাগাদ ইংরেজ সমীক্ষক মন্টেগোমারি মার্টিন সমীক্ষাপত্রে ঘুসকি নদীর উল্লেখ করেছিলেন। বাংলাদেশের ফুলবাড়ি দিয়ে গোপালবাটী, অমৃতখণ্ড, চিঙ্গিশপুর হয়ে আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ঘুপসি। এর গতিপথ বাংলাদেশে বেশি প্রশস্ত। কালের নিয়মে ক্রমশ ভরাট হয়েছে এর বিস্তীর্ণ এলাকা। ফলে নদীর তকমা হারিয়েছে ঘুসকি। সংস্কারের টাকা বরাদ্দ হলেও সেই টাকা উধাও হয়েছে। অতীতের ঘুসকি নদী এখন ঘুপসি খাঁড়িতে পরিণত।

ঘুসকির তীরে চক শব্দটি জুড়ে চকমাধব, চকতাহের, চকআন্দারু সহ প্রায় দশটি গ্রাম রয়েছে। চক অর্থাৎ নদী তীরবর্তী চর, যা থেকে ডাঙা সৃষ্টির পরে বসতিপূর্ণ হলে জায়গার নামের সঙ্গে ‘চক’ কথাটি যুক্ত হয়। কিছুদিন আগেও এই ঘুপসি থেকে বালি তোলা হত। এলাকার ধান যেত অধুনা বাংলাদেশের আড়াইডাঙা সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। কামারপাড়ার কাছে ঘুপসি তীরবর্তী একটি জায়গা নাওডোবা। কথিত যে, অতীতে একটি নৌকা পণ্য সহ এখানে ডুবে গিয়েছিল। বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিনাইপোতা এলাকা দিয়ে ঘুসকি বয়ে গিয়েছে। এই গ্রামই ছিল পোতাশ্রয় বা বন্দর। যেখানে বাংলাদেশ থেকে আসা বহু নৌকা নোঙর ফেলত। স্বাধীনতার আগে এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তী সময়েও ঘুসকি নদী দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পণ্য পরিবহণের কথা জানা যায়। এই নদীর গতিপথে পরে কামারপাড়া, বাদামাইল, কুরমাইল, মধুপুর, হরিপুর, ঝিনাইপোতা গ্রাম। কামারপাড়ার হাতিবান্ধায় একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো অবস্থান দেখা যায়। গ্রীষ্মকাল ছাড়া এখনও এই ঘুসকি নদী বা ঘুপসি খাঁড়িতে জল থাকে। একসময় নদীয়ালি মাছ প্রচুর পাওয়া যেত এই নদীতে। যা ধরে মৎস্যজীবীরা জীবিকানির্বাহ করতেন। এখনও পুঁটি, ট্যাংরা, গুচি, মাগুর সহ কিছু মাছ পাওয়া যায়। দিশারি সংকল্প সংস্থা স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে এই নদীর অতীতের গৌরব সম্পর্কে জানাতে বার কয়েক নদীর পাঠশালা ঘুসকি নদীর পাড়ে করেছে। দক্ষিণ দিনাজপুর মোরান সংস্থার উদ্যোগে প্রায় আট বছর আগে বালুরঘাটের বিডিওকে লিখিতভাবে ঘুসকি নদী সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু বিপুল পরিমাণ টাকা বরাদ্দ হলেও সেই কাজ হয়নি।

ইতিহাস গবেষক কৌশিক বিশ্বাসের আক্ষেপ, ‘আমরা ২০১৬-’১৭ নাগাদ তৎকালীন বালুরঘাটের বিডিও সুস্মিতা সুব্বাকে সরকারি প্রকল্পে ঘুসকি সংস্কারের কথা লিখিতভাবে জানাই। সেই কাজে ৪২ লক্ষ টাকা সংস্কার প্রকল্পে অনুমোদিত হয়। প্রস্তর ফলক দিয়ে কাজের সূচনা হয়। কিন্তু একটু মাটি খোঁড়ার পরে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেই প্রকল্পে নদী খনন, পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃক্ষরোপণ, ভূমিক্ষয় রোধ সহ বাস্তুতন্ত্র ফেরাতে একাধিক কাজ ছিল। সেই টাকা সম্ভবত আত্মসাৎ হয়েছে। এই নদীর পাড়ে আগে বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত কড়িভর্তি হাঁড়ি, বিভিন্ন মাটির জিনিস উদ্ধার হয়েছে। এর গুরুত্ব বোঝা উচিত।’

নদীপ্রেমী তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান, ‘অতীতের ঘুসকি নদীকে ফেরাতে পঞ্চায়েত, ব্লক ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগ জরুরি। আমরা চাই ঘুসকি নদীর পুনরুজ্জীবন। ছোট নদী আবার জেগে উঠলে প্রাণ পাবে সভ্যতা, সংস্কৃতি। বাড়বে কর্মসংস্থান, উন্নত হবে জেলা।’

ঘুসকি-বৃত্তান্ত

বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিনাইপোতা এলাকা ছিল পোতাশ্রয় বা বন্দর

যেখানে বাংলাদেশ থেকে আসা বহু নৌকা নোঙর ফেলত

স্বাধীনতার আগে ঘুসকি দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে পণ্য পরিবহণ হত

উধাও কাজের টাকা

- বালুরঘাটের বিডিও সুস্মিতা সুব্বা ঘুসকি সংস্কারের উদ্যোগ নেন
- সেই কাজে ৪২ লক্ষ টাকা অনুমোদিত হয়
- মাটি খোঁড়ার পরে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেই টাকা সম্ভবত আত্মসাৎ হয়ে যায়

মাত্র ৫ টাকা

মাত্র ৫ টাকায় মিলছে চাউমিন, পিঠে, ঘুগনি, চানামশলা সহ লোভনীয় খাবার। হাওড়ার রাজেশ্বরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এইভাবেই ১৬ রকমের পসরা সাজিয়ে চলছে মেলা।

স্থিতিশীল নন

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে স্যালাইন কাণ্ডে অসুস্থ তিন প্রসূতির অবস্থা এখনও স্থিতিশীল নয়। এসএসকেএম হাসপাতালের সুপার জানান, মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শ মেনে চিকিৎসা চলছে।

বাবা-মা'র আর্জি

আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। বুধবার শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করেছেন তাঁরা।

নাট্য উৎসব

এবছর ১৮ থেকে ২৬ জানুয়ারি কলকাতায় চলবে জাতীয় নাট্য উৎসব। বুধবার একথা জানিয়েছেন মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্রের চেয়ারম্যান ব্রাত্য বসু।

মেলা সারা, ফেরার পালা...

মকর সংক্রান্তিতে পুণ্যস্নানের পরের দিন সাগরদ্বীপে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভার অধিবেশন

রাজ্যপালের বাজেট ভাষণ অনিশ্চিতই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বিধানসভার বাজেট অধিবেশন ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে পারে। ইতিমধ্যেই সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিধানসভা সচিবালয়। তবে অধিবেশন শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। এবারের বাজেট অধিবেশনেও রাজ্যপালের উপস্থিতি নিশ্চিত নয়।

বিধানসভার গত অধিবেশনের শেষে অধ্যক্ষ অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা না করে কার্যত তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত বা সাইন এ ডাই' ঘোষণা করেছিলেন। ফলে বাজেট অধিবেশন বসাতে নতুন করে রাজ্যপালের অনুমোদন নেওয়ার দরকারও পড়বে না অধ্যক্ষ্যর। পরিষদীয় আইনের এই ফাঁক গলেই গত বছরের বাজেট অধিবেশনের মতো এবারেও রাজ্যপালকে ছাড়াই পেশ হতে পারে রাজ্য বাজেট। সিদ্ধান্ত না হলেও এমন সম্ভবনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিধানসভার আধিকারিকরা।

প্রথা অনুযায়ী বিধানসভায় বছরের প্রথম অধিবেশন বসে বাজেট অধিবেশনের মাধ্যমে। সেই অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় রাজ্যপালের বাজেট ভাষণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরেই কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাতের জেরে নবান্ন-রাজভবন সম্পর্কও তলানিতে পৌঁছেছে। তার জেরেই বাজেট অধিবেশনের প্রথা ভেঙেছে। তবে গত বছর অধিবেশন চলাকালীন নবাগত বিধায়কদের শপথগ্রহণ করাতে বিধানসভায় এসেছিলেন রাজ্যপাল। রাজভবন না বিধানসভা, এই প্রশ্নে শপথ ঘিরে জটিলতা তৈরি হলেও শেষপর্যন্ত বিধানসভায় এসেই শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল। সেই অনুষ্ঠান ঘিরে আশঙ্কা থাকলেও শেষপর্যন্ত সংঘাত এড়াতে পেরেছিল দু-পক্ষই। সেক্ষেত্রে রাজ্যের বাজেট অধিবেশনে রাজ্যপালের উপস্থিতির সম্ভাবনা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

১ ফেব্রুয়ারি শুরু কেন্দ্রের বাজেট অধিবেশন। সাধারণত কেন্দ্রের বাজেট পেশের পরেই রাজ্য বিধানসভায় বাজেট পেশ হয়। বিধানসভার সচিবালয়ের মতে, কেন্দ্রীয় বাজেটের দিনক্ষণ ধরেই রাজ্যে বাজেট পেশের নির্ঘণ্ট তৈরি হবে।

রোগীমৃত্যুতে মমতার গ্রেপ্তার চান শুভেন্দু

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তারের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার আচমকাই বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে যান শুভেন্দু। স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব চৈতালি চক্রবর্তীর কাছে প্রসূতি মৃত্যু নিয়ে তাঁর অভিযোগের কথা জানান তিনি। পরে প্রসূতি মৃত্যুকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের দাবি সহ স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যসচিব ও মেদিনীপুর জেলা হাসপাতালের সুপারকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান তিনি। মৃতার দুই সন্তানের দায়িত্ব, পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও তাঁর পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবিও জানান শুভেন্দু।

অভিযুক্ত স্যালাইন প্রস্তুতকারক সংস্থার পণ্য নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের পদক্ষেপে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বলে মনে করে বিজেপি। এদিন স্বাস্থ্য ভবনে গিয়ে দপ্তরের যুগ্ম সচিবকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, '১১ ডিসেম্বর ব্লক থেকে শুরু করে জেলা ও রাজ্য পর্যায়ে সব হাসপাতালে নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন মঙ্গলবার ফের আপনাকে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বার্তা পাঠাতে হল? কেন বলতে হল এই স্যালাইন ও ওষুধ ব্যবহার করবেন না, স্টোরে রাখবেন না?' আধিকারিকের পাঠানো বার্তা দেখিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আসলে আপনারা আরজি করের মতো সব তথ্য চেপে যেতে চাইছেন।'

এরই মধ্যে এক প্রসূতি মৃত্যু ও বাকি চারজনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক বলে এদিনও জানিয়েছে রাজ্য। তার পরিপ্রেক্ষিতেই শুভেন্দু বলেন, 'আপনার পাঠানো নির্দেশ থেকে স্পষ্ট যে, গত ১০ তারিখের পরেও এই নিষিদ্ধ স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু রাজ্য তা চেপে যেতে চাইছে। আমরা চাই, এই সময়ে রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে কোথায় কত স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে, তার তালিকা প্রকাশ করুক রাজ্য।' সিআইডি তদন্তে অনাস্থা প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যের মানুষের সিআইডি তদন্তে কোনও আস্থা নেই। আরজি করের মতো তথ্য লোপাট করতেই রাজ্য সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।'

শুভেন্দুর দাবি, সংবিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে সিটের আসন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি এই তদন্তে সিবিআইকে যুক্ত করার জন্য দাবি জানাক রাজ্য। তদন্ত নিরপেক্ষ করতে এই মামলায় কর্মরত বিচারপতি নিয়োগের দাবিও জানান তিনি।

এদিকে, এদিনই দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূলি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত দলের প্রতিবাদ মিছিলেও অংশ নেন শুভেন্দু।

দোষীদের শাস্তি দাবি

স্যালাইন কাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ অভিষেকের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনায় নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্যালাইন কাণ্ড নিয়েও তীব্র ক্ষোভ জানালেন অভিষেক। বুধবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্র ফলতায় 'সেবাশ্রয়' শিবিরে গিয়েছিলেন অভিষেক। সেখানে তিনি বলেন,'স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে সার্বিক তদন্ত হওয়া উচিত। দোষীদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়।' স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও মুখ খোলেননি। তবে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে তদন্তের কথা জানিয়েছেন। এদিন অভিষেক বলেন,'রাজ্য সরকার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছেও। মানুষের প্রাণ মণিমুক্তোর মতো। কারও গাফিলতি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হবে।'

> রাজ্য সরকার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত হচ্ছেও। মানুষের প্রাণ মণিমুক্তোর মতো। কারও গাফিলতি যদি প্রমাণিত হয়, তাহলে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হবে।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিন অভিষেক বলেন, 'কারও গাফিলতি হলে রাজ্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে আগেও ব্যবস্থা নিয়েছে। দলমত নির্বিশেষে প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। এবারও তাই হবে।' আরজি কর কাণ্ড প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন,'আরজি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করেছিল। সেই মামলার তদন্ত করতে সিবিআইয়ের পাঁচ মাস সময় লেগেছে। কেন এত সময় লাগল, সেই প্রশ্ন সকলের করা উচিত।' এর আগেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সমালোচনা করে অভিষেক বলেছিলেন, সিবিআই আগে থেকে দোষী ঠিক করে নেয়। তারপর ভাবতে শুরু করে, কীভাবে তাঁকে ফাঁসাতে হবে। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন নিরপেক্ষ তদন্তে বিশ্বাসী। দোষ যাঁরই হোক, গাফিলতি থাকলে শাস্তি নিশ্চয়ই পাবে।

অভিষেক বলেন, 'কেউ ভবিষ্যৎ দেখতে পারে না। আগে থেকে বোঝা সম্ভব নয় যে, কী ঘটতে পারে। কোনও ঘটনা ঘটার পর সরকার, প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, পুলিশ কী তদন্ত করছে, সেটাই আসল বিষয়।'

'বয়কটে বিশ্বাসী নন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়'

নাম না করে কুণালকে কটাক্ষ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিল্পীদের বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কিন্তু কুণালের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে বয়কটের রাজনীতি বিশ্বাস করেন না বলে জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার নিজের নির্বাচনি কেন্দ্রে 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বলেন, 'আমি যতদূর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি, তিনি বয়কট, ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও এইসব রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। যদি করতেন, তাহলে একসময় যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁরা দলে ফিরতে পারতেন না।'

অভিষেকের এই মন্তব্য পরোক্ষে কুণাল ঘোষকেই কটাক্ষ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, সারদা মামলায় জেলে থাকাকালীন কুণাল ঘোষের আক্রমণের শিকার ছিলেন মমতা। সারদার সবথেকে বড় সুবিধাভোগী মমতা একথা বলে একসময় কুণাল আক্রমণ করেছিলেন।

এদিন বয়কট প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, 'দলনেত্রী এই ব্যাপারে কিছু বলেছেন? সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি কিছু বলেছি? আপনারা কোনও নোটিশ দেখেছেন?' সরাসরি না হলেও কুণালের বয়কট তত্ত্বকে সমর্থন করেছিলেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসুও। যদিও দু'জনই অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অভিষেক তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন। কয়েকদিন আগেই অভিষেক ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শান্তনু সেনকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।

এদিন অভিষেক বলেন, 'দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নেত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ওপর আমার কী পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে? কিন্তু মনে রাখবেন, আরাবুল ইসলামকে আগেও সাসপেন্ড করা হয়েছিল।' শান্তনু সেন অভিষেকের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। অভিষেক বলেন, 'শান্তনু সেন একজন চিকিৎসক। তিনি কোন ক্যাম্পে থাকবেন, পাড়ায় কটা রোগী দেখবেন, সেটা তাঁর বিষয়। ব্যক্তিগতভাবে তো তিনি আরও পাঁচটা কাজের সঙ্গে থাকতেই পারেন। শান্তনু সেন স্বাধীনচেতা মানুষ। এতে আমার কী বলার আছে?'

আপকেই সমর্থনের বার্তা তৃণমূলের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের মুখে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে আপকেই সমর্থন করছে ইন্ডিয়া জোটের অধিকাংশ শরিকই। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়ও একই সুর। বিজেপিকে হারাতে আম আদমি পার্টিকে সমস্ত বিরোধী দলের সমর্থন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

বুধবার ডায়মন্ড হারবারের 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অভিষেক বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট যখন তৈরি হয়েছিল, তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যে যেখানে শক্তিশালী, সমস্ত বিরোধী দল সেখানে তাকে সমর্থন করবে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল শক্তিশালী, তাই কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টিরও তৃণমূলকে সমর্থনের কথা হয়েছিল। যেখানে কংগ্রেস শক্তিশালী, সেখানে সব বিরোধী কংগ্রেসকেই সমর্থন করবে। যেখানে শারদ পাওয়ারের এনসিপি শক্তিশালী, সেখানে সবাই এনসিপিকে সমর্থন করবে। তেমনই দিল্লিতে আম আদমি পার্টি শক্তিশালী। গত বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টি আসনের মধ্যে তারা ৬৭টি আসন পেয়েছিল। তাই সেখানে বিজেপিকে হারাতে কে পারবে?'

এরপরই কংগ্রেসকে বার্তা দিয়ে অভিষেক বলেন, 'দিল্লিতে বিজেপিকে হারাতে আম আদমি পার্টি পারবে না কংগ্রেস পারবে? অবশ্যই সেখানে আম আদমি পার্টি বিজেপিকে হারাতে পারবে। তাই দিল্লিতে আম আদমি পার্টিকেই সব বিরোধী দলের সমর্থন করা উচিত। তাই আমরাও সমর্থন করছি।'

মেয়েদের সামনে স্ত্রীকে খুন

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি : দুই শিশুকন্যার সামনে মাকে নৃশংসভাবে খুন করে ঘরের মেঝেতে পুঁতে দিল বাবা। তারপর সেই ঘরেই দুই মেয়েকে নিয়ে রাতের ঘুম সারে বাবা। বধূহত্যার এমন নৃশংস ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের যদুগড়িয়া গ্রামে। যদিও পার পায়নি মৃত বধূ লক্ষ্মী হাঁসদার স্বামী সোম হাঁসদা। আউশগ্রাম থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ধৃতকে বর্ধমান আদালতে পেশ করে পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীর সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল লক্ষ্মীর। বছর সাতেক আগে তাঁরা বিয়ে করেন। দুই মেয়ে সোনিয়া ও রাখিকে নিয়ে দম্পতি দিব্যি কাটাচ্ছিলেন। ছয় বছর বয়সি সোনিয়া স্থানীয় স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে। অন্যদিকে, রাখির বয়স তিন বছর।

এদিন অভিযুক্তের মা বলেন, 'আমার ছেলে মদের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। নেশা করা নিয়ে বৌমা আপত্তি করলে ছেলে অশান্তি করত। এরই মধ্যে হঠাৎ করে মঙ্গলবার সকাল থেকে বৌমাকে বাড়িতে আর দেখা যাচ্ছিল না। বৌমা কোথায় তা আমি আমার ছেলের কাছে জানতে চাই। তখন ছেলে জানায়, তার মার খেয়ে বৌমা পালিয়ে গিয়েছে। এরপর সন্ধ্যায় দেখি বাড়িতে পুলিশ এসে ছেলের ঘরের মেঝের মাটি খুঁড়ছে। বেশ খানিকটা মাটি খোঁড়া হতেই বেরিয়ে আসে বৌমার মৃতদেহ।'

তিনি আরও জানান, তাঁর বড় নাতনিই পুলিশের কাছে তাঁর বাবার সব কীর্তি ফাঁস করে দেয়। ছেলে শাবল দিয়ে বৌমার মাথায় আঘাত করেছিল বলে নাতনি জানিয়েছে। এই ঘটনা সোমবার রাতে ঘটেছে বলে সে-ই পুলিশকে জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানান, পারিবারিক বিবাদে স্ত্রী খুন হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। দুটি বাচ্চাকে উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলে শিশুকন্যাদের হোমে পাঠানো হবে কি না তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শোকাডাঙ্গার মদন সোরেনের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে রাজ্যপাল।

বোসকে নালিশ আদিবাসীদের

বর্ধমান, ১৫ জানুয়ারি : গ্রামে রাস্তা নেই, নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিসে বারেবারে জানিয়েও সুরাহা হয়নি। এই অবস্থায় বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে কাছে পেয়ে জীবনযন্ত্রণার কথা তুলে ধরলেন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম জঙ্গলমহল এলাকার আদিবাসী মানুষজন।

গ্রামের রাস্তার বাস্তব চেহারা বোঝাতে আদিবাসী বধূরা খানাখন্দভরা ধুলো-মাটির রাস্তা রাজ্যপালকে ঘুরিয়ে দেখান। তাঁরা এও জানান, এখন গ্রামের কী হাল! অথচ বাম আমলে ২০০১ সালে এই শোকাডাঙ্গা গ্রামকে আদর্শ গ্রামের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বাসিন্দাদের সমস্যা লিখিতভাবে রাজভবনে জমা দিতে বলেছেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁদের রাজভবনে যেতেও আমন্ত্রণ জানান। এদিন রাজ্যপাল আউশগ্রামের শোকাডাঙ্গা গ্রামে 'আমার গ্রাম' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে দুপুরে তাঁর জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন শোকাডাঙ্গার মদন সোরেনের পরিবার। মদন আউশগ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য। খাওয়াদাওয়া সেরে মদনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আদিবাসীদের উন্নয়ন চান। তাই আমি আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় যাচ্ছি। সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলছি। তাদের সমস্যা শুনছি। এখানেও অনেক সমস্যা আছে। রাজ্যপাল হিসাবে আমি চেষ্টা করব সেই সব সমস্যার সমাধান করার।' তবে গ্রামবাসীরা যতই অভিযোগ করুক, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাসের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্যের সব জায়গায় উন্নয়ন হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

ভুল স্বীকার কমিশনের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বা টেট-এর সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নের মামলায় বুধবার হাইকোর্টে ভুল স্বীকার করে নিল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। ফলে পরীক্ষার্থীদের ভুল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভিত্তিতে অতিরিক্ত নম্বর দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সেই ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা এই বছরের ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে পারবেন। এদিন কমিশন ২৭টি প্রশ্ন ভুল থাকার বিষয়টি স্বীকার করে।

আরজি কর কাণ্ডে মিছিলের অনুমতি

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : আরজি কর কাণ্ডে দ্রুত বিচার এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে এক প্রতিবাদ মিছিলের অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। ওয়েলিংটন স্কোয়্যার থেকে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ পর্যন্ত মিছিল করে ধর্না অবস্থানের আবেদন জানায় 'রাতদখল ঐক্যমঞ্চ'।

পুলিশের তরফে অনুমতি না মেলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, ওয়েলিংটন থেকে কলেজ স্কোয়্যার পর্যন্ত দুপুর দেড়টা থেকে মিছিল করতে পারবে ওই সংগঠন। তারপর ৫ জন সদস্য সচিবালয়ে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেবেন।

এদিন রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, কতজন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তা উল্লেখ করা হয়নি। রানি রাসমণিতে কর্মসূচি করতে সেনার অনুমতি প্রয়োজন। নবান্নে স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে হাওড়া সিটি পুলিশকে মামলায় যুক্ত করতে হবে। তবে আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী শামিম আহমেদ জানান, অন্য রুটেও কর্মসূচি করতে সমস্যা নেই। তারপর তাঁদের কর্মসূচিতে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয় আদালত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর জানিয়ে দেন, আয়োজকদের আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কোনওরকম প্ররোচনামূলক মন্তব্য করা যাবে না।

গাড়ি ঢেকেছে মাইকে। পিকনিকের পথে নদিয়ার তরুণরা। বুধবার। - পিটিআই

মাধ্যমিক চলাকালীন ছুটি নেই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা ছুটি পাবেন না। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই কথা জানিয়ে দিয়েছে। পর্ষদের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে স্কুলগুলিতে পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, সেই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা উপযুক্ত কারণ ছাড়া ছুটি পাবেন না। কেবল মাত্র সন্তান মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিলে তাঁরা ছুটি পাবেন। সেক্ষেত্রে সন্তানের পরীক্ষার রুটিন, অ্যাডমিট কার্ড সহ যাবতীয় নথি প্রমাণ হিসেবে জমা দিতে হবে। মা এবং বাবার মধ্যে যদি দু'জনেই শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী হন, তাহলে একজন ছুটি নিতে পারবেন। পরীক্ষা শুরুর অন্তত তিন সপ্তাহ আগে তাঁদের ছুটির আবেদন করতে হবে। সন্তান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এমন কোনও শিক্ষক যদি ছুটি না নেন, তাহলে তাঁকে প্রশ্নপত্র খোলা, বিতরণ বা পরীক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।

চলতি বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। তবে পর্ষদের এই নির্দেশিকা ঘিরে শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে নির্দেশ দিয়েছে, তা শুধুমাত্র সন্তান প্রতিপালনের জন্য ছুটি বলা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন, সেক্ষেত্রে কী হবে তা নির্দেশিকায় বলা নেই। এই ব্যাপারে পর্ষদ অবস্থান স্পষ্ট করলে ভালো হয়।

শিবরাজকে চিঠি রাজ্যের

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : একশো দিনের কাজের প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস থেকে আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই এই প্রকল্পের টাকা দেওয়া নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে চিঠি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎও করতে চেয়েছেন। খুব শীঘ্রই তাঁদের বৈঠক হতে পারে বলে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক সূত্রের খবর।

বাম সরকারকে দুষলেন পুরমন্ত্রী

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বাঘা যতীনে চারতলা বাড়ি ভেঙে পড়ার দায়ে বাম সরকারকে দুষলেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বুধবার ফিরহাদ দাবি করেন, তাঁদের পুরোনো পাপের বোঝা বহন করতে হচ্ছে। বাম সরকারের আমলে কোনওরকম প্ল্যানিং ছাড়াই বাড়ি তৈরি হত। অনলাইনে কোনও কাজ হত না। ফাইলে সব নথি জমা থাকত। এই পদ্ধতি এখনও বর্তমান সরকার পুরোপুরি আটকাতে পারেনি। এদিন একটি বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় প্রধান বিচারপতি প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনা এখন সাধারণ হয়ে গিয়েছে।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৩৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২ মাঘ ১৪৩১

‘অমৃতে’ মোহন কাঁটা

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট সহ আরএসএসের সমস্ত সমালোচক এবং বিরোধীদের অভিযোগ, স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএস কখনও অংশ নেয়নি। এমনকি দীর্ঘদিন ভারতের সংবিধান, জাতীয় পতাকাকে মান্যতা না দেওয়ার অভিযোগও আরএসএসের বিরুদ্ধে আছে। নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তরে দীর্ঘদিন ১৫ অগাস্ট কিংবা ২৬ জানুয়ারিতে ভারতের জাতীয় পতাকা তোলা হয়নি।

এই ধরনের অভিযোগ উঠলে আরএসএস নেতারা সাধারণত মন্তব্য করেন না। নীরবে সকলের নজরের আড়ালে হিন্দুত্বের অ্যাজেন্ডা পূরণে কাজ করে চলেন। কিন্তু সদ্য আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত যে মন্তব্য করেছেন, তা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস ও স্বীকৃতিকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে একটি অনুষ্ঠানে নিজের বক্তৃতায় সরসংঘচালক ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট নয়, ভারত প্রকৃত অর্থে গতবছর অযোধ্যায় রাম মন্দিরে দ্বারোদ্ঘাটন হওয়ার দিন স্বাধীনতা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

তাঁর যুক্তি, রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দ্বাদশীর দিনটিকেই ভারতের সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতীক হিসেবে উদযাপন করা উচিত। ভাগবত কথায়, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারত ব্রিটিশদের থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল মাত্র, ভারতবাসী প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। স্বাধীনতা অর্জনের পর তৈরি সংবিধান সময়ের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে রচিত হয়নি। তাঁর মতে, ভারত বহু শতাব্দীর শোষণের শিকার ছিল। রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিনই সেই শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরসংঘচালকের এমন কথায় বিতর্ক উসকে ওঠা খুব স্বাভাবিক। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ওই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। অন্য কোনও দেশ হলে এই মন্তব্যের জন্য ভাগবতকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে জেলবন্দি করা হত বলে মন্তব্য করেছেন। বুধবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্য ছিল, স্বাধীনতা আন্দোলনের ফসল হল ভারতের সংবিধান।

মোহন ভাগবত প্রতি দু’-তিনদিন অন্তর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, সংবিধান সম্পর্কে কী ভাবেন তা বলার ঔদ্ধত্য দেখান বলে রাহুল মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, সরসংঘচালকের ওই উক্তি এক অর্থে রাজদ্রোহ। কারণ এভাবে উনি সংবিধানকে অবৈধ বলেছেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইকে অবৈধ বলেছেন। ভাগবতের সমালোচনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেও। তিনি একপ্রকার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সংঘ প্রধান এই ধরনের কথা বলতে থাকলে তাঁর পক্ষে দেশে ঘুরে বেড়ানো কঠিন হবে।

শিবসেনাও (ইউবিটি) সংঘ প্রধানের বক্তব্যের সমালোচনা করেছে। স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে এমন স্পর্শকাতর বক্তব্য সম্পর্কে কিন্তু নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর দল বিজেপি বিরোধিতা দূরে থাক, কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

সম্প্রতি ভারতের সংবিধানের ৭৫ বছরও পালন করেছে কেন্দ্র। তা নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষে ব্যাপক আলোচনা, তর্কবিতর্ক হয়েছে। ফলে দেশের স্বাধীনতা দিবস, সংবিধান নিয়ে মোহন ভাগবতের মন্তব্য সম্পর্কে সবার আগে মোদি এবং তাঁর সরকারের প্রতিক্রিয়া কাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু বিজেপির তাত্ত্বিক সংগঠনের প্রধান নেতার মন্তব্য নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি কেন্দ্র।

আরএসএসের গর্ভে যে দলের জন্ম, তার পক্ষে সংঘ প্রধানের বিরোধিতা করা কার্যত অসম্ভব। ঠারেঠোরে প্রশ্ন তুললেও যে পরিণাম হয়, সেটা গত লোকসভা ভোটের ফলাফলে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বিজেপি। আরএসএসের সাহায্যের প্রয়োজন নেই বলে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডার বক্তব্যের জেরে বিজেপি প্রবল ধাক্কা খেয়েছিল ভোটের ফলাফলে। যদিও পরে হরিয়ানা থেকে মহারাষ্ট্র সর্বত্র, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্য এসেছে আরএসএসের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ও সাংগঠনিক তৎপরতায়। দিল্লিতে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে সংগতকারণে আরএসএস-কে চটাতে চাইবে না পদ্ম শিবির।

অমৃতধারা

যখন আপনি ব্যস্ত থাকেন তখন সব কিছুই সহজ বলে মনে হয় কিন্তু অলস হলে কোনও কিছুই সহজ বলে মনে হয় না। নিজের জীবনে ঝুঁকি নিন, যদি আপনি জেতেন তাহলে নেতৃত্ব করবেন আর যদি হারেন তাহলে আপনি অন্যদের সঠিক পথ দেখাতে পারবেন। যা কিছু আপনাকে শারীরিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুর্বল করে তোলে সেটাকে বিষ ভেবে প্রত্যাখ্যান করুন। দুনিয়া আপনার সম্বন্ধে কি ভাবছে সেটা তাদের ভাবতে দিন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলিতে দৃঢ় থাকুন, দুনিয়া আপনার একদিন পায়ের সম্মুখে হবে। কখনও বড়ো পরিকল্পনার হিসাব করবেন না, ধীরে ধীরে আগে শুরু করুন,আপনার ভূমি নির্মাণ করুন তারপর ধীরে ধীরে এটিকে প্রসার করুন। ইচ্ছা, অজ্ঞতা এবং বৈষম্য-এই তিনটিই হল বন্ধনের ত্রিমূর্তি।

-স্বামী বিবেকানন্দ

একুশ শতকের নতুন সাম্রাজ্যবাদী ট্রাম্প

কানাডা-মেক্সিকোর ওপর শুল্ক চাপানোর হুমকি ট্রাম্পের। যা আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডার বাণিজ্য চুক্তির পরিপন্থী।

অতনু বিশ্বাস

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রণ করেছে মানুষের জীবনযাত্রাকে। তার রূপচিত্র অবশ্য বদলায় সময়ের পথ বেয়ে। তেইশশো বছর আগে আলেকজান্ডার সুদূর গ্রিস থেকে পৌঁছেছিলেন ভারতবর্ষ পর্যন্ত। আটশো বছর আগে দুনিয়া দেখেছে এক দুর্দান্ত সাম্রাজ্য বিস্তারকারীকে- চেঙ্গিস খান। উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদও প্রবলভাবে বদলে দিয়েছে দুনিয়ার মানচিত্রকে। আর এখন সাম্রাজ্যবাদের এক নতুন রূপ দেখা যাচ্ছে একুশ শতকের এক-চতুর্থাংশ পার করে।

প্রবল পরাক্রমশালী ডোনাল্ড ট্রাম্প চার বছর শাসন ক্ষমতার বাইরে থেকেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ নিতে চলেছেন জানুয়ারির ২০ তারিখ। কিন্তু এ যেন এক অন্য ট্রাম্প, যিনি স্লোগান তুললেন ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন।’ আদ্যাক্ষরগুলো নিয়ে যার সংক্ষিপ্ত রূপ ‘মাগা’ (‘MAGA’)। এই অক্টোবরে মেরিয়ম-ওয়েবস্টার ডিকশনারি ‘মাগা’-কে নতুন শব্দ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাদের অভিধানে। ‘গ্রেট’ তো ভালোই, কিন্তু সেই মহানত্বর রূপরেখাটা কী? দেখা গেল, ‘মাগা’ কিন্তু প্রায় ‘মেগা’-র রূপ নিয়েছে। একদিকে দুনিয়ার দুই শক্তিধর শাসক ভৌগোলিক আয়তনে দেশের সীমা বাড়াতে মরিয়া। একজন ভ্লাদিমির পুতিন। যিনি পেশিশক্তির সাহায্যে দখল করে চলেছেন ক্রাইমিয়া, ডোনেটস্ক, খেরসন ইত্যাদি। অন্যজন শি জিনপিং। সকালে বিকেলে যিনি জপে চলেছেন ‘ওয়ান চায়না’-র মন্ত্র। ওদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বারের জন্য জিতেছেন ‘মাগা’-আমেরিকার শাসন-ক্ষমতা। তিনিই বা কম কীসে? তাঁরও হল খেয়াল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে এরিক পোস্ট করেছেন একটা মিম। সেখানে ট্রাম্প আমাজনের মাধ্যমে কিনছেন কানাডা, গ্রিনল্যান্ড আর পানামা খাল। আসলে আমেরিকাকে ‘গ্রেট’ করে তোলবার উপায় হিসেবে ট্রাম্প এই জায়গাগুলিকে আমেরিকার মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ই-কমার্স সংস্থাগুলি এখনও তাদের বিক্রির তালিকায় এসব রাখেনি। তাই ট্রাম্পকে অন্য পথ ধরতে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, তিনি প্রয়োজনে মিলিটারি শক্তি দিয়ে দখল করবেন গ্রিনল্যান্ড আর পানামা ক্যানাল-কে। আর কানাডার জন্য ‘অর্থনৈতিক শক্তি’-ই যথেষ্ট। ব্যাপারটা একটু বিশদে আলোচনা করা যাক।

কানাডার প্রতিরক্ষা খাতে বেশ খানিকটা খরচ হয় আমেরিকার। সে নিয়ে এবং কানাডা থেকে গাড়ি, কাঠ আর দুগ্ধজাত দ্রব্য আমাদানিতে আমেরিকার যে বাণিজ্য ঘাটতি হয় তাতে ট্রাম্প বেশ অসন্তুষ্ট কিছুদিন ধরেই। এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ট্রাম্প কানাডা আর মেক্সিকোর ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি দিলেন। যা স্পষ্টতই আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডার বাণিজ্য চুক্তির পরিপন্থী। তবে তিনি চুক্তি মেনে কাজ করেন, এমন অপবাদ বোধকরি ট্রাম্পকে কেউই দিতে পারবে না। এই হুমকি কানাডার অর্থনীতিতে একটা বড়সড়ো আঘাত নিশ্চয়ই। বাধ্য হয়েই কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে যেতে হল ফ্লোরিডা-তে। নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য। কিন্তু মার-আ-লাগো’তে ট্রুডোর সঙ্গে ডিনার করার পরেই ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখলেন, ‘গভর্নর জাস্টিন ট্রুডো অফ দ্য গ্রেট স্টেট অফ কানাডা’। অর্থাৎ কানাডা-কে আমেরিকার রাজ্য হিসেবে বর্ণনা করলেন ট্রাম্প।

ট্রাম্প বলেছেন, কানাডা যদি আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হিসেবে যোগ দেয় তবে রাশিয়ান আর চিনা জাহাজের বিপদ থেকে তাদের মুক্ত করবে আমেরিকা। সঙ্গে কর কমবে কানাডিয়ানদের, থাকবে না বাণিজ্য শুল্ক। অবাক বিষয় যে, কানাডিয়ানরা খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না এই ‘অফার’-এ। কানাডিয়ান মার্কেট রিসার্চ সংস্থা ‘লেজার’-এর ডিসেম্বরের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১৩ শতাংশ আগ্রহ দেখিয়েছে কানাডায় যোগ দিতে, আর ৮২ শতাংশ আগ্রহী নয় ট্রাম্পের এই প্রস্তাবে। এমনকি অন্টারিও-র প্রধান ডগ ফোর্ড মজা করে বলেছেন, পরিবর্তে কানাডা ভাবতে পারে আলাস্কা, মিনেসোটা আর মিনিয়াপোলিস কেনার কথা।

বিশ্ব-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পানামা ক্যানালের গুরুত্ব অসীম। ক্যানালটি যুক্ত করেছে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসমুদ্রকে। ১৯৭৭-এর টোরিয়স-কার্টার চুক্তি ১৯৯৯-এর মধ্যে পানামা ক্যানালের পরিচালন-ভার তুলে দিয়েছে পানামার হাতে। ট্রাম্প এখন ক্যানালের নিয়ন্ত্রণ চান আমেরিকার হাতে। ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি কিংবা প্যারিস পরিবেশ চুক্তি নিয়ে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া তো আগেই দেখেছে দুনিয়া। পানামা খালের ক্ষেত্রে ট্রাম্প অবশ্য অভিযোগ করেছেন, এই জলপথ ব্যবহারের জন্য পানামা অতিরিক্ত মূল্য নিয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে, আর এই জলপথের বেশি সুবিধা নিয়ে চলেছে চিন।

এবার আসা যাক গ্রিনল্যান্ডের কথায়। ডেনমার্কের অধীনে এক স্বয়ংশাসিত ভূখণ্ড এই গ্রিনল্যান্ড। আমেরিকা গ্রিনল্যান্ড কিনতে চেয়েছে আগেও। ১৮৬৭-তে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসন যখন রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা কেনেন আমেরিকার জন্য, সে সময় তিনি নাকি গ্রিনল্যান্ড কেনার কথাও ভেবেছিলেন। তারপর ১৯৪৬-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে তীব্র টানাপোড়েনের আবহে প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান গ্রিনল্যান্ড কেনার জন্য ডেনমার্ককে ১০০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সোনা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। ডেনমার্ক কিন্তু এই প্রস্তাবকে ভালো চোখে দেখেনি। ট্রাম্প ২০১৯ থেকেই বলে আসছেন, আমেরিকার পক্ষে গ্রিনল্যান্ডের দখল নেওয়া আর তার নিয়ন্ত্রণভার হাতে নেওয়া প্রয়োজনীয়। সেকথা এখন আবার বলছেন ট্রাম্প। বলছেন, যেভাবেই হোক, তাঁর গ্রিনল্যান্ড চাই। ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর লক্ষ্য ‘মেক গ্রিনল্যান্ড গ্রেট এগেন’। আদ্যাক্ষর নিয়ে ‘MGGA’ কি তাহলে মেরিয়ম-ওয়েবস্টারের নতুন শব্দ হতে চলেছে?

কিন্তু কেন? ডেনমার্ক তো আমেরিকার বন্ধু দেশ, ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশগুলির অন্যতম। তাহলে তাদের চটিয়ে তাদের অংশ পেতে কেন মরিয়া ৭৮ বছরের মার্কিন ভাগ্যনিয়ন্তা? তবে ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে, ট্রাম্পের সাম্রাজ্যবাদের চেহারাটা কিন্তু উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদের থেকে ভিন্ন। এ যেন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা এবং পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থায় কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টির প্রতিফলন। তবে তা ট্রাম্পের নিজস্ব স্টাইলেই।

আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম ও প্রধান পরিচয় এটাই যে, তিনি এক দুঁদে ব্যবসায়ী। তাঁর এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপে। অর্থনীতিতে। আন্তর্জাতিক সমীকরণে। কানাডাকে অধিগ্রহণ করতে চাওয়ার মধ্যে রয়েছে সুমেরু বৃত্তের কাছে রাশিয়া আর চিনের অনুপ্রবেশ রুখবার প্রচেষ্টা। কিন্তু সেইসঙ্গে এই সুমেরু অঞ্চলে-গ্রিনল্যান্ড আর কানাডা যার অংশ- রয়েছে দুনিয়ার অনাবিষ্কৃত গ্যাসের ৩০ শতাংশ, অনাবিষ্কৃত তেলের ১৩ শতাংশ, আর আনুমানিক ১ ট্রিলিয়ন ডলারের দুষ্প্রাপ্য খনিজ ধাতু।

এ ছাড়াও ট্রাম্প গালফ অফ মেক্সিকোর নাম বদলে গালফ অফ আমেরিকা করে দিতে চাইছেন, ন্যাটোর সদস্য দেশগুলির অবদান ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করতে চেয়েছেন। আমেরিকা মহাদেশটা দু’দিকে আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর। তাই বোধকরি ট্রাম্পের সাম্রাজ্যবাদ আপাতত দুই মহাসমুদ্রের মধ্যেই আটকে রয়েছে।

ট্রাম্পের এই অধিগ্রহণের প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়েছে কানাডা, ডেনমার্ক বা পানামা। অবশ্য ট্রাম্প কানাডা অধিগ্রহণে সত্যিই কতটা আগ্রহী হবেন, বলা কঠিন। কানাডার জনসংখ্যা ক্যালিফোর্নিয়ার চাইতে সামান্য বেশি। তাই কানাডা যদি আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হয় তবে তা অন্তত ৫৪টা ইলেক্টোরাল ভোট দেবে মার্কিন নির্বাচনে। এবং ডেমোক্র্যাটদের। আমেরিকায় রাজ্যগুলির সব ভোট পায় সেই দল যারা রাজ্যটায় বেশি ভোট পায়। তাই কানাডা ৫৪টি ইলেক্টোরাল ভোটের জোগান দেবে ডেমোক্র্যাটদের, যার ফলশ্রুতিতে আমেরিকা ঝুঁকে পড়বে ডেমোক্র্যাটদের দিকে। বদলে যাবে দেশটার রাজনীতির ভারসাম্য। তাই রিপাবলিকানরা কিছুতেই চাইবে না তা।

কানাডা, গ্রিনল্যান্ড বা পানামা ক্যানাল আমেরিকার আয়ত্তে না এলেও ট্রাম্পের হইচই-এর ফলে দরাদরিতে এই অঞ্চলগুলিতে আমেরিকার প্রভাব হয়তো খানিক বাড়বে। সোশ্যাল মিডিয়াতে ট্রাম্প পোস্ট করেছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্মিত ছবি। একটা ছবিতে পানামা ক্যানাল-এর ওপরে আমেরিকার পতাকা, সঙ্গে লেখা ‘ওয়েলকাম টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ক্যানাল’। আর একটি ছবিতে ট্রাম্প, আমেরিকার পতাকা, আর দূরে একটা পর্বত। সঙ্গে লেখা ‘ও কানাডা’। ঘটনা হল, ছবির পর্বতটা সুইস আল্পস। সাম্রাজ্যবাদের রঙেরসে চুবিয়ে ট্রাম্প যে স্বর্ণযুগ আনতে চাইছেন, আমেরিকার জন্য তা একই রকমের হাস্যকর হয়ে উঠবে?

(লেখক কলকাতা আইএসআইয়ের অধ্যাপক)

আজ

১৯৩৮

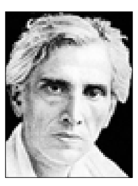

বাঙালির প্রাণের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজকের দিনে প্রয়াত হন।

১৯৪০

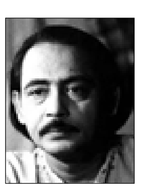

বিশিষ্ট অভিনেতা চিন্ময় রায় জন্মেছিলেন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি যত দূর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনি, তিনি বয়কট, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাওয়ের রাজনীতিতে বিশ্বাস করেন না। যদি করতেন, তা হলে এক সময়ে যাঁরা তাঁকে বারবার আক্রমণ করেছেন, তাহলে তাঁরা কিছুতেই দলে ফিরতে পারতেন না।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

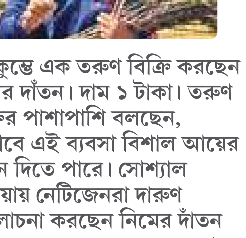

মহাকুম্ভে এক তরুণ বিক্রি করছেন নিমের দাঁতন। দাম ১ টাকা। তরুণ বিক্রির পাশাপাশি বলছেন, কীভাবে এই ব্যবসা বিশাল আয়ের সন্ধান দিতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটিজেনরা দারুণ আলোচনা করছেন নিমের দাঁতন নিয়ে। একদল বলছেন, এতে প্রচুর লাভ। অন্যরা মানছে না।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের পথে দুই তরুণী ও এক অটোচালককে মারপিট-গালিগালাজের দৃশ্য ভাইরাল। তরুণীরা বলছেন, গালিগালাজ শুরু করেছে অটোচালক। আবার অন্য কথা বলছেন অটোচালক। নেটিজেনরা এখানেও দু’ভাগ।

জনমন জনমত

মরেও যেন শান্তি নেই

স্বাধীনতার পর থেকেই ঠিক যেন মরেও শান্তি নেই অবস্থা। কিন্তু কেন? কয়েক দশক ধরে খোলা আকাশের নীচে চলছে মৃতদেহ সৎকার। নেতা-মন্ত্রী সবাই আছেন, কিন্তু নেই স্থায়ী শ্মশান। আলিপুরদুয়ার জেলার ১ ব্লকের তপসিখাতার কালজানি নদীর ঘাটই যেন একমাত্র ভরসা, তাও খোলা আকাশের নীচে। স্থানীয়দের দীর্ঘদিনের দাবি আজও পূরণ হয়নি। ফের স্থায়ী শ্মশানঘাটের দাবি উঠেছে। অভিযোগ, নদীর ধারে যেখানে সেখানে পড়ে থাকে মৃত ব্যক্তির জামাকাপড়, সৎকারের যাবতীয় জিনিসপত্র, ছাই, কাঠ ইত্যাদি। ফলে পরিবেশ ও নদী দূষণের শিকার হচ্ছে।

স্থায়ী শ্মশানঘাট না থাকায় বর্ষাকালে সমস্যাটা যেন ভয়াবহ হয়ে ওঠে। সামান্য বৃষ্টিতেই নদীতে জল বাড়লে দেহ সংকারে যেন মাথায় হাত পড়ে পরিজনের। উপায় না পেয়ে কখনও বর্ষাকালে আধপোড়া দেহ ফেলে রেখে চলে যান তাঁরা। তীব্র রোদেও নেই কোনও বসার জায়গা, জলের ব্যবস্থা। শীতকালে সমস্যা একটু জটিল। যেহেতু পাশাপাশি চিলাপাতা ও নিমতির জঙ্গল রয়েছে সেক্ষেত্রে রাত হতেই হাতির আনাগোনা বাড়ে। আতঙ্কে অনেকে বাড়ির পাশে খেতের জমিতেই দেহ সৎকার করেন। আলিপুরদুয়ার জেলার ১ ব্লকের তিনটি গ্রামেরই এক সমস্যা। তাই স্থায়ী শ্মশানঘাট অবিলম্বে চাই।

বিদ্যুৎ দাস
তপসিখাতা, আলিপুরদুয়ার।

লিটল ম্যাগাজিন মেলার খামতি

১০ থেকে ১২ জানুয়ারি শিলিগুড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। তিনদিনের এই মেলায় বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, লেখক, ভাষাকর্মীদের উপস্থিতি একটা বড় পাওনা ছিল। তবে আমার মতে সবচেয়ে বড় খামতি ছিল বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান প্রাপ্তি নিয়ে কোনও রকমের আলোচনা ছিল না। অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি।

মূল মঞ্চ থেকে একটু দূরে এ বিষয়ে একটা প্রদর্শনী করা হয়েছিল, কিন্তু বেশিরভাগই তা দেখেননি বলে জানি। অন্তত দশ মিনিটের সময় পেলে বিষয়টি উপস্থিত ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিমনা মানুষের নজরে আনা যেত। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি সময় চেয়েও।

গত অক্টোবরে বাংলা ভাষার ধ্রুপদি সম্মান পাওয়ার বিষয়টি যে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিন মেলায় জায়গা পাবে না ভাবতে অবাক লাগে।

সব কবিকে কবিতা পাঠে সুযোগ দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র যাঁদের নাম আগে নথিভুক্ত ছিল তাঁরাই পাঠ করেছেন। শুনেছি তাঁরা কিছু আর্থিক অনুদান পেয়েছেন। তাতে আপত্তি নেই। উত্তরবঙ্গের কবি যাঁদের নাম ছিল না, তাঁদের কেন সুযোগ দেওয়া হল না অনুদান ছাড়াই?

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যদি বাঙালি শিল্পের বাজার ধরতে পারত !

স্রেফ উদ্যোগের অভাবে উত্তরবঙ্গে শিল্পের বাজার শুধু এপিটাফের লেখার মতোই পড়ে থাকে শিল্পের কফিন হয়ে।

মৈনাক ভট্টাচার্য

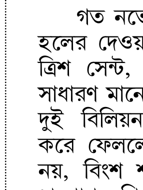

বছর শেষ হলে, সালতামামি নিয়ে বসা আমাদের অভ্যেস। এটা এক অর্থে বছরের অনুরণন, তাই অচিরে থেমেও যায়। ইতালীয় শিল্পী মাউরিজিয়ো ক্যাতেলনের কনসেপচুয়াল আর্ট ‘কমেডিয়ান’-এর কলার গল্পটাকে কিন্তু কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না।

গত নভেম্বরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্ট বাসেলের প্রদর্শনী হলের দেওয়ালে ক্যাতেলন নালি টেপ দিয়ে সেঁটে দিলেন ত্রিশ সেন্ট, আমাদের এক টাকার আশপাশ দরে কেনা সাধারণ মানের একটা কলা, ব্যাস- কেল্লা ফতে। ছয় দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকায় বিক্রি করে ফেললেন। শিল্পের ইতিহাসে এই ধারণা নতুন কিছু নয়, বিংশ শতকের শুরুর ডাডাইজমেরই প্রতিরূপ মাত্র। ধারণাগত শিল্পীরা মূলত ঐতিহ্যগত শৈল্পিক ধারণাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করতেই পরিচিত। তবু কলা কেনার কারণ বিশ্লেষণে প্রতিদিনই নিত্যনতুন গল্প বাজারে আসছে। মূল গল্প কিন্তু শিল্পী ক্যাতেলনের বাজার তৈরির মজ্জাগত ক্যারিশমা, সেটা তাঁর ইতিহাস ঘাটলেই বোঝা যায়।

‘কমেডিয়ান’কে ক্যাতেলন অবশ্য প্রতিস্থাপন করলেন বিশ্ব বাণিজ্যের ইঙ্গিতবাহী উদ্যোগের পাশাপাশি হাস্যরসের এক ধ্রুপদি প্রতীক হিসেবে। শিল্প ভাস্কর্যের দরটাই যে এই সত্য ভিতের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে। পালটায় তার আখ্যানভঙ্গি, তার কথনবয়ন। এভাবে বাজার তৈরির কথা আমাদের কেউ ভাবতেই শেখায় না যে, আসল সত্য হল ওই শিল্পমিথস্ক্রিয়ার মেটামরফোসিস। যা মূলত দুটি বস্তু বা ব্যক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বিনিময়ের মাধ্যম এটিকে শিল্পে পরিণত করতে পারে।

এখানকার শিল্পীদের ছবির রং রশদে এবং ভাস্কর্যে প্রকৃতির আবহ এক আলাদা পরিমণ্ডলের ব্যাপ্তি বহু চর্তিত। আমাদের তাই কনসেপচুয়াল আর্টের কাছে না গেলেও চলে। শুধু দরকার শিল্পকে বাজারজাতকরণের নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গের কত কিছু আছে ভাবুন তো। তিস্তা রঙ্গিতের প্রেমের গল্প এখনও আদি অকৃত্রিম। এখানে মৌন জ্যোৎস্নার মাঝরাতে, ফিনের তাঁতি, পাইড হর্নবিলের মতো অনেক পাখিকে সাক্ষী রেখে পুরোনো পাহাড় প্রায়শই গলে নতুন করে জন্ম নেয়। উত্তরের ক্যানভাসে তাই রঙের প্রাঞ্জলতার কাছে হার মানে কৃত্রিম রঙের টোন। এমন পরিমণ্ডলই তো শিল্পী তৈরির জন্য আদর্শ। ঘরে ঘরে শিশু-কিশোরের দলের ছবির চর্চার প্রবণতা। শনি, রবিবারের আঁকার স্কুলগুলির উপচে পড়া ভিড় দেখলেই টের পাওয়া যায়। ওয়ার্ড উৎসবগুলি এই পড়ে পাওয়া বাজার ধরতে বসে আঁকো প্রতিযোগিতাকে প্রাধান্য দেয় কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পীরা জানেন প্রতিনিয়ত ক্যানভাস, কাগজ, রংতুলির দাম বাড়ছে, বিক্রির বাজার প্রায় না থাকায় ভেঙে যাচ্ছে চাহিদা জোগানের সংযোগসূত্র। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো চেপে বসেছে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দাপট। পেটের দায়ে কত সম্ভাবনাময় শিল্পী তাই মাঝপথে ছবি আঁকাকে বিদায় জানিয়ে অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন।

শিল্পী তো তাঁর স্বভাব নিয়মেই ভাবুক বাউল, বাজার ভাবনা ভেবে শিল্প করার কথা ভাবতে বসলে, সব সময় শিল্প হয় না। বিশ্বায়নের যুগ, ঠেকে শেখার যুগ থেকে, দেখে শেখার যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। ক্যাতেলনের এই ‘কলা’ আমাদের আর একবার মনে করিয়ে দিল- কেবল উদ্যোগের অভাবে উত্তরের শিল্পের বাজার শুধু এপিটাফের লেখার মতোই পড়ে থাকে শিল্পের কফিন হয়ে।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৪১

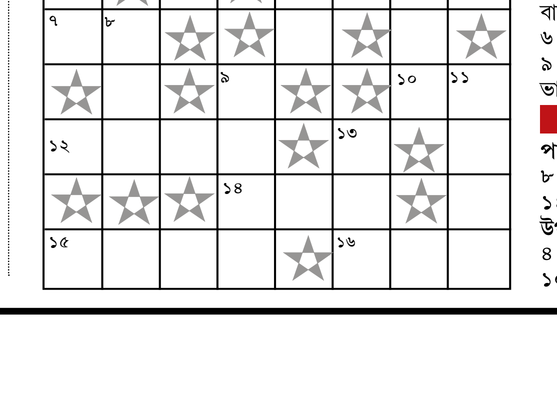

পাশাপাশি : ১। জন্মকাল, নবি বা পয়গম্বরের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ধর্মসভা ৩। হাঁড়ি কলসি, বাসনপত্র ৪। হলুদ রংয়ের এক রকমের দাহ্য মৌলিক পদার্থ ৫। দুর্দান্ত, দুরন্ত, দুঃসাহসিক ৭। আমার, মোর ১০। নতুন, ৯ (নয়) সংখ্যা ১২। মনের ইচ্ছা, মনোবাসনা ১৪। জলচর পাখিবিশেষ, ডাকপাখি ১৫। বাচালতা, অনর্গল অর্থহীন কথা বলা ১৬। তরল পদার্থের পরিমাপ বিশেষ।

উপর-নীচ : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ২। যে বাদ্যযন্ত্র যুদ্ধে বাজানো হয় ৩। ডাকাডাকি, আস্ফালন ৬। ঢিলে জামা বা কামিজ ৮। চিন্তন, ভাবনাচিন্তা ৯। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ১১। জমি যে ভাগে চাষ করে, ভাগচাষি ১৩। সুতো কাটবার যন্ত্র, টেকো।

সমাধান ■ ৪০৪০

পাশাপাশি : ২। মায়াকান্না ৫। জবর ৬। আমজনতা ৮। ফাগ ৯। মান ১১। মানিকজোড় ১৩। দাম্ভিক ১৪। বরবাদ।

উপর-নীচ : ১। এজলাস ২। মার ৩। কায়েম ৪। বিধাতা ৬। আগ ৭। জহিন ৮। ফারাক ৯। মাড় ১০। শশীকর ১১। মাতঙ্গ ১২। জোকার ১৩। দাদ।

বিন্দুবিসর্গ

আত্মনির্ভরতার পথে সেনাবাহিনী

তিনটি রণতরীর উদ্বোধন ■ সেনার অবদানকে শ্রদ্ধা মোদির

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি: ভারত এখন আত্মনির্ভরতার পথে এগোচ্ছে। দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর। ৭৭তম সেনা দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে বুধবার এ কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুম্বইয়ে নৌসেনার তিনটি যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধন করেছেন এদিন মোদি। এর মধ্যে রয়েছে একটি সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ। আইএনএস সুরাট (গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার), আইএনএস নীলগিরি (স্টেল্থ ফ্রিগেট) এবং আইএনএস ভাগশির ওরফে 'হান্টার কিলার' সাবমেরিনকে দেশবাসীর উদ্দেশে উৎসর্গ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এগুলি দেশের জলসীমা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রণতরী উদ্বোধনের পর মোদি বলেন, 'ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ভারতীয় নৌবাহিনীকে নতুন শক্তি ও নতুন দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আজ তাঁর পবিত্রভূমিতে আমরা একুশ শতকের নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক বড় পদক্ষেপ করছি। এই প্রথম একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি ফ্রিগেট এবং একটি সাবমেরিন একসঙ্গে কাজ করবে।'

বুধবার সকালে সমাজমাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী দৃঢ়সংকল্প, পেশাদারিত্ব ও উৎসর্গীকৃত প্রাণের প্রতীক। আমাদের সীমান্তরক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা বরাবর স্মরণীয়।'

মোদি জোর দিয়ে বলেন, 'ভারত সরকার সশস্ত্র বাহিনী ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বছরের পর বছর ধরে আমরা বেশ কয়েকটি সংস্কার এনেছি এবং আধুনিকীকরণের দিকে মনোনিবেশ করেছি। ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।' অন্য একটি এক্স-পোস্টে মোদি জানান, 'সেনা দিবসে আমরা ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর অদম্য সাহসিকতাকে অভিনন্দন জানাই। এঁরা আমাদের দেশের নিরাপত্তার প্রাচীর হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু তা-ই নয়, স্বনির্ভর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রয়েছে সেনাবাহিনীর। আত্মনির্ভর এবং বিকশিত ভারতের নির্মাণে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

ভারতীয় নৌসেনার তিনটি রণতরীর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে।

৭৭তম সেনা দিবসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সেনাবাহিনীর অবদানের প্রশংসা করে বলেন, 'সীমান্তরক্ষা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শান্তিরক্ষা এবং মানবিক সহায়তায় ভারতীয় সেনাবাহিনী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিশ্বের দরবারেও ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে সেনাবাহিনী।'

> ভারতীয় সেনাবাহিনী দৃঢ়সংকল্প, পেশাদারিত্ব ও উৎসর্গীকৃত প্রাণের প্রতীক। আমাদের সীমান্তরক্ষার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষের কাছে মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা বরাবর স্মরণীয়।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

প্রতি বছর ১৫ জানুয়ারি সেনা দিবস পালিত হয়। এই দিনটি ভারতের সামরিক স্বাধীনতার প্রতীক। ১৯৪৯ সালে জেনারেল স্যর ফ্রান্সিস বুচার থেকে ফিল্ড মার্শাল কেএম কারিয়াপ্পা ভারতের সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণের ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে পালিত হয় এই দিবস।

মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তারির হুঁশিয়ারি

রাহুলের নিশানায় এবার ভারত রাষ্ট্র

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের দ্বারোদঘাটনের দিনই বিতর্কের জুতোয় পা গলালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বিজেপি-আরএসএসের পাশাপাশি তাঁদের ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও লড়াই করতে হচ্ছে বলে বুধবার তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তাতে রে-রে করে উঠেছে গেরুয়া শিবির। যদিও বিতর্কের জেরে নিজের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। উলটে ইন্ডিয়া জোটের যাবতীয় শরিকি অশান্তিকে উপেক্ষা করে নতুন বছরে নতুন দপ্তর থেকে আরএসএস-বিজেপি বিরোধী সুর আরও চড়া করেছেন রাহুল গান্ধি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'ভাববেন না যে আমরা একটি ন্যায়সংগত লড়াই লড়ছি। এর মধ্যে একবিন্দুও নিরপেক্ষতা নেই। আপনারা যদি বিশ্বাস করেন যে আমরা বিজেপি অথবা আরএসএস নামধারী কোনও রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে লড়াই করছি, তাহলে আপনারা বুঝতে পারছে না কী চলছে। বিজেপি এবং আরএসএস আমাদের দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে দখল করেছে। আমরা এখন বিজেপি, আরএসএস এবং ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছি।'

বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেন, 'আর লুকোচুরি নয়। কংগ্রেসের কুৎসিত সত্যিটা তাদের নিজেদের নেতাই এবার বেআব্রু করে দিয়েছেন। উনি যে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছেন, এই সত্যিটা দেশ জানে। এবার সেটা স্পষ্ট করে বলার জন্য আমি ওঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বারবার উনি একই কাজ করে এই ধারণাকে আরও মজবুত করেছেন। উনি যা কিছু করেছেন কিংবা বলেছেন, সেইসবই ভারতকে ভাঙার এবং আমাদের সমাজকে বিভাজিত করার দিশায় করা হয়েছে।' রাহুলকে এদিনও শহুরে নকশাল বলে আক্রমণ করেছে বিজেপি। রাহুল গান্ধি ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বলে তোপ দাগেন আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য।

কংগ্রেসের নতুন সদর দপ্তরের উদ্বোধনে সোনিয়া-রাহুল-খাড়গে। বুধবার।

> বিজেপি এবং আরএসএস আমাদের দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে দখল করেছে। আমরা এখন বিজেপি, আরএসএস এবং ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছি।
>
> **রাহুল গান্ধি**

সম্প্রতি সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত বলেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট নয়, ভারত প্রকৃত স্বাধীনতা পেয়েছে গতবছর অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন। ওই মন্তব্যের বিরোধিতা করে রাহুল বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সংবিধান সম্পর্কে মোহন ভাগবত কী ভাবেন, সেটা দেশকে বলার ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন। উনি গতকাল যেটা বলেছেন, সেটা রাষ্ট্রদ্রোহিতা। অন্য কোনও দেশ হলে ওঁকে গ্রেপ্তার করে বিচার করা হত। ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হয়নি এই কথাটি বলে প্রত্যেক ভারতীয়কে অপমান করেছেন উনি।' কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। বলেন, 'আরএসএস প্রধান কী বলেছেন সেটা আমি পড়েছি। উনি মনে করেন, রাম মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের সঙ্গেই ভারত সত্যিকারের স্বাধীনতা পেয়েছে। নরেন্দ্র মোদি মনে করেন, ২০১৪ সালে উনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর দেশ স্বাধীন হয়েছে। এটা খুবই লজ্জাজনক।'

বুধবার ৯এ, কোটলা মার্গে কংগ্রেসের নতুন সদরদপ্তর 'ইন্দিরা ভবন'-এর দ্বারোদঘাটন করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাদের পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও।

বাংলাদেশের নাম বদলের সুপারিশ

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আগেই লোপ পেয়েছিল। এবার মুক্তিযুদ্ধে জিতে ১৯৭১ সালে যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে বিশ্বের দরবারে একটি নতুন রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়েছিল, সেই নামটিও ইউনূস জমানায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। এবার থেকে বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশ করার সুপারিশ করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। প্রজাতন্ত্রের পরিবর্তে নাগরিকতন্ত্র করার প্রস্তাবও করেছে ওই কমিশন।

বুধবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে অধ্যাপক ড. আলি রিয়াজের নেতৃত্বাধীন সংবিধান সংস্কার কমিশন তাদের রিপোর্ট জমা দেয়। সেখানেই ওই প্রস্তাব সহ একগুচ্ছ সুপারিশ করা হয়েছে। এমনকি নিজেদের বাঙালি পরিচয়টিও মুছে দিতে চায় তারা। তার বদলে বাংলাদেশি বলে নিজেদের পরিচয় তুলে ধরতে চাইছে কমিশন। এদিন রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি থেকে তিনটি বাদ দেওয়ার সুপারিশও করেছে কমিশন। ওই চারটি মূলনীতি হল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু এখন গণতন্ত্র ছাড়া বাকি তিনটি নীতি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে কমিশন। নতুন পাঁচটি মূলনীতি হল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, বহুত্ববাদ এবং গণতন্ত্র।

খালেদা বেকসুর খালাস

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি : একটি দুর্নীতির মামলায় বিএনপি-র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে বেকসুর খালাস দিল সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে অসুস্থ নেত্রীর পক্ষে আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আর কোনও বাধা রইল না। খালেদা বর্তমানে লন্ডনে চিকিৎসাধীন। বুধবার প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ খালেদা, তাঁর ছেলে তারিক রহমান এবং অন্যদের ২০০৮ সালের দুর্নীতির মামলা থেকে রেহাই দেয়। এর আগে নভেম্বরে খালেদাকে অপর একটি মামলা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

মকর সংক্রান্তিতে গোমাতাকে প্রণাম অমিত ও জয় শা'র। আহমেদাবাদের জগন্নাথ মন্দিরের সামনে। ছবিটি ভাইরাল।

অনিচ্ছাকৃত ভুল, ক্ষমা চাইল মেটা

জুকেরবার্গের মন্তব্যের জের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ভারতে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন নিয়ে মেটা-ফেসবুকের কর্ণধার মার্ক জুকেরবার্গের মন্তব্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এক সাক্ষাৎকারে জুকেরবার্গ দাবি করেছিলেন, ওই ভোটে নাকি বিজেপি-এনডিএ ধরাশায়ী হয়েছে। এই ধরনের ভুল বয়ানের জেরে মেটা কর্তৃপক্ষকে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সামনে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এরপরেই তড়িঘড়ি ভারতবাসীর কাছে ক্ষমা চাইল মেটা ইন্ডিয়া। সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট শিবনাথ ঠুকরাল বলেন, 'এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি। মেটার কাছে ভারতের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আগামী দিনে এই বন্ধনকে আরও মজবুত করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।' ঠুকরাল জানান, '২৪-এ বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছিল। সেকথা বলতে গিয়েই ভারতের উল্লেখ করেন জুকেরবার্গ। তাঁর পর্যবেক্ষণ অন্যান্য দেশগুলির ক্ষেত্রে ঠিক হলেও তা ভারতের প্রেক্ষাপটে খাটে না।

মেটা ইন্ডিয়ার ক্ষমাপ্রার্থনায় দৃশ্যতই সন্তুষ্ট নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'এটি ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জয়।' ক্ষমা চাওয়ার পরেও মেটা কর্তৃপক্ষকে তলব করা হবে কি না সেই বিষয়ে মন্তব্য করেননি তিনি। তবে কমিটির সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখলে প্রস্তাব দিয়েছেন, মেটাকে তলব করার সময় কিছু বিষয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। সামাজিক মাধ্যমে সাকেত জানিয়েছেন, মেটার ফ্যাক্ট-চেকিং ব্যবস্থা বন্ধ করা, নতুন কনটেন্ট গাইডলাইন, যেখানে ঘৃণাসূচক বক্তব্য ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য নিয়ে তুলনামূলকভাবে নরম মনোভাব নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। ভারতের কিছু রাজনৈতিক দলের প্রতি মেটার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এবং নির্বাচনে এর প্রভাব নিয়েও বিস্তারিত কথা বলতে হবে।

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে ঘৃণাসূচক বক্তব্য, বিভ্রান্তি ছড়ানো ও মানুষকে হয়রানি করার অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মেটার নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত বলে জানিয়েছেন সাকেত।

তাঁর মতে, সংসদীয় কমিটিগুলির মূল দায়িত্ব রাজনীতি থেকে উর্ধ্বে উঠে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। তাই সংস্থাগুলিকে জবাবদিহির আওতায় আনা জরুরি, যাতে তাদের মঞ্চ অপপ্রচার, ঘৃণা ছড়ানো এবং মিথ্যা তথ্য প্রচারের হাতিয়ার হয়ে না ওঠে।

গ্রেপ্তার ইউন

সিওল, ১৫ জানুয়ারি : দেশে সামরিক আইন চালু করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। কিন্তু গ্রেপ্তার করতে গিয়ে প্রথম দফায় পুলিশ বাধার সম্মুখীন হয়। অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন দক্ষিণ কোরিয়ার বরখাস্ত হওয়া প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। বুধবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারের আগে তিনি এক ভিডিওবার্তায় তাঁর গ্রেপ্তারিকে 'অবৈধ' উল্লেখ করে বলেন, 'রক্তপাত এড়ানোর জন্যই আমি সিআইও-র তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সামনে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আমি তদন্তকারীদের তদন্ত করার অনুমতি দিয়েছি।'

রিপোর্ট চাইল

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি, কৃষিঋণ মকুব সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেড় মাস অনশনে রয়েছেন কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়াল। তাঁর স্বাস্থ্য রিপোর্ট পাঞ্জাব সরকারকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিমকোর্ট।

দাল্লেওয়াল ২৬ নভেম্বর থেকে টানা অনশন করছেন। কৃষকনেতার স্বাস্থ্য নিয়ে উদবেগ প্রকাশ করেছেন বিচারপতি সূর্যকান্ত ও এন কোটিশ্বর সিংয়ের বেঞ্চ। জানা গিয়েছে, লাগাতার অনশনে কৃষক নেতার স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয়েছে। তাঁর ওজন অনেকটা কমে গিয়েছে।

গেরুয়া ছোঁয়া এড়াতে প্রবেশপথ বদল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : এখন থেকে আর ২৪, আকবর রোড নয়। ৯এ, কোটলা রোড হল কংগ্রেসের নতুন সদরদপ্তর। বুধবার সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের হাত ধরে উদ্বোধন হল কংগ্রেসের নতুন দপ্তর 'ইন্দিরা ভবন'-এর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা প্রমুখ। কোটলা রোডের ঢিলছোড়া দূরত্বে দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির প্রাসাদোপম সদরদপ্তর রয়েছে। প্রথমে ইন্দিরা ভবনের প্রবেশপথ ছিল ওই রাস্তা দিয়ে। কিন্তু বিজেপি তথা গেরুয়া শিবিরের ছোঁয়া এড়াতে কোটলা মার্গে ইন্দিরা ভবনের পিছনের দিকের দরজাকেই সিংহদুয়ারে রূপান্তরিত করেছে কংগ্রেস।

সূত্রের খবর, প্রয়াত দুই কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেল এবং মোতিলাল ভোরার তত্ত্বাবধানে নতুন ভবনের প্রবেশপথ বদলে ফেলা

হয়। ২০০৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর কংগ্রেসের ১২৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে ইন্দিরা ভবনের শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। ভবনটি নির্মাণে খরচ হয়েছে প্রায় ২৫২ কোটি টাকা। কংগ্রেসের নতুন দপ্তরের নীচের তলায় বামদিকে থাকছে সংবাদমাধ্যমের জন্য আলাদা জায়গা। রয়েছে একটি ক্যান্টিন।

ভবনের বাম পাশে থাকবে কংগ্রেসের মিডিয়া ইনচার্জের কার্যালয়। এর পাশাপাশি টিভি ডিবেটের জন্য তৈরি করা হয়েছে শব্দনিরোধক কক্ষ।

এর পাশে সাংবাদিক ও ক্যামেরাপার্সনদের বসার ঘরও করা হয়েছে। ঠিকানা বদল প্রসঙ্গে খাড়গে এদিন বলেন, 'এই পরিবর্তন শুধুই একটি ঠিকানার পরিবর্তন নয়, বরং এটি কংগ্রেসের দীর্ঘ ঐতিহ্য ও আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার এক পদক্ষেপ।'

বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মেয়ে

ভোপাল, ১৫ জানুয়ারি : পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল মেয়েটি। কিন্তু তার পরিণতি হল মারাত্মক। জেদের কারণে নিজের মেয়েকে গুলি করল বাবা।

প্রথমে মেয়ের পছন্দের পাত্রকে মেনে নিলেও পরে আপত্তি জানান পরিজনেরা। শুধু আপত্তিতে থেমে থাকলেন না কনের বাবা। অভিযোগ, বিয়ের চারদিন আগে তিনি গুলি করে মারলেন মেয়েকে। বাবাকে সাহায্য করেছে মেয়ের এক তুতো ভাই। মৃত্যু নিশ্চিত করতে সে-ও গুলি চালায়।

মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে পুলিশ ও পঞ্চায়েত সদস্যদের সামনে ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার। কনের নাম তনু গুর্জর (২০)। বিয়ের তারিখ ঠিক হয় ১৮ জানুয়ারি। তনুর বাবা মহেশ গুর্জর গ্রেপ্তার হয়েছেন। তুতো ভাই পলাতক।

তনু ছ'বছর ধরে সম্পর্ক গড়েছিলেন আগ্রার বাসিন্দা বিক্রম ওরফে ভিকির সঙ্গে। তনু তাঁকে বিয়ে করতে চান শুনে প্রথমে পরিজনেরা মেনে নেন।

পরে বাদ সাধেন। বিয়ে অন্যত্র ঠিক হলে তনু মানতে পারেননি। নিজের ইচ্ছার কথা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে ৫২ সেকেন্ডের ভিডিওবার্তায় তনুকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'আমি ভিকিকে বিয়ে করতে চাই। আপত্তি

করলে আমাকে মেরে ফেলা হবে।' সামাজিক মাধ্যমের বার্তা পুলিশের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ, পঞ্চায়েত সদস্যরা তনুদের বাড়িতে চলে আসেন। তাঁদের সামনে তনু হোমে চলে যেতে চান বলার সঙ্গে সঙ্গে তনুকে গুলি করেন তাঁর বাবা। তনুর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা করছে পুলিশ।

সন্ত্রাসী রাষ্ট্র থেকে নাম বাদ কিউবার!

ওয়াশিংটন, ১৫ জানুয়ারি : আর ক'দিন পরেই মার্কিন মসনদ ছাড়তে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে। বিদায়বেলায় এক জোরালো সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন বর্ষীয়ান ডেমোক্র্যাট নেতা। সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রের তালিকা থেকে তিনি কিউবার নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি মার্কিন কংগ্রেসকে তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। ফিদেল কাস্ত্রোর মৃত্যুর ন'বছর পর কিউবা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্ত হতে চলেছে।

মার্কিন প্রশাসনের একাধিক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, কিউবার কয়েক ডজন রাজনৈতিক নেতা অন্যায়ভাবে বন্দি রয়েছেন। বাইডেনের সিদ্ধান্ত মার্কিন আইনসভা অনুমোদন করলে ২০ জানুয়ারির মধ্যে মার্কিন জেল থেকে মুক্তি পাবেন বন্দি নেতারা। কিউবা জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্দিদের মুক্তি দিলে কিউবাও ৫৫৩ জন বন্দিকে ছেড়ে দেবে। এর ফলে কিউবার ওপর আর্থিক চাপ কমে যাবে। সংশোধিত হবে ২০১৭ সালে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জারি করা স্মারকলিপিও। তবে হবু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কি করবেন, তা সময়ই বলবে।

সংকটে কেজরিরা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই অস্বস্তি বাড়ছে শাসক আপ এবং তাদের সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। প্রথমে ক্যাগ রিপোর্ট। আর এবার আবগারি দুর্নীতির মামলায় কেজরির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইডিকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র মন্ত্রক। সম্প্রতি উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনা এই সংক্রান্ত অনুমোদন দিয়েছিলেন।

এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফেও সবুজ সংকেত চলে আসায় ভোটের আগে শিরঃপীড়া বাড়ল দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। সূত্রের খবর, কেজরিওয়ালের পাশাপাশি দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার ক্ষেত্রেও আইনি প্রক্রিয়ায় সবুজ সংকেত দিয়েছে শা-র মন্ত্রক।

৫ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে বিধানসভা ভোট। ক্যাগ ও ইডি নামক জোড়া অস্বস্তি সঙ্গে নিয়েই বুধবার নয়াদিল্লি বিধানসভা আসনে মনোনয়ন জমা দেন কেজরি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী সুনীতা কেজরিওয়াল।

তাঁকে ঘিরে আপের কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায় এদিন। মনোনয়ন দাখিলের আগে বাল্মীকি এবং হনুমান মন্দিরে পুজো দেন তিনি। মনোনয়ন জমা দিয়ে আপ সুপ্রিমো বলেন, 'দিল্লির উন্নয়নের ব্যাপারে আমাদের কাছে একটি ভিশন রয়েছে। কিন্তু বিজেপির কাছে কোনও ভিশন নেই। শুধু গালিগালাজ দিচ্ছে।' কেজরির বিরুদ্ধে বিজেপি পরবেশ বর্মাকে এবং কংগ্রেস সন্দীপ দীক্ষিতকে প্রার্থী করেছে।

২০১৫ থেকে নয়াদিল্লি আসনে জিতছেন আপ সুপ্রিমো। অপরদিকে জংপুরা আসনে এদিন মনোনয়ন জমা দেন দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া। ১৭ জানুয়ারি মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

গত বছর নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট কেজরি মামলায় বলেছিল, কোনও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়া আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনে বিচারপ্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না।

পদত্যাগী টিউলিপের পাশেই স্টারমার

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : দুর্নীতির অভিযোগের প্রেক্ষিতে মঙ্গলবার ব্রিটেনের সিটি মিনিস্টারের (ইকনমিক সেক্রেটারি টু দ্য ট্রেজারি অ্যান্ড সিটি মিনিস্টার) পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক। তিনি সম্পর্কে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বোনঝি। যদিও পদত্যাগী মন্ত্রীর পাশে খোলাখুলিভাবে দাঁড়িয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। মঙ্গলবার রাতেই টিউলিপকে লেখা চিঠিতে সহকর্মী মন্ত্রীকে ক্লিনচিট দিয়ে তিনি লেখেন,'আমাদের তদন্তে আপনার বিরুদ্ধে কোনও ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির প্রমাণ মেলেনি। আপনার পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে সম্মান করি বলে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছি। তবে আপনার জন্য মন্ত্রীসভার দরজা সবসময় খোলা রয়েছে।'

এদিকে টিউলিপের ইস্তফার পর অর্থমন্ত্রকের অর্থসচিব হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এমা রেনল্ডসকে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস টিউলিপের বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ আনেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমেও টিউলিপের

দুর্নীতি বিতর্ক

'দুর্নীতি' নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়। কিন্তু খাস স্টারমার সরকার অভিযুক্ত মন্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোয় এবং তাঁকে ক্লিনচিট দেওয়ায় অস্বস্তি বেড়েছে ইউনূস সরকারের।

স্টারমারকে লেখা পদত্যাগপত্রে টিউলিপ লেখেন, 'স্যর লরি ম্যাগনাস জানিয়েছেন, আমি মন্ত্রীত্বের নীতিমালা ভঙ্গ করিনি। আমার মালিকানাধীন বা ব্যবহৃত সম্পত্তি এবং আমার সম্পদের উৎস নিয়ে কোনও অনিয়মের প্রমাণ নেই।' তিনি এও লেখেন, 'আমি জানি, আমি নির্দোষ হলেও মন্ত্রিত্বে থাকা আমার ও সরকারের ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আমি সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

জবাবে টিউলিপের স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিয়ে স্টারমার লেখেন, 'স্বাধীন উপদেষ্টা স্যর লরি নিশ্চিত করেছেন, আপনার বিরুদ্ধে মন্ত্রিত্বের নীতিমালা ভঙ্গের কোনও প্রমাণ মেলেনি। তবে চলমান বিতর্ক ব্রিটেনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার কাজে বাধা হতে পারে। আপনার পদত্যাগের সিদ্ধান্তকে আমি সম্মান করি।' লেবার পার্টির নিবাহী পরিষদের সদস্য ড. নীরজ পাতিল বলেন, 'তদন্ত শেষে টিউলিপ আবার ফিরে আসবেন। তিনি শুধু ভালো সাংসদই নন, তাঁর সততা ও জনপ্রিয়তাও প্রশ্নাতীত।'

মাধ্যমিক ভূগোলের
সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

ছাত্রছাত্রীরা তোমাদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা 'মাধ্যমিক' একেবারে দোরগোড়ায় চলে এসেছে। আশা করি তোমাদের প্রস্তুতি খুব ভালো হয়েছে। তোমাদের সুবিধের জন্য আজ ভূগোল বিষয়ের ওপর ৩ ও ৫ নম্বরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হল। তোমরা পাঠ্যপুস্তক ভালো করে পড়ার পাশাপাশি এই প্রশ্নগুলোর ওপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারো।

হীরেন্দ্রনাথ সূত্রধর, *শিক্ষক*
ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয়
ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার

প্রথম অধ্যায় :- বহির্জাত প্রক্রিয়া ও তাদের দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ।

প্রশ্নের মান- ৫

১। নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

২। নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৩। হিমবাহের ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৪। হিমবাহের সঞ্চয়কার্যের ফলে গড়ে ওঠা তিনটি ভূমিরূপের সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৫। হিমবাহ ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে গড়ে ওঠা ভূমিরূপগুলির ব্যাখ্যা দাও।

৬। বায়ুর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলির সচিত্র ব্যাখ্যা দাও।

৭। বায়ু ও জলধারার মিলিত কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপের ব্যাখ্যা দাও।

প্রশ্নের মান -৩

১। গিরিখাত ও ক্যানিয়নের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২। জলপ্রপাতের পশ্চাৎ প্রসারণ বলতে কী বোঝো?

৩। সব নদীর মোহনায় ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয় না কেন ?

৪। রসে মোতানে এবং ড্রামলিনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

৫। নদী উপত্যকা এবং হিমবাহ উপত্যকার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৬। মরু অঞ্চলে বায়ুর কাজ বেশি দেখা যায় কেন?

৭। জিউগেন এবং ইয়ারদাঙের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৮। বার্খান ও সিফ বালিয়াড়ির মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৯। গ্রেট গ্রিন ওয়াল কী?

দ্বিতীয় অধ্যায় : বায়ুমণ্ডল

প্রশ্নের মান : ৫

১। উষ্ণতার তারতম্যের ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস করো।

২। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার তারতম্যের কারণগুলি লেখো।

৩। বায়ুর চাপের তারতম্যের কারণগুলি উল্লেখ করো।

৪। চিত্রসহ সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু সম্পর্কে আলোচনা করো।

৫। বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় বায়ুর ব্যাখ্যা দাও।

৬। জেট বায়ু কী? এর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

৭। ওজোন স্তরের গুরুত্ব এবং বিনাশের কারণ লেখো।

প্রশ্নের মান-৩

১। ওজোন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা কেন বলা হয়?

২। বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়ার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।

৩। এল নিনোর প্রভাব উল্লেখ করো।

৪। সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। ক্যাটাবেটিক এবং অ্যানাবেটিক বায়ুর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৬। মৌসুমিবায়ুকে স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ুর বৃহৎ সংস্করণ কেন বলা হয়?

৭। কুয়াশা ও ধোঁয়াশার মধ্যে পার্থক্য লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ-বারিমণ্ডল

প্রশ্নের মান- ৫

১। সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির কারণগুলি উল্লেখ করো।

২। চিত্রসহ জোয়ার-ভাটা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করো।

প্রশ্নের মান- ৩

১। সমুদ্র তরঙ্গ এবং সমুদ্র স্রোতের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

২। শৈবাল সাগর কী?

৩। ভরা কোটাল এবং মরা কোটালের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৪। দিনে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা কেন হয়?

৫। জোয়ার-ভাটার সুফল ও কুফলগুলি উল্লেখ করো।

চতুর্থ অধ্যায় :-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রশ্নের মান- ৩

১। প্রকৃতি অনুসারে বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ করো।

২। ই-বর্জ্য কী? পরিবেশে এর প্রভাব উল্লেখ করো।

৩। উৎস অনুযায়ী বর্জ্যের শ্রেণিবিভাগ করো।

৪। বিষহীন বর্জ্য এবং বিষাক্ত বর্জ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তিনটি পদ্ধতি উল্লেখ করো।

৬। 4R কী?

৭ ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বর্জ্যের প্রভাব লিখ।

পঞ্চম অধ্যায়:- ভারত

প্রশ্নের মান-৫

১। পশ্চিম হিমালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

২। প্রস্থ বরাবর হিমালয় পর্বতের শ্রেণিবিভাগ করে ব্যাখ্যা দাও।

৩। গাঙ্গেয় সমভূমি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো।

৪। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। ভারতের জলসেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করো।

৬। ভারতের জলবায়ুর মুখ্য নিয়ন্ত্রকগুলি উল্লেখ করো।

৭। ভারতের জলবায়ুর ওপর মৌসুমিবায়ুর প্রভাব আলোচনা করো।

৮। ভারতের দুই প্রকার মৃত্তিকা সম্পর্কে আলোচনা করো।

৯। মৃত্তিকা ক্ষয়ের পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করো।

১০। মৃত্তিকা ক্ষয় প্রতিরোধ ও সংরক্ষণের উপায়গুলি লেখো।

১১। অরণ্য সংরক্ষণের উপায়গুলি আলোচনা করো।

১২। ভারতের কৃষির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

১৩। গম চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৪। কার্পাস চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৫। চা চাষের অনুকূল পরিবেশ আলোচনা করো।

১৬। পঞ্জাব, হরিয়ানায় কৃষির উন্নতির কারণগুলি লেখো।

১৭। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে পেট্রোরসায়ন শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি লেখো।

১৮। পূর্ব ভারতে লৌহ ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রীভবনের কারণগুলি লেখো।

১৯। সাম্প্রতিককালে ভারতে অটোমোবাইল শিল্পের উন্নতির কারণগুলি লেখো।

২০। ভারতে অসম জনবণ্টনের কারণগুলি আলোচনা করো।

২১। ভারতে নগরায়ণের সমস্যাগুলি আলোচনা করো।

প্রশ্নের মান- ৩

১। টীকা লেখো -পূর্বাচল

২। দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ নদী পূর্ববাহিনী হলেও নর্মদা ও তাপ্তি পশ্চিমবাহিনী কেন হয়েছে?

৩। টীকা লিখ- DVC

৪। অতিরিক্ত জলসেচের বা ভৌমজল ব্যবহারের কুফল উল্লেখ করো।

৫। মৌসুমিবায়ুর ওপর জেট বায়ুর প্রভাব লেখো।

৬। সামাজিক বনসৃজন ও কৃষি বনসৃজনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৭। শিল্পের অবস্থানের ওপর কাঁচামালের প্রভাব উল্লেখ করো।

৮। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ভারতের উন্নতির কারণ লেখো।

৯। কাকে কেন ভারতের সিলিকন ভ্যালি বলা হয়?

১০। ভারতের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ লেখো।

১১। বাজারকেন্দ্রিক উদ্যান কৃষি কাকে বলে? এর শ্রেণিবিভাগ করো।

১২। পরিবহণ ও যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

ষষ্ঠ অধ্যায়:- উপগ্রহ চিত্র ও ভূবৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র

প্রশ্নের মান- ৩

১। উপগ্রহ চিত্র সংগ্রহের উপাদানগুলি উল্লেখ করো।

২। ভূসমলয় এবং সূর্য সমলয় উপগ্রহের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৩। উপগ্রহ চিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

৪। TCC এবং FCC-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো।

৫। দূর সংবেদন ব্যবস্থার সুবিধা এবং অসুবিধা উল্লেখ করো।

৬। উপগ্রহ চিত্রের ব্যবহারগুলি লেখো।

৭। ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের তিনটি গুরুত্ব উল্লেখ করো।

৮ ভূবৈচিত্র্য সূচক মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য লেখো।

৯। ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র এবং বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

প্রতিটি অধ্যায়ে স্পষ্ট ধারণা রেখো

টপার্স টিপস

২০২৪ মাধ্যমিকে কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র অনিদীপ সরকার ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় ছেলেদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। ভৌতবিজ্ঞানে প্রাপ্ত নম্বর ৯৬। বর্তমানে সে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল **অনিদীপ সরকার**।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, যারা ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছ, তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও তৎসহ অভিনন্দন।

আজ আমি আমার ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার প্রস্তুতি কীভাবে নিয়েছিলাম সেই অভিজ্ঞতা তোমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি যা তোমাদের পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সাহায্য করতে পারে। ভৌতবিজ্ঞান বিষয়টি পড়তে আমার ভালোই লাগত। এবার আসি দশম শ্রেণির ভৌতবিজ্ঞানে যে যে অধ্যায়গুলো রয়েছে যেমন- আলো, চলতড়িৎ, জৈব রসায়ন, চুম্বক ও তার ক্রিয়াকৌশল ইত্যাদি। এগুলি সম্পর্কে খুব খুঁটিয়ে পড়তে হবে। আমি এসব বিষয় যত্ন করে পড়েছিলাম এবং এগুলো থেকে পরীক্ষায় আগত সম্ভাব্য প্রশ্নগুলো প্র্যাকটিস করেছিলাম। সারাবছরের অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই এগুলো অধ্যয়ন করতে পেরেছিলাম। টেস্ট পরীক্ষায় মোটামুটি ভালোই ফল করেছিলাম। তবে পরিশ্রমের মাত্রা টেস্ট পরীক্ষার পরে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি মূলত দু-তিনটে পাঠ্যবই পড়তাম ভৌতবিজ্ঞানের জন্য। এছাড়া কিছু রেফারেন্স বইও অধ্যয়ন করতাম। রীতিমতো বাড়িতে বসে তিন ঘণ্টার আসল মাধ্যমিক পরীক্ষার মতোই প্র্যাকটিস করতাম।

এছাড়া আরেকটি কথা বলে রাখি, ভৌতবিজ্ঞানে ভালো ফলাফল পেতে হলে প্রতিটি অধ্যায়ের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। যেহেতু এটি একটি বিজ্ঞানের বিষয়, সুতরাং শুধু মুখস্থ করলে চলবে না।

আমি বিগত কয়েক বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সমাধান করে MCQ ও SAQ-এর উপর জোর দিয়েছিলাম। এছাড়াও বিভিন্ন টেস্ট পেপার ও প্রশ্নবিচিত্রা সমাধান করে অনেক অজানা প্রশ্নের সন্ধান করে সেগুলোকে এক আলাদা খাতায় লিখে পড়তাম। আলো, চলতড়িৎ- এই দুটো বিষয় থেকে বিভিন্নরকম numerical সমাধান করেছিলাম। জৈব রসায়ন অধ্যায় থেকে বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও বিক্রিয়াসমূহ খুঁটিয়ে পড়েছিলাম। পরীক্ষার খাতায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে লেখার চেষ্টা করতে হবে যাতে পরীক্ষকের খাতা দেখতে সুবিধা হয়। আমিও পরিষ্কার করে লিখে শেষ ঘণ্টা বাজার ১০ মিনিট আগেই পরীক্ষার লেখা শেষ করেছিলাম। ফলে আমি খাতা চেক করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিভিন্ন প্রশ্নে প্রয়োজন মতো ছবি বা Diagram পাশে ছোট বক্স করে অঙ্কন করেছিলাম এবং Marks Distribution ও Time Management -এর কথা মাথায় রেখে প্রতিটি প্রশ্নের To the Point উত্তর লিখেছিলাম।

অবশেষে আমি মনে করি, প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর পড়ার পদ্ধতি বা কৌশল ভিন্ন ভিন্ন হয়। আশা করি তোমরা এসব কৌশল অনুশীলন করলে তোমাদের পরীক্ষার ফল অবশ্যই ভালো হবে। সবাই ভালো করে পড়, প্রস্তুতি নাও। প্রত্যেকের জন্য অনেক শুভকামনা রইল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

ত্রয়োদশ অধ্যায় :
জৈব রসায়ন

প্রশ্নমান 2

1. কার্বন পরমাণুর ক্যাটিনেশন ধর্ম বলতে কী বোঝায়?

2. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ বলতে কী বোঝায়?

3. কার্যকরী মূলক কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ফেনলে উপস্থিত কার্যকরী মূলকের সংকেত লেখো।

4. সমগণীয় শ্রেণির যে কোনও দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

5. সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

6. গঠনগত সমাবয়বতা ও অবস্থানঘটিত সমাবয়বতার উদাহরণসহ সংজ্ঞা দাও।

7. কীভাবে রূপান্তরিত করবে? --- ইথিলিন থেকে অ্যাসিটিলিন।

8. সমাবয়বতা কাকে বলে? উদাহরণ দাও। LPG-এর প্রধান উপাদান কী?

9. তরল বা গ্যাসীয় ব্রোমিনের সঙ্গে অ্যাসিটিলিনের বিক্রিয়ায় কী ঘটে সমীকরণসহ লেখো।

10. Na দ্বারা ইথানল শুষ্ক করা যায় না কিন্তু ডাইমিথাইল ইথার শুষ্ক করা যায় কেন?

প্রশ্নমান 3

1. জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগের ধর্মের পার্থক্যগুলি লেখো।

2. কার্বনের চতুস্তলকীয় মডেল অনুসারে মিথেন অণুর গঠন ব্যাখ্যা করো।

3. মিথেনের শিল্প উৎস ও এর প্রধান ব্যবহার লেখো।

4. রেকটিফায়েড স্পিরিট বলতে কী বোঝো? দুটি জৈব ভঙ্গুর পলিমারের উদাহরণ দাও। জৈব ভঙ্গুর পলিমারের একটি ব্যবহার উল্লেখ করো।

5. মিথেনের সঙ্গে ক্লোরিনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার প্রথম ধাপ শর্ত সহ লেখো। টেফলনের মনোমারের নাম ও একটি ব্যবহার লেখো।

6. অ্যালকেন কাকে বলে? এর সাধারণ সংকেত লেখো। সরলতম অ্যালকেনের নাম লেখো।

7. এস্টারিফিকেশন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

8. ইথেনকে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কিন্তু ইথিলিনকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বলা হয় কেন?

9. CNG-এর শিল্প উৎস কী? জ্বালানিরূপে CNG ব্যবহারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করো।

10. ইথিলিনের পলিমারিজেশন বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? শর্ত সহ সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়ার সমীকরণটি উল্লেখ করো। LPG সিলিন্ডারে ব্যবহৃত দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থটির নাম লেখো।

উপরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো ছাড়াও জৈব রসায়ন অধ্যায়ের বিভিন্ন জৈব যৌগের IUPAC নামগুলো খুব ভালো মতো পড়ে নেবে। নীচে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসতে পারে এরকম কয়েকটি জৈব যৌগের IUPAC নামগুলো শিখে নেবে।

IUPAC নাম লেখো :

(i) CH_3COOH, (ii) $CH_3CH(OH)CH_3$, (iii) CH_3-CO-CH_3, (iv) CH_3CH_2CHO, (v) $CH_3CH_2CH_2OH$, (vi) CH_3CHO, (vii) CH_3-O-CH_3, (viii) $CH_3CH(Cl)CH_3$, (ix) $(CH_3)_3CCHO$, (x) $(CH_3)_3COH$

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়

হারিয়ে যাচ্ছে নদী! তোমার এলাকায় নদীর প্রবাহমানতা ঠিক রাখতে কীভাবে সবার চেষ্টা করা উচিত বলে তুমি মনে করো?

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।
৩০ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।
অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।
সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জীবনবিজ্ঞানে

পৌলমী সরকার, *শিক্ষক*
চকচকা উচ্চবিদ্যালয়, কোচবিহার

পূর্ব প্রকাশের পর

অধ্যায় ৪ : অভিব্যক্তি ও অভিযোজন-

১) তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব কীভাবে বিবর্তনের সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে কাজ করে- ব্যাখ্যা করো।(৫)

অথবা, উটের অতিরিক্ত জলক্ষয় সহন ক্ষমতার সঙ্গে এদের লোহিত রক্তকণিকার (RBC) বিশেষ চরিত্রটি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত? (৩)

২) খাদ্য সংগ্রহ ও রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিম্পাঞ্জিরা যেভাবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সমস্যা সমাধান করে তার উদাহরণ দাও। (৩)

ক্যাকটাসের তিনটি অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (৩)

৩) কোয়াসারভেট ও হট ডাইলিউট সুপ কী? (২) মাছের পটকার অভিযোজনগত গুরুত্ব বর্ণনা করো। (২)

৪) ডারউইনের মতবাদ অনুযায়ী অস্তিত্বের জন্য জীবন সংগ্রাম বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করো। (২)

৫) সমবৃত্তীয় অঙ্গ কী ধরনের বিবর্তনকে সমর্থন করে তা উদাহরণ সহ লেখো। (২)

৬) 'হৃদপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংখ্যার পরিবর্তন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অভিব্যক্তির পথ সুগম করেছে'- বক্তব্যটি যুক্তি সহ প্রমাণ করো (৫)

জীবনের রাসায়নিক উৎপত্তি সংক্রান্ত মিলার ও উরের পরীক্ষা থেকে আদিম পরিবেশ সম্পর্কে কী কী ধারণা পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ করো। (৫)

৭) সুন্দরী গাছের লবণ সহনের জন্য যে কোনও দুটি অভিযোজন উল্লেখ করো। (২)

৮) মানুষের দুটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গের নাম লেখো। জীবন্ত জীবাশ্ম কী? (১+১)

৯) শব্দচিত্রের সাহায্যে ঘোড়ার বিবর্তন বিবৃত করো। (৩)

১০) দুটি জীবের মধ্যে ভিন্নতাই হল প্রকরণ উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো। (২)

বিজ্ঞানী কার্ল ভন ফ্রিস কী জন্য বিখ্যাত?(১)

১১) যোগ্যতমের উদ্বর্তন কীভাবে ঘটেছে তার দুটি উদাহরণ দাও। (২)

১২) উটের পাকস্থলীর অভিযোজনগত গুরুত্ব কী? (২)

অধ্যায় ৫ : পরিবেশ ও তার সম্পদ এবং তাদের সংরক্ষণ-

১) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ইন সিটু ও এক্স সিটু সংরক্ষণের পার্থক্য লেখো : (১+১)

সংরক্ষণ স্থান, বিবর্তনের সম্ভাবনা।

২) কোনও একটি দেশে একাধিক হটস্পট আছে, কিন্তু অপর কোনও একটি দেশে একটিও হটস্পট নেই-- এর থেকে তুমি কী কী সিদ্ধান্তে আসতে পারো? (২)

৩) মিষ্টি জলের উৎসগুলি কীভাবে দূষিত হয় তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মতামত জানাও। (৩)

৪) বিরল প্রজাতিগুলি জিনগতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত-- এর অর্থ কী? (২)

৫) ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডারের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দুটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ প্রস্তাব করো। (২)

৬) 'জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অকল্পনীয়'- জীববৈচিত্র্যের গুরুত্বরূপে নিম্নলিখিত বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা করো-(১+১+১)

মাধ্যমিক ২০২৫

ড্রাগ ও ওষুধ প্রস্তুতিতে জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় জীববৈচিত্র্য, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে জীববৈচিত্র্য। জলের আবর্জনা কীভাবে জলাশয় ইউট্রিফিকেশন ঘটায়? (২)

৭) পপুলেশনের উপর একটি সমীক্ষা করে তার বৈশিষ্ট্য রূপে জন্মহার, মৃত্যুহার এবং পপুলেশন ঘনত্ব এরকম বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তা লিপিবদ্ধ করো।

বিপন্ন প্রজাতি কী? (১)

৮) প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যের মধ্যে পার্থক্য লেখো : (১+১)

নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা,
সংরক্ষিত জীবের প্রকৃতি।

৯) মানব জীবনের ওপর শব্দ দূষণের কুফলগুলি আলোচনা করো। অ্যালগাল ব্লুম কী? (৩+১)

১০) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ক্রায়ো সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো : (১+১)

বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি
বিপন্ন প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি

১১) প্রদত্ত উদাহরণগুলি কী ধরনের ইন সিটু সংরক্ষণ? (০.৫x৬)

a) পশ্চিমবঙ্গের গরুমারা b)অসমের মানস c) গুজরাটের গির d) মধ্যপ্রদেশের কানহা e) কর্ণাটকের বন্দিপুর f) পশ্চিমবঙ্গের বেথুয়াডহরি।

১২) লোমস চামড়া ও ঝালরের মতো সুন্দর লেজের লোভে চোরাশিকারের ফলে বিপন্ন হচ্ছে প্রাণীটি। এখানে যে প্রাণীটি সম্পর্কে বক্তব্যটি মনে হচ্ছে তার সংরক্ষণ সম্পর্কে নিজের মতামত দাও (৩)

পশ্চিমবঙ্গের কোথায় গন্ডার প্রকল্প রয়েছে? (১)

১৩) নাইট্রোজেন চক্রের ধাপসমূহ একটি পর্যায়চিত্রের সাহায্যে দেখাও। (৫)

১৪) বাঘের সংখ্যা বাড়াতে গেলে যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সহায়ক হতে পারে তার তালিকা তৈরি করো। (৩)

অথবা, কুমিরের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দুটি সংরক্ষণ সংক্রান্ত পদক্ষেপ লেখো। (৩) পরিবেশগত কী কী কারণে মানুষের ক্যানসার হতে পারে? (২)

১৫) দুটি ভেষজ উদ্ভিদ যাদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য হ্রাস পাচ্ছে অতি ব্যবহারের জন্য, তাদের নাম লেখো। (২)

PBR -এ কী কী তথ্য মজুত থাকে? (২)

১৬) 'বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ একটি বহুমুখী সংরক্ষণ ব্যবস্থা' -এর সপক্ষে যুক্তি দাও। (২)

১৭) অ্যাসিড বৃষ্টি কীভাবে জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতি করে তার সপক্ষে উদাহরণ দাও। SPM কী? (২+১)

১৮) তোমার আশপাশে জলের উৎসগুলি কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা তোমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংক্ষেপে বর্ণনা করো। (৩)

ওজোন গহ্বর বলতে কী বোঝো? (১)

১৯) প্রদত্ত ঘটনাগুলির সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে তা লেখো : (০.৫x৪)

a) হাঁপানি b) ক্যানসার c) চর্মরোগ d) বধিরতা

দূষণের সঙ্গে মাছ ও পাখির সংখ্যা হ্রাসের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো। (২)

২০) জলাভূমিকে প্রকৃতির বৃক্ক বলে কেন? (১)

প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা করো- (১x৩)

a/অরণ্য b/কৃষিজমি c/ জলাভূমি।

২১) নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাখ্যা দাও- অক্সোজিন ও মেটাস্ট্যাসিস। (১+১)

২২) 'পুকুর থেকে তোলা টাটকা মাছ কি দূষণের প্রভাবমুক্ত'- বক্তব্যটির সপক্ষে মতামত দাও। (২)

বন্যপ্রাণী আইন অনুসারে অভয়ারণ্যে যে যে কাজ নিষিদ্ধ তার যে কোনও চারটি তালিকাভুক্ত করো। (২)

সম্প্রীতির সঙ্গে উন্নয়নের বার্তা বইমেলায়

আম, আনারসের সামগ্রীর স্টল

মালদা, ১৫ জানুয়ারি : আলিজাকি আখতার, রুমি পাল বা তৃপ্তি সাহানি মালদা বইমেলায় শুধু বই দেখতে বা কিনতে আসেনি। পুরাতন মালদার গৌড় মহাবিদ্যালয়ের ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগের তৃতীয় সিমেস্টারের এই পড়ুয়ারা তাদের ইন্টার্নশিপের অংশ হিসেবে মালদার আম ও আনারস দিয়ে তৈরি করেছে প্রায় আটটি প্রোডাক্ট। অধ্যক্ষ আসীমকুমার সরকারের উৎসাহে নিজেদের বানানো সামগ্রী নিয়ে তাঁরা হাজির হয়েছেন মালদা বইমেলার স্টলে।

অধ্যক্ষের কথায়, 'শুধু পুঁথিগত পড়াশোনা নয় এই কাজগুলির মধ্যে দিয়ে পেশাগত জীবনে তাঁরা সাফল্য পাবে। তাই কলেজ তাঁদের এই উদ্যোগে পাশে আছে।'

বিভাগীয় প্রধান অর্পিতা বসু বলেন, 'ছোট আকারে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উৎসাহীরা স্টলে এসে আমাদের প্রোডাক্ট টেস্ট করে দেখতে পারেন। তারপর কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন।'

রক্ত সংগ্রহ করছেন ব্লাড সেন্টার কর্মীরা। - স্বরূপ সাহা

হস্তশিল্পের পসরা নিয়ে। - স্বরূপ সাহা

রেকর্ড রক্তদানের নজির

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ১৫ জানুয়ারি : রক্ত সংগ্রহে এবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল মালদা জেলা বইমেলায়। বিপুল পরিমাণ রক্তদান করা হয়েছে। ফলে জেলার ব্লাড সেন্টারে বহু রোগীর জন্য রক্ত সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। একধাপে ২৬১টি রক্ত ব্লাড সেন্টারে আসে। আর এদিকে ব্লাড সেন্টার কর্তৃপক্ষ কোনও পরিবর্তিত রক্তদাতা ছাড়াই সরকারি বেসরকারি হাসপাতালের সমস্ত রোগীদের প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করে।

মালদা ব্লাড সেন্টার মালদা জেলা ব্লাড সেন্টারের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মালদা জেলা হাসপাতালের রেগুলার থ্যালাসিমিয়া রক্তাল্পতাজনিত রোগীদের রক্ত দেওয়া হয়। তবে ইতিমধ্যে ৬০জন বেসরকারি হাসপাতালের রোগীদেরও দেওয়া হল। এ ধরনের রক্তদান শিবিরে প্রতিবারই আমরা উপকৃত হই, বইমেলায় এবারের মতো এত রক্তদান খুব কমই দেখা গিয়েছে। এই রক্তগুলো রোজকার ব্যবহারের পাশাপাশি জরুরিভিত্তিতেও রোগীদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।'

এক রোগীর স্ত্রী সুমিতা পাসোয়ান বলেন, 'আমার স্বামী গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। রক্তের অভাবে চিকিৎসা পিছিয়ে যাচ্ছিল। তবে আমাদের আজ ভাগ্য খুলেছে। মালদা বইমেলার রক্তদান শিবির থেকে রক্ত পাওয়া গেছে। সব রক্তদাতাদের ধন্যবাদ।'

আরেক এক রোগীর ছেলে অমর সাহার কথায়, 'তিনদিন থেকে আমার বাবা রক্ত সংকটে ভুগছে। নিজে ব্লাড দিয়েছি। আরও প্রয়োজন ছিল। পেলাম। বইমেলার আয়োজক ও রক্তদাতাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ।'

মালদা জেলা ব্লাড সেন্টারের কাউন্সিলার মালবিকা ঘোষের বক্তব্য, 'রেগুলার এই ধরনের শিবির হলে ভালো হয়।' এবারের রক্তদান শিবিরটি মালদা জেলার ব্লাড সেন্টারের জন্য একটি নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

প্রশ্নের মুখে প্রশাসনের ভূমিকা

ঘুরপথে অবাধে টোটোর রেজিস্ট্রেশন

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

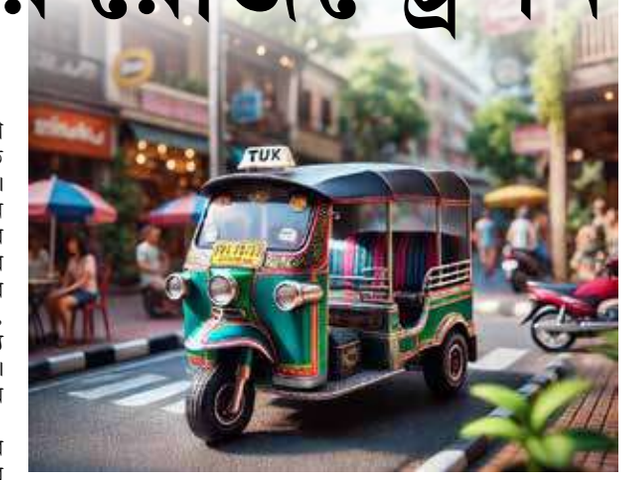

মালদা, ১৫ জানুয়ারি : মালদা শহরে অবৈধ টোটো চলাচলে মদত জোগাচ্ছে খোদ জেলা প্রশাসন। বুধবার সংবাদমাধ্যমের সামনে এমনই অভিযোগ তুলে সরব হলেন জেলা টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা। এদিন বৃন্দাবনী ময়দানের সামনে চালকরা অভিযোগ করেন, শহরে টোটো চালানোর জন্য ঘুরপথে রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। শহর সংলগ্ন পঞ্চায়েতগুলির নামে টোটোর কাগজ তৈরি হচ্ছে।

টোটোগুলি আখেরে শহরের বুকেই চলছে। গত এক বছরে চব্বিশশো টোটোর অনুমতি দিয়েছে জেলা পরিবহণ দপ্তর। সেই সঙ্গে রয়েছে তিনগুণ নম্বর প্লেটহীন টোটো। যেগুলি সিভিকের হাতে টাকা গুঁজে শহরে চলাচল করছে। আর ধরপাকড়ের নামে শহরের বৈধ টোটোচালকদের হয়রানি করা হচ্ছে। যদিও এনিয়ে পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিককে ফোনে ধরা হলেও কোনও মন্তব্য করেননি।

মালদা শহরে যানজট সৃষ্টির জন্য মাত্রাতিরিক্ত টোটো চলাচল অন্যতম প্রধান কারণ। দেড়শো বছরের পুরোনো মালদা শহরের পথঘাট কখনও বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে গড়ে তোলা হয়নি। শপিং মল আর বহুতলের ছড়াছড়ি হলেও এই শহরের রাস্তাঘাট অনেকটাই ঘিঞ্জি। এই অপ্রশস্ত রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ হাজার টোটো চলাচল করে। যার ফলে শহরে বাড়ছে যানজট।

টোটোযন্ত্রণা থেকে শহরবাসীকে রেহাই দিতে গত বছর উদ্যোগী হয়েছিল মালদা জেলা প্রশাসন। পুরসভা, ট্রাফিক পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তর একযোগে যানজট রুখতে একগুচ্ছ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, গ্রামাঞ্চলের টোটো শহরের ঢুকতে দেওয়া হবে না। শহরে প্রবেশের ৬টি পয়েন্টে নাকা বসানো হয়। নম্বর প্লেটহীন টোটোগুলিকে ধরপাকড় করা হবে এবং জরিমানা ৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১২ হাজার টাকা করা হবে। শহরে চলাচলের জন্য আর নতুন করে টোটো চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে। এই নির্দেশিকা চালু হওয়ার পর থেকে সমস্যা কিছুটা কমে। তবে টোটো নিয়ে প্রশাসনিক মনোভাব শিথিল হতেই মালদা শহরের পরিস্থিতি ফের আগের মতোই।

টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক মুকুল কর্মকার এদিন সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'গ্রামের টোটো গ্রামে এবং শহরের টোটো শহরে চলবে। জেলা প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছিল, শহরে অনুমোদন প্রাপ্ত টোটোর সংখ্যা ৪০০০। এই সংখ্যার কোনও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মঙ্গলবাড়ি আর কাজিগ্রামে টোটো কারখানা থেকে প্রচুর টোটো তৈরি হচ্ছে। এই টোটোগুলি গ্রাম আর শহরের মানুষেরা কিনে চলেছে। তাঁদের পঞ্চায়েত এলাকার নামে পরিবহণ দপ্তর অনুমোদন দিচ্ছে। এই সব টোটো শহরের বুকেই চলছে। আমরা প্রশাসনিক এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে খুব দ্রুত আন্দোলনে নামতে চলেছি।'

গোডাউনে অগ্নিকাণ্ড

পুরাতন মালদা, ১৫ জানুয়ারি : অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কয়েক হাজার টাকার পাট পুড়ে ছাই। মঙ্গলবার রাতে পুরাতন মালদা শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড বালিয়া নবাবগঞ্জ এলাকায় মজুত থাকা একটি পাটের গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। ওই গোডাউনে প্রায় ৭০ কুইন্টাল পাট মজুত করা ছিল বলে গোডাউন মালিক জানিয়েছেন। দমকলকর্মীরা জানিয়েছেন, 'শর্টসার্কিট থেকেই ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে।'

প্রত্যক্ষদর্শী শৈবাল সরকার বলেন, 'রাত দশটা নাগাদ গোডাউনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গিয়েছিল। পরে দমকলকর্মীরা এসে আগুন নিভিয়েছে।'

গোডাউনের মালিক অমর সাহা জানান, 'আগুন লাগার আধ ঘণ্টার মধ্যেই দমকল ঢুকে গিয়েছিল। যে কারণে পাট অনেকটাই রক্ষা করতে পেরেছি।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ মালদা মেডিকেল কলেজ

এ পজিটিভ	–	১৫
এ নেগেটিভ	–	৪
বি পজিটিভ	–	১৮
বি নেগেটিভ	–	১
এবি পজিটিভ	–	১২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	২৬
ও নেগেটিভ	–	২

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ রায়গঞ্জ মেডিকেল

এ পজিটিভ	–	০
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

■ বালুরঘাট হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১৪
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২১
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

মাছি তাড়াচ্ছেন বই বিক্রেতারা

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : ছাত্র সপ্তাহ পালন থেকে শুরু করে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে নতুন শিক্ষাবর্ষের পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। এই সময় কোথায় বইয়ের দোকানে পড়ুয়াদের ভিড় থাকবে। নতুন বইয়ের গন্ধ থেকে শুরু করে সিলেবাসের বই নেড়েচেড়ে দেখতে ভিড় জমাবে পড়ুয়ারা, কিন্তু সেসব আজ অতীত। রায়গঞ্জের বইয়ের দোকানগুলি একরকম মাছি তাড়াচ্ছে। নেই কেনাকাটার তেমন ভিড়। সরকারি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিনামূল্যে বই পাওয়ায় বইয়ের চাহিদা কমলেও নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদেরও পাঠ্যবইয়ে আগ্রহ কমে গিয়েছে।

লিটু চৌধুরী নামে এক বই বিক্রেতা বলেন, 'অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত রাজ্য সরকার বই সরবরাহ করে। তাই অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত বই কেনার বিষয়ে আগ্রহী নয়। কিন্তু নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারাও এখন বই কিনতে উৎসাহ দেখাচ্ছে না।'

রায়গঞ্জের একটি বইয়ের শপিং মলের মালিক রঞ্জন সরকার জানান, 'করোনার আগে শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলেও বই কিনত। এখন সেই প্রবণতা একেবারে কমে গেছে। পড়ুয়ারা এখন আর দোকানে আসতে চায় না।'

রায়গঞ্জ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি জানান, 'এটি একটি গুরুতর সমস্যা। বইয়ের ওপর নির্ভর করে আছে বহু মানুষ। সরকারের সিদ্ধান্তে বহু ছোট পাবলিশার্স বন্ধ হয়ে গেছে। বই না দিয়ে টাকা দিলে বহু সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থান হয়।'

অন্যদিকে, প্রবীণ শিক্ষক অমিত সরকার বই বিক্রির এই মন্দার কারণ হিসেবে স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা এখন পড়ার জন্য বইয়ের বদলে মোবাইলের উপর নির্ভর করছে। ফলে বইয়ের চাহিদা দিন-দিন কমছে। অনেক ছেলেই আবার অষ্টম শ্রেণি পার করার পর পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে।'

বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সামাজিক কাঠামোতে বিপর্যয় নেমে আসবে। এদিন প্রশাসন এবং অভিভাবকদের এই বিষয়ে সচেতন হওয়ার বার্তা দেন।

মাঠমুখী করার বার্তা বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : বালুরঘাট টাউন ক্লাবের ১২৫তম বর্ষে যুবসমাজ ও শিশুদের মাঠমুখী করার বার্তা। বুধবার বিকেলে ক্লাবের ১২৫তম বর্ষের উৎযাপন উপলক্ষ্যে পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, ডান্ডিয়া নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে ক্লাব। কাতারের বিশ্বকাপে ফিফার তরফে অংশ নেওয়া ফুটবলার সহ একাধিক বিশিষ্ট খেলোয়াড় উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি, ক্লাবের নিজস্ব ময়দানে সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এক সময় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাত ধরে শুরু করা এই ক্লাবের অনুষ্ঠানকে ঘিরে এদিন সকলের মধ্যে উন্মাদনা চরমে ছিল।

এখন শিশু থেকে শুরু করে যুবসমাজ মোবাইলে মুখ লুকিয়েছে। তাদের আবার আগের মতোই মাঠে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইছে বালুরঘাট ক্লাব। ক্লাবের সম্পাদক কৌশিক সরকার জানান, 'ক্লাবের তরফে বছরভর একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনটি পর্যায়ে বছরভর অনুষ্ঠিত হবে ক্রীড়াকেন্দ্রিক নানা কর্মসূচি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বছরভর এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে। মাঠবিমুখ শিশু ও তরুণ সমাজকে আবার মাঠমুখী করে তুলতে আমরা পদক্ষেপ করছি।'

লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে...। *বুধবার মালদা বইমেলায়। - অরিন্দম বাগ*

ফের পুলিশ হেপাজত খুনে অভিযুক্ত গনির

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৫ জানুয়ারি : বাবলা সরকার খুন কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত মহম্মদ আবদুল গনিকে জেল থেকে ফের নিজেদের হেপাজতে নিল পুলিশ। বুধবার গনিকে মালদা জেলা আদালতের সিজেএম এজলাসে তোলা হয়। এপিপি দেবজ্যোতি পাল জানিয়েছেন, 'পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ-এর পর জানতে পেরেছে খুনে ব্যবহৃত একটি আগ্নেয়াস্ত্র গনির কাছে রয়েছে। সেটা উদ্ধারের জন্যই তাকে পুনরায় দু'দিনের জন্য পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।'

পুলিশ হেপাজতে গনি। - সংবাদচিত্র

দেবজ্যোতি জানান, বাবলা সরকার খুনে ব্যবহার করা হয়েছিল পাঁচটি আগ্নেয়াস্ত্র। যার মধ্যে এখনও পর্যন্ত তিনটি উদ্ধার হয়েছে। বাকি দুটির মধ্যে একটি রয়েছে আবদুল গনির হেপাজতে। অন্যটি রয়েছে পলাতকদের কারও একজনের কাছে।

এদিকে বাবলা সরকার খুনের তদন্ত দ্রুত শেষ করতে জেলা পুলিশ স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) গঠন করেছে। এপিপি দেবজ্যোতি পাল জানিয়েছেন, 'জেলার ১০ জন বিশেষজ্ঞ পুলিশ অফিসার রয়েছেন ওই কমিটিতে। রয়েছেন বিভিন্ন থানার আইসি, ইনস্পেকটর, সাব-ইনস্পেকটররা।'

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর স্টেশন

পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন ডিআরএম

স্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম। বুধবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

রূপক সরকার ও জয়ন্ত সরকার

বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ১৫ জানুয়ারি : বালুরঘাট স্টেশনে নেই লোকো পাইলটদের রেস্টরুম। নেই ওয়াশরুম, কর্মীদের কোয়ার্টার সহ অন্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এবার বালুরঘাট স্টেশনে এইসব কাজ করতে চলেছে রেল কর্তৃপক্ষ। আগামী কয়েকমাসে এই কাজ সম্পন্ন করবে রেল। বালুরঘাট রেলস্টেশন অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায় আনা হয়েছে এবং নতুন করে স্টেশন সৌন্দর্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। সেখানেই একাধিক কাজ হবে। সিক লাইনের কাজ প্রায় শেষ। নতুন ট্রেন চালানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে কাটিহার ডিভিশন। রেল বোর্ডের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলে পরে রেল চালানো হবে বলেই সাংবাদিকদের মুখে জানিয়েছেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার।

বালুরঘাট স্টেশনে একাধিক উন্নয়নমূলক কর্মযজ্ঞ চলছে। বালুরঘাট স্টেশন অমৃত ভারতের আওতায় এসেছে। স্টেশনের বাইরের অংশ ভেঙে নতুন করে করা হচ্ছে। সেই সব কাজ খতিয়ে দেখতে বুধবার বিকেলে বালুরঘাট স্টেশন পরিদর্শনে আসেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার। ডিআরএমের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বালুরঘাট রেলস্টেশন চত্বরেই নতুন করে হবে লোকো পাইলট রেস্টরুম এবং ওয়াশিং প্ল্যান্ট। সেই কাজের জায়গাগুলি পরিদর্শন করলেন ডিআরএম।

> গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে এই মুহূর্তে একাধিক নির্মাণকাজ চলছে। সেই কাজের তদারকি করতেই আজকের এই পরিদর্শন। খুব দ্রুত রেলস্টেশনের লিংক রোডের কাজ শেষ হবে। বাকি নির্মীয়মাণ কাজগুলো দুই তিন মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।
>
> **সুরেন্দ্র কুমার**
> ডিআরএম, কাটিহার ডিভিশন

কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার বলেন, 'বালুরঘাট রেলস্টেশনে লোকো পাইলটদের রানিং রুম, স্টাফদের রুম, ওয়াশিং প্ল্যান্ট সহ একাধিক কাজ হতে চলেছে। অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ আগামী ৪-৫ মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। আমরা নতুন ট্রেন চালানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। বেঙ্গালুরু এবং গুয়াহাটি ট্রেন নিয়ে রেলওয়ে বোর্ডের তরফে আলোচনা চলছে। এছাড়াও, বালুরঘাট থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। দ্রুত কাজ শুরু হবে। সিক লাইনের কাজও প্রায় শেষ হয়েছে। স্টেশনে ডিসপ্লে বোর্ড ও কোচ ইন্ডিকেটর বোর্ড লাগানো হয়েছে।'

পাশাপাশি, গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনের একাধিক নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখতে বুধবার পরিদর্শনে এলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার।

গঙ্গারামপুর রেলস্টেশনে এই মুহূর্তে দ্বিতীয় প্ল্যাটফর্ম ও ফুট ওভারব্রিজের নির্মাণকাজ চলছে। সম্প্রতি শুরু হয়েছে স্টেশনের লিংক রোডের সম্প্রসারণের কাজ ও পুনর্ভবা নদীর উপর নির্মিত ফুটব্রিজের পশ্চিম প্রান্তের অ্যাপ্রোচ রোডের কাজ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমারের কাছে পুনর্ভবা নদীর উপরে আরও একটি ফুটব্রিজের দাবি তুলেছেন গঙ্গারামপুর রেল উন্নয়ন কমিটি। রেল সেতুর দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে নতুন এই ব্রিজের দাবি জানানো হয়েছে।

নির্ভেজাল পণ্য তৈরির উদ্যোগ

বুনিয়াদপুর, ১৫ জানুয়ারি : বুনিয়াদপুর শহরের স্বনির্ভর গোষ্ঠী স্বর্ণময় রাজবংশী কৃষি উদ্যোগের তৈরি প্রাকৃতিক এবং নির্ভেজাল খাদ্যসামগ্রী সুনাম অর্জন করতে চলেছে। বুনিয়াদপুরের বড়াইলের প্রায় ২০০ জন মহিলা এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের খাদ্যসামগ্রী সম্পূর্ণ বাজারজাত করতে প্রযুক্তিগতভাবে সাহায্য করছে কলকাতার 'ইনস্টিটিউট অফ ন্যাচারাল সায়েন্সেস অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েড টেকনলজি।' উৎপাদিত সামগ্রীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঢেঁকি ছাঁটা চাল, ঘানিতে তৈরি সর্ষের তেল, নলেন এবং পাটালি গুড়, পাঁপড়, মাষকলাইয়ের বড়ি, আচার, ডাল এবং মধু।

সংগঠনের সম্পাদক রবি সরকার বলেন, 'আমাদের উৎপাদিত সামগ্রী সম্পূর্ণ খাঁটি এবং দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি। আমাদের গোষ্ঠীর মহিলারা এইসব খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে ধোকরাও তৈরি করছেন। স্থানীয় বাজার ছাড়াও কলকাতাতেও রপ্তানি হচ্ছে। পরবর্তীতে টমেটোর সস এবং সুন্দরবনের মধুও বোতলজাত করে বিক্রি করার চিন্তাভাবনা হচ্ছে।'

কম্বল বিলি

কালিয়াগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : 'বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন'-এর ১০৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে কালিয়াগঞ্জ জোনের তরফে সোমবার দুঃস্থদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কম্বল। সোমবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জ শহরের তারাবাজার সংলগ্ন সংগঠনের নিজস্ব অফিস থেকে বিলি করা হয় কম্বল। ছিলেন পুরপ্রধান রামনিবাস সাহা, সংগঠনের কালিয়াগঞ্জ জোনের সম্পাদক নরেশ সাহা প্রমুখ।

হারানো/প্রাপ্তি

গত ইংরেজি ৯/১/২০২৫ তারিখে সামসী বাজারে ব্যাগসহ আমার কাছ থেকে আমার জমির 18753/2020 নম্বর দলিলটি হারিয়ে যায়। কেউ পেয়ে থাকলে এই মোবাইল 9733282841 নম্বরে সন্ধান দিলে খুব উপকৃত হতাম। সঞ্জয় সাহা, গ্রাম ও পোস্ট অফিস- সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা- মালদা। (M- 112656)

অ্যাফিডেভিট

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁচল মালদা কোর্টের সম্মুখে অ্যাফিডেভিট বলে 14/01/2025 তারিখে ঘোষণা করেছি যে, আমার পিতা Abdul Gafur Mian (সঠিক নাম, অ্যাডমিট কার্ডবোর্ড WBBME, রোল - MAL (3), নং – 66 তে উল্লেখিত) ও Mohammad Gafur Ali Mia (ভুলবশতঃ জমির দলিল নং 13160/16.07.75 তে উল্লেখিত) একই ব্যক্তি। - Mst Rulekha Khatun, পিতা- Abdul Gafur Mian, ঠিকানা- গ্রাম + পোস্ট + থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা। (M- ED)

●

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁচল মালদা কোর্টের সম্মুখে অ্যাফিডেভিট বলে 14/01/2025 তারিখে ঘোষণা করেছি যে, Mst Rulekha Khatun (সঠিক নাম, আধার কার্ড নং- 7778 5011 0848 তে উল্লেখিত) ও Rulekha Khatun (ভুলবশতঃ স্বামীর Abdul Wahab পাসপোর্ট নং M5968977 তে উল্লেখিত) একই ব্যক্তি। - Mst Rulekha Khatun, স্বামী- Abdul Wahab, ঠিকানা- গ্রাম + পোস্ট + থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা। (M-ED)

●

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, চাঁচল মালদা কোর্টের সম্মুখে অ্যাফিডেভিট বলে 14/01/2025 তারিখে ঘোষণা করেছি যে, Abdul Wahab (সঠিক নাম, আধার কার্ড নং – 7552 8285 6332 তে উল্লেখিত) ও Majed Ali (জায়গার পর্চা সাহাপুর মৌজা J.L. No.- 138, খতিয়ান নং- 2338 তে উল্লেখিত) একই ব্যক্তি। - Abdul Wahab, পিতা- Abdul Majed, ঠিকানা- গ্রাম + পোস্ট + থানা-হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা।

(M-ED)

রবীন্দ্র ভবন আছে, নেই রবীন্দ্রনাথের মূর্তি

রাজু হালদার

গঙ্গারামপুর, ১৫ জানুয়ারি : শহরে সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম পীঠস্থান রবীন্দ্র ভবন। ভবনটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হলেও ভবনে নেই তাঁর মূর্তি। এমনকি গঙ্গারামপুর শহর চষে বেড়ালেও খুঁজে পাওয়া যাবে না সকলের প্রিয় এই কবিকে। ২৫ বৈশাখ কিংবা ২২শে শ্রাবণ উদযাপনে সমস্যায় পড়তে হয় রবীন্দ্র অনুরাগী সহ সাংস্কৃতিক কর্মীদের। গঙ্গারামপুরের রবীন্দ্র ভবনে কবিগুরুর পূর্ণাঙ্গ মূর্তি স্থাপনের দাবিতে সরব হলেন সুশীল সমাজ।

সাহিত্যিক নবকুমার পাল জানান, 'শহরে দীর্ঘদিন আগে বহু টাকা খরচ করে রবীন্দ্র ভবন তৈরি করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় নামে রবীন্দ্র ভবন হলেও সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসানো হয়নি। এমনকি গঙ্গারামপুর শহরে কোথাও রবীন্দ্রমূর্তি নেই। ফলে তাঁর জন্মজয়ন্তী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে সমস্যায় পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথের মূর্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করুক।'

সাংস্কৃতিক কর্মী স্বাধীন মল্লিক জানান, 'রবীন্দ্র ভবনে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসালে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সার্থকতা আসবে। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী কিংবা ২২শে শ্রাবণ আমরা উদযাপন করতে পারব। রবীন্দ্র ভবনে রবীন্দ্রমূর্তি স্থাপনের জন্য প্রশাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।'

চিত্রশিল্পী অভিজিৎ সরকার জানান, 'গঙ্গারামপুর শহরে মনীষীদের মূর্তি এবং ভাস্কর্য প্রায় নেই বললেই চলে। মূর্তি ও ভাস্কর্যে শহরকে সাজানো যেতেই পারে। আর রবীন্দ্র ভবনে বাঙালির প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসানো উচিত। এরফলে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সার্থকতার পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্যায়ন বৃদ্ধি পাবে।'

আগামীদিনে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন গঙ্গারামপুর পুরকর্তৃপক্ষ।

রবীন্দ্র ভবন। গঙ্গারামপুরে বুধবার তোলা সংবাদচিত্র।

> রবীন্দ্র ভবনে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি বসালে প্রতিষ্ঠানের নামকরণের সার্থকতা আসবে।
>
> **স্বাধীন মল্লিক**, সংস্কৃতি কর্মী

সংখ্যালঘু বিত্ত নিগমের দায়িত্বে মোশারফ

ইটাহার, ১৫ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারপার্সন নিযুক্ত হলেন ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন।

এতদিন ওই পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম। তাঁকে সরিয়েই নিগমের নতুন চেয়ারপার্সন করা হল তৃণমূল বিধায়ক মোশারফ হুসেনকে।

বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর গুডবুকে নাম লিখিয়েছিলেন মোশারফ। দলনেত্রীও ভরসা রেখে তাঁকে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি করেন। এতদিন সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের সাধারণ সদস্য ছিলেন মোশারফ হুসেন। এবার সেই মোশারফকেই আরও গুরুদায়িত্ব দিয়ে নিগমের চেয়ারপার্সনের পদে বসিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

নতুন পদ ও দায়িত্ব পেয়ে এদিন মোশারফ হুসেন বলেন, 'আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংখ্যালঘুদের জন্য রাজ্য সরকারের অনেক উন্নয়নমূলক প্রকল্প চালু আছে। তিনি আমার উপর আস্থা রেখে একটা নতুন দায়িত্ব দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শ নিয়ে সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে আরও কী কী কাজ করা যায় তা এলাকায় ঘুরে ঘুরে ভেবে দেখব। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে সংখ্যালঘু সাধারণ মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাজ করে এই সমাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

হেমতাবাদে টোটোর দাপাদাপি

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : শহরজুড়ে শুধু টোটোর দাপাদাপি। আর তাতে সাধারণ মানুষের পথচলা দায়। যেখানে-সেখানে সারি সারি টোটোর লাইন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে রাস্তা পারাপার করছেন পথচারীরা। উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ ব্লকের মূল রাজ্য সড়কে এমনই দৃশ্য। মৌমাছির ঝাঁকের মতো এদিকে-সেদিকে অবাধে ছুটে বেড়াচ্ছে টোটো। প্রতিনিয়ত ঘটছে টোটোর দুর্ঘটনা। কখনও সাইকেলের সঙ্গে, আবার কখনও মোটরবাইকের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। টোটো নিয়ন্ত্রণে হেমতাবাদ থানার পুলিশ থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসন একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেও সবকিছুই বিফলে গিয়েছে।

হেমতাবাদ শহরের মধ্যে প্রায় ১২০০টি টোটো চলে। তার মধ্যে ৫০০টি টোটো শহর এলাকার। বাকি টোটো হেমতাবাদের বিভিন্ন গ্রামের। গ্রাম্য এলাকায় তেমন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। টোটো চালিয়ে অর্থ উপার্জন করার পরেই গ্রাম্য এলাকার টোটোচালকদের সংসার চলে।

টোটোচালক রাজেশ বিশ্বাস বলেন, 'প্রশাসনের তরফে টোটো না নিয়ন্ত্রণ করার ফলেই আজ শহরের যানজট বেড়েছে। অনেক টোটোকে নম্বর প্লেট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। গ্রামাঞ্চলের টোটোগুলি শহরে অবাধে প্রবেশ করছে। প্রশাসন সেগুলিকে আটকাতে পারছে না।'

জায়গা নেই

প্রথম পাতার পর

সময়েও এর ব্যতিক্রম হবে না। কোনও অপরাধের সঙ্গে কেউ যদি যুক্ত থাকেন, পুলিশ প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেই। কাউকেই রেয়াত করা হবে না। তৃণমূলের একজন বুথস্তরের কর্মীকে যেমন শৃঙ্খলা মানতে হবে, তেমনই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবেও আমাকে সেই শৃঙ্খলা মানতে হবে। আর নিজেকে কেউকেটা ভাবলে তাঁর জায়গা নেই। মানুষ আমাদের নির্বাচিত করেছেন। মানুষের কাজ করতে গিয়ে যদি কেউ নিজেকে কেউকেটা ভাবেন, তাঁদের জন্য তৃণমূলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের সকলকে বিনয়ী হতে হবে। নম্র হতে হবে। যাঁরা ভাবছেন মৌরসিপাট্টা করে দল চালাব, তাঁদের কপালে বিপদ আছে। এই একই ভুল সিপিএম করত। এই একই ভুল বিজেপি অন্য রাজ্যে করছে। আমাদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য রয়েছে। আমরা মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ।'

ফের পিছোল

প্রথম পাতার পর

ঠিক হলে যোগ্য-অযোগ্যদের নিয়ে বিতর্ক এই পর্যায়ে যেতই না। সংশ্লিষ্ট বিচারপতি রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিমত থাকতে পারে, কিন্তু তার ভিত্তিতে রায়দান অনুচিত।' আইনজীবীর ইঙ্গিত কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপির বর্তমান সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

বিভিন্ন পক্ষের সওয়াল-জবাবের পর প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ ফের জানিয়েছে, যোগ্য ও অযোগ্যদের আলাদা করা সম্ভব না হলে পুরো প্যানেল বাতিল করা ছাড়া আদালতের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা থাকবে না। সেক্ষেত্রে চাকরি হারাবেন ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী।

প্রতিমার কাজ প্রায় শেষের দিকে। বুধবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

গৌড়বঙ্গের দুই জেলায় মাদক কারবারিদের দৌরাত্ম্য

লোকেশন ট্র্যাক করে গ্রেপ্তার মূল পান্ডা

কুমারগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : মোবাইল লোকেশনের সন্ধান। আর তাতেই কেল্লা ফতে। গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশে পাচারের আগে কুমারগঞ্জ থানা এলাকায় মোট ১৩৯২ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ আটক করেছিল কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় ফেরার মূল অভিযুক্ত অবশেষে মালদার হোটেল থেকে পাকড়াও হয়।

গত বছরের শেষের দিকে ওই ঘটনায় তখন এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কিন্তু মূল অভিযুক্ত এতদিন ফেরার ছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এর আগে কয়েকবার চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেনি। গত প্রায় আড়াই সপ্তাহ ধরে অপরাধীর মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছিল কুমারগঞ্জ থানা। ঘটনার পর মূল অভিযুক্ত নিজের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ জানতে পারে। তাকে ধরার জন্য একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় চেষ্টা করেও পুলিশ কোনও সন্ধান পায়নি। বাড়িতেও বেশ কয়েকবার তল্লাশি চালানো হয়।

কিন্তু মূল অভিযুক্ত দিনের পর দিন বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়ানোয় পুলিশ তাকে ধরতে পারছিল না। মঙ্গলবার একসময় মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ মূল অভিযুক্তের গতিবিধি জানতে পারে এবং মালদা শহরে রয়েছে বলে নিশ্চিত হয়। এরপর ইংরেজবাজার থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সহযোগিতায় মঙ্গলবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ চক্রের পান্ডাকে। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মাহাবুর মণ্ডল। বাড়ি কুমারগঞ্জ থানার চকগোপাল গ্রামে।

কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার এ বিষয়ে বলেন, 'গত ২৭ ডিসেম্বর মূল অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছিল। এতদিন বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানোর পর বুধবার রাতে মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে মালদা শহরের একটি হোটেল থেকে মুল অভিযুক্ত মাহাবুর মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। ধৃতকে পুলিশে হেপাজতে নিয়ে এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করা হবে। নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ কোথা থেকে আসে, কারা এর সঙ্গে জড়িত এবং কীভাবে বাংলাদেশে তা পাচার করা হয় ইত্যাদি উদ্ধার করার চেষ্টা করা হবে।' নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ পাচারের করিডরে পরিণত হয়েছে কুমারগঞ্জ থানা এলাকা সহ দক্ষিণ দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চল। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্টেশনে ৯০০ বোতল কাফ সিরাপ উদ্ধার

মালদা, ১৫ জানুয়ারি : মালদা টাউন স্টেশনে ব্যাগ হাতে ঘোরাফেরা করছিল তিন ব্যক্তি। দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকদের। তল্লাশি শুরু হতেই ৯০০ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ আটক করে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করল মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃত তিনজনই বিহারের বাসিন্দা। ধৃতরা এই পাচারচক্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে জড়িত বলে অনুমান জিআরপি থানার পুলিশের। ধৃতদের আজ মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তথ্যের ভিত্তিতে মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ ওঁত পেতে থাকে। স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনকভাবে তিনজনকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আটক করেন পুলিশকর্মীরা। পাঁচটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় ৯০০ বোতল কাফ সিরাপ। গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে। ধৃতদের নাম রামসাগর যাদব, আনন্দশংকর শর্মা ও শম্ভু সাহানি।

মালদা টাউন জিআরপি থানার আইসি প্রশান্ত রায় জানান, উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য ২ লক্ষ টাকা। গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে। ধৃত তিনজনেরই বাড়ি বিহারে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, ধৃতরা উদ্ধার হওয়া কাফ সিরাপ নিয়ে বালুরঘাট হয়ে হিলি সীমান্তে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল।

প্রশ্ন করায় সাংবাদিককে ধমক, হুমকি

পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট পেশ উপলক্ষ্যে মহাভোজ

আজাদ

মানিকচক, ১৫ জানুয়ারি : পেশ হবে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ণাঙ্গ বাজেট। আর সেই আনন্দে মহাভোজের ব্যবস্থা। সেটা আবার সরকারি টাকায়। বুধবার মানিকচক বিডিও অফিসে উৎসবের মেজাজ। সবার মেজাজ ছিল একেবারে রাজার মতো। আমন্ত্রিত প্রায় ৩০০ জনেরও বেশি।

খাওয়া হবে বলে তৈরি করা হয় প্যান্ডেল। মেনুতে কী ছিল না, সেটা বলা সব থেকে সহজ। পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের সদস্য, সরকারি কর্মচারী এবং শাসকদলের তাবড় তাবড় নেতা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা কবজি ডুবিয়ে খেলেন।

সরকারি টাকায় মহাভোজের আয়োজনের কথা অকপটে স্বীকার করে নেন খোদ মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মণ্ডল। সরকারি টাকায় ভোজের আয়োজন করা যায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন। চোখ রাঙিয়ে, আঙুল তুলে সাংবাদিককে হুমকি দেন। ক্যামেরা বন্ধ করার জন্য চিত্র সাংবাদিককে রীতিমতো ধমক দেন। এই মহাভোজ বিষয় নিয়ে চরম কটাক্ষ করেছে বাম ও বিজেপি।

আমন্ত্রিত প্রায় ৩০০ জনেরও বেশি। ভোজ এবং উপহারের খরচ বাবদ আনুমানিক চার লক্ষ টাকা পঞ্চায়েত সমিতিগতভাবে ধরা হয়েছে। এমনই দাবি মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা উজ্জ্বল মণ্ডলের। শুধু ভোজ নয়, পূর্ণাঙ্গ বাজেট পাস হয়ে যাওয়ার খুশিতে সকলকে ডায়েরি, পেন, ব্যাগ ও উপহার দেওয়া হয়।

> ভাবা যায়! বাজেট পেশের দিন সরকারি টাকায় ভোজের আয়োজন? কীভাবে সরকারি টাকা লুঠপাট চলছে এটা একটি উদাহরণ মাত্র।
>
> **দেবজ্যোতি সিনহা**
> জেলা নেতা, সিপিএম

সরকারি টাকা এভাবে খরচ করা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রায় নির্লিপ্তভাবে বলেন, 'প্রতি বছরই পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশের দিন সরকারি টাকায় ভোজ করার রীতি আছে। সেই রীতি মেনেই এই আয়োজন।' সরকারি টাকায় ভোজের আয়োজন করা যায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি মেজাজ হারান।

এই মহাভোজ প্রসঙ্গে সিপিএম জেলা নেতা দেবজ্যোতি সিনহা বলেন, 'ভাবা যায়! বাজেট পেশের দিন সরকারি টাকায় ভোজের আয়োজন? কীভাবে সরকারি টাকা লুঠপাট চলছে এটা একটি উদাহরণ মাত্র।' কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, 'সরকারি কাজের নামে লুঠপাট চালাচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। আর এই নিয়ে প্রশ্ন করলে সাংবাদিককে হুমকি-ধমক দিচ্ছে। ঘটনার আমরা চরম নিন্দা জানাচ্ছি।

মালদা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'বিডিও অফিস চত্বরে সরকারি টাকায় তৃণমূলের ক্যাডারদের নিয়ে মহাভোজের আয়োজন হয়েছিল। সরকারি আমলারা শাসকদলের হাতের পুতুল। মোটা টাকার বিনিময়ে পঞ্চায়েতের সব কাজ পেটোয়া ঠিকাদারদের বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। হয়তো বা পেটোয়া ঠিকাদারেরা এই ভোজের আয়োজন করেছিল।'

রাজ্যে এভিএস তৈরির দাবি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : সাপের কামড়ে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন এভিএস ইনজেকশন। রাজ্যে তৈরি হয় না বলে ভিনরাজ্য থেকে আনতে হয় এই সিরাম। বঙ্গে এই এভিএস তৈরির দাবি নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে প্রচার শুরু করল 'সারা ভারত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা।'

১২ জানুয়ারি কলকাতা থেকে প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। ত্রিপুরার হিতসাধিনী সভা ভবন থেকে এই প্রচারের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। যার নাম দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যুক্তির পথে মানুষের সাথে। বুধবার দুপুরে সংস্থার তরফে বালুরঘাটে সর্প দংশন ও বিভিন্ন কুসংস্কার সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করেন সংস্থার সদস্যরা। পাশাপাশি, তাদের একাধিক দাবি নিয়ে সরব হন সর্পপ্রেমীরা। এদিন রঘুনাথপুর, পাওয়ার হাউস, থানা মোড় এলাকায় তাঁরা প্রচার চালান। পরে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন।

সংস্থার সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী জানান, 'চন্দ্রবোড়ার কামড়ের পরে হাসপাতালে সঠিক সময়ে নিয়ে গিয়েও অনেক রোগীকে বাঁচানো যাচ্ছে না। ভিনরাজ্য থেকে আসা এভিএস চন্দ্রবোড়া, গোখরো সাপের বিষের ক্ষেত্রে কাজ করছে না। এই প্রচার অভিযান এমাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত চলবে।'

তিনি আরও জানান, 'তারপর গণস্বাক্ষর সংবলিত আবেদনপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেব। আগের মতো আবার বেঙ্গল কেমিক্যালে এই এভিএস তৈরি করার দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি, কুসংস্কার বিরোধী আইন প্রয়োজন। আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ছড়িয়ে দিচ্ছি। বাস্তবতন্ত্রে মানুষের পাশাপাশি সাপেরও বেঁচে থাকা প্রয়োজন।'

দুর্ঘটনা, পরীক্ষা দিতে পারলেন না দুই ছাত্র

সামসী, ১৫ জানুয়ারি : পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হলেন দুই কলেজ পড়ুয়া। তাঁরা সামসী কলেজের স্নাতকের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ নুরপুর ব্রিজের কাছে। জখমরা হলেন মহম্মদ হানজালা ও শামিম আখতার। এদিন তাঁদের পরীক্ষা ছিল মানিকচক কলেজে। পরিবারের দাবি, ওই দুই বন্ধু বাইকে মানিকচক কলেজে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন। নুরপুর ব্রিজ থেকে কিছুদুর গিয়ে একটি টোটোর সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। দুই বন্ধু ছিটকে পড়ে মারাত্মকভাবে জখম হন। হানজালা পূর্ণিয়ার একটি নার্সিংহোমে ও শামিম মালদা মেডিকেলে ভর্তি রয়েছেন।

টোটোচালকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : এক তরুণ টোটোচালকের রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য তৈরি হল কর্ণজোড়ার খলসিতে। মৃতের নাম ভীম হাঁসদা। বাড়ি রায়গঞ্জের সুভাষগঞ্জে। সদ্য তার একটি পুত্রসন্তান হয়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে খবর, ১০ দিন আগে সদ্যোজাত ও তাঁর মায়ের যত্নের জন্য তাদেরকে সে শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসে। বুধবার ভোরে বাড়ির অদূরে এক আমগাছে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। কী কারণে সে আত্মঘাতী হল, তা নিয়ে রীতিমতো ধোঁয়াশায় পরিবার। রায়গঞ্জ থানা একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

জয়ী শাসকদল

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতে সমবায় সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে তৃণমূল প্রার্থীরা। বুধবার সেই সমিতির সংঘ গঠিত হয়। 'নব চেতনা বহুমুখী সংঘের' সম্পাদিকা, কোষাধক্ষ্য এবং সভানেত্রী নির্বাচিত হলেন। অঞ্চলের প্রধান দেবদূত বর্মন বলেন, এই অঞ্চলে বিরোধী কোনও দল প্রার্থী দিতে পারেননি। তাই তৃণমূলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। আজ তারই সংঘ গঠন হল'

শুধুই প্রতিশ্রুতি

অভাব-অভিযোগ, চাওয়াপাওয়ার আশাতেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন এলাকাবাসী। তাঁদের সমস্যা এবং সেসব সমাধানের উপায় খুঁজতে জনপ্রতিনিধিদের কাছে জনতার প্রশ্নের তালিকা নিয়ে **উত্তরবঙ্গ সংবাদ**

জনতার চার্জশিট

মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

তৃষা প্রামাণিক
প্রধান, মাড়াইকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : এলাকার বাসিন্দারা আপনাকে দরকারে পায় না কেন ?

প্রধান : আমি দুপুর ১২টার পর নিয়মিত অফিসে বসি। প্রতিদিনের কাজ শেষ করি। তবে, জনগণ পায় না এটা মোটেও অভিযোগ নয়, এটা অনেকের অভিমান হতে পারে।

জনতা : এই ২ বছরে কী কী কাজ করতে পারলেন ?

প্রধান : এই ২ বছরে উল্লেখযোগ্য কাজ বলতে টেনহরি শ্মশানের পূর্ণ সংস্কার করা হয়েছে। পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে কৈলাস স্কুলকে মডেল স্কুলে পরিণত করছি। যেখানে ডিজিটাল ক্লাসরুমে, আলাদা আলাদা ডেস্কে বসে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করবে। মিড-ডে মিলের জায়গা সুদৃশ্য করা হচ্ছে।

জনতা : বিগত ২ বছরে কাজের নিরিখে নিজেকে ১০ এর মধ্যে কত দেবেন?

প্রধান : দুই বছরের সাপেক্ষে এখন কোনও নম্বরই দিতে পারব না। আমার লক্ষ্য দশে দশ পাওয়া। ২০২৮ সালে জনসাধারণ নম্বর দেবেন।

জনতা : এলাকার মানুষ আপনাকে ঠিকমতো পায় না কেন ?

প্রধান : আমি আমাদের পঞ্চায়েতে একা কাজ করি না। আমার পঞ্চায়েতের ২৭ জন সদস্য ছড়িয়ে আছে। তাঁরা দিনভর সরকারি প্রকল্পগুলোর সুবিধা নিয়মিত পৌঁছে দিচ্ছেন। এখানে সকলে মিলে কাজ করি।

জনতা : আইসিডিএস সেন্টারগুলো বেহাল কেন?

প্রধান : আইসিডিএস সেন্টারগুলোর অবস্থা বেশ খারাপ। ওটা আমরা পরবর্তী পরিকল্পনায় কাজ করব। এছাড়াও, মায়েদের স্তন্যপানের কোনও বন্দোবস্ত নেই। এটা করতে হবে।

জনতা : পঞ্চায়েতের সর্বত্র পানীয় জলের অভাব, সমাধানে কী করছেন?

প্রধান : রাজ্য সরকারের পিএইচই এবং পঞ্চায়েত আলাদা আলাদাভাবে জলপ্রকল্প নিয়েছি। দ্রুত গোটা এলাকায় জলের বন্দোবস্ত করা যাবে।

জনতা : পঞ্চায়েতের যত্রতত্র নোংরার টিপি কেন ?

প্রধান : রায়গঞ্জ শহর লাগোয়া পঞ্চায়েত হওয়ায় এই সমস্যাটি এখানে তীব্র। বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ওরা টোটো চালাতে পারছে না বলে, কাজ শুরু করা যাচ্ছে না।

জনতা : বেশিরভাগ রাস্তা খারাপ কেন ?

প্রধান : পিএইচই-র তত্ত্বাবধানে কিছুদিন আগে জলের পাইপলাইন বসেছে। ওরা রাস্তা খুঁড়েছে, কিন্তু ঠিক করে দেয়নি। তাই ওই ঠিকাদারি সংস্থাকে নিয়ে বৈঠক হয়েছে। রাস্তা ঠিক করলে, তবেই এনওসি পাবে।

জনতা : জলের পাইপলাইনের কানেকশন বেছে বেছে দেওয়া হচ্ছে কেন ?

প্রধান : পানীয় জল সবাই পাবে। কোনও বাড়ি বাদ যাবে না। মাইকিং হয়েছে। কোনও সমস্যা থাকলে সদস্যকে জানাতে হবে।

জনতা : পঞ্চায়েতের সব পোলগুলোতে আলো জ্বলে না কেন ?

প্রধান : আমরা প্রতি বছর কিছু টাকা আলোর জন্য বরাদ্দ করি। সেই অর্থ শেষ হয়ে গেলে সমস্যা তৈরি হয়। তাই ছাত্রছাত্রী যে পথে বেশি চলাচল করে, সেই রাস্তাকে গুরুত্ব দিয়ে সোলার আলো বসানোর কাজ করছি। এতে বিদ্যুতের বিলও কম হবে।

জনতা : পুরো পঞ্চায়েত রায়গঞ্জ পুরসভা লাগোয়া অথচ সর্বত্র নিকাশিনালার অভাব কেন ?

প্রধান : পঞ্চায়েতের পক্ষে নিকাশিনালা তৈরি করা অসম্ভব। তাই স্থানীয়ভাবে পাইপ বসানো হবে এবং দু'হাজার সোকপিট তৈরি হবে। ইতিমধ্যে ৯৮টি জায়গায় কাজ হয়েছে।

জনতা : আগামীদিনে নতুন কাজ কী করবেন ?

প্রধান : আগামী বছরে মহিলা ও শিশুদের জন্য মোট বাজেটের ২৫ শতাংশ অর্থ আমরা মহিলা ও শিশুদের জন্য খরচ করব বলে পরিকল্পনা করেছি।

জনতা : আগামীদিনে কোন কাজকে টার্গেট করে এগোবেন ?

প্রধান : ১০০ শতাংশ আবাস, সব মহিলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার এবং বয়স্কদের জন্য বৃদ্ধভাতা।

জনতা : ২০২৮ সালে কি আবারও রাজনীতিতে থাকবেন ?

প্রধান : দল চাইলে নিশ্চয়ই থাকব। গবেষণার পাশাপাশি এই সেবাকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

জনতা : পঞ্চায়েত রাজনীতি ছেড়ে আরও বৃহত্তর এলাকায় দেখতে পাব আপনাকে ?

প্রধান : দল চাইলে জেলা ও রাজ্য রাজনীতিতে অংশ নিয়ে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করব।

একনজরে

ব্লক : রায়গঞ্জ
মোট সংসদ : ২৭
জনসংখ্যা : ৩০,০০০
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন : ২২ বর্গকিলোমিটার

সংকট মেটেনি পানীয় জলের

চালু হয়নি রিজার্ভার, চুরি যন্ত্রাংশ

কুমারগঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের গোপালগঞ্জ এলাকায় পানীয় জলের সংকট মেটাতে প্রশাসন ২০২০-২১ সালে তিনটি রিজার্ভার তৈরি করেছিল। বাসস্ট্যান্ডের উলটোদিকে মাছ বাজারের কাছে এবং গোপালগঞ্জ আরএন উচ্চবিদ্যালয়ের রাস্তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে স্থাপিত এই রিজার্ভারগুলির উদ্দেশ্য ছিল এলাকাবাসীকে পানীয় জল সরবরাহ করা। কিন্তু বাস্তবে কোনও রিজার্ভারই কার্যকর হয়নি।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রিজার্ভারগুলির কোনওটি একবারও চালু হয়নি, আর কোনওটি চালু হলেও দ্রুত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে রিজার্ভারগুলির মার্সিবল পাম্প সহ বিভিন্ন দামি যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে এগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকাবাসী গৌরব সাহা, অলোকেশ চৌধুরী এবং শুভজিৎ দাসের অভিযোগ, 'যদি মানুষের উপকারেই এই প্রকল্পগুলি না আসে, তবে এগুলি তৈরি করা হয়েছিল কেন?' এই প্রকল্পে প্রায় চার লাখ টাকা খরচ হলেও আজ সেটি হেলায় নষ্ট হচ্ছে। বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান মিনতি দাস জানান, 'আমি নতুন এসেছি। বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিচ্ছি।' অন্যদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় দায়িত্ব আগের প্রশাসনের উপর চাপিয়ে বলেন, 'এই প্রকল্পগুলি আগের পঞ্চায়েতের। এগুলো ঠিক করার দায়িত্ব তাদের।'

তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন প্রধান আনিসুর রহমানের স্বীকার, 'রিজার্ভারগুলো বন্ধ রয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই প্রকল্পগুলির বিদ্যুৎ কানেকশন এবং তার খরচ বাজার কমিটি রাজি হয়নি। তারা রাজি থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই চালু করা যাবে। যদিও আমরা চেষ্টা করছি বিদ্যুৎ কানেকশন ও খরচ পঞ্চায়েত থেকেই করার।'

স্ত্রীকে প্রতারণা, নির্যাতনে জেলে স্বামী

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : জাল ম্যারেজ সার্টিফিকেট বানিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর এক জওয়ানকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বালুরঘাট জেলা আদালত। তাকে চার মাসের কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে। একই লোকের বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা দায়ের হয়েছে। সেই মামলায় তিন বছরের কারাবাসের সাজা দিয়েছে আদালত।

দোষীর নাম গোকুল মহন্ত। বাড়ি বালুরঘাটের দক্ষিণ খানপুরে। তার বিরুদ্ধে ২০১৬-তে স্ত্রীর বালুরঘাট থানায় প্রতারণার মামলা করেন। জানা গিয়েছে, প্রথম স্ত্রী থাকার পরেও পরকীয়ায় লিপ্ত হন ওই জওয়ান। এমনকি দ্বিতীয় মহিলার সঙ্গে বিয়ের জাল ম্যারেজ সার্টিফিকেট বের করেন, যাতে প্রথম স্ত্রীকে সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা দিতে না হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই বালুরঘাট থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী। সেই মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বছরের কারাবাসের সাজা দেন বিচারক।

জনসংযোগে যুব তৃণমূল

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে বুধবার জনসংযোগ কর্মসূচিতে নামলেন জেলা যুব তৃণমূল। বুধবার বিকেলে অমৃতখণ্ড পঞ্চায়েতে মালঞ্চা নেতাজির সংঘ এলাকায় ওই জনসংযোগ কর্মসূচি চলে। তারা শুনলেন মানুষের সমস্যার কথা। সমস্যা মেটাতে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ এবং আশ্বাস দেন। পরে অমৃতখণ্ডের দিঘিরপাড় গ্রাম পরিক্রমা করেন। সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন কি না সে ব্যাপারে খোঁজ নেন। কর্মসূচিতে ছিলেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি অম্বরিশ সরকার, বালুরঘাট ব্লক তৃণমূল সভাপতি কৌশিক চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, পঞ্চায়েত প্রধান দেবদূত বর্মন সহ অন্যরা। এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে দেবদূত বর্মন বলেন, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেই এই জনসংযোগ কর্মসূচি চলে। ওই গ্রামে একটি রাস্তা রয়েছে, সে রাস্তাটির সংস্কার করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে।

পুলিশকে গুলি, বন্দি পলাতক

প্রথম পাতার পর

এলাকায় প্রিজন ভ্যান দাঁড় করিয়ে অভিযুক্তের আর্জি মেটায়। সেই সময়ই সে দুই পুলিশকর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। ঘটনায় দেবেনের ডানদিকে পেটে ও বামদিকে বুকে এবং নীলকান্তের ডানদিকে বুক ও পেটের মাঝামাঝি জায়গায় গুলি লাগে।

সাজ্জাকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র কীভাবে এল, তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। প্রথমে রটে যায়, পুলিশের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়েই গুলি করেছিল অভিযুক্ত। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই দাবি মানতে চাননি। তাঁদের পালটা প্রশ্ন, একজনের পক্ষে এতজন পুলিশকে বোকা বানিয়ে সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে নেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত?

ঘটনার খবর পেয়ে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার এবং তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আহতদের দেখতে আসেন। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হওয়ায় কেউই সেখানে মুখ খুলতে চাননি। তবে, ঘটনায় পুলিশের নিরাপত্তায় যে খামতি ছিল, তা প্রমাণিত।

১৪ মাস পর

প্রথম পাতার পর

বের হন জ্যোতিপ্রিয়। জেল থেকে সোজা বাড়িতে যান তিনি।

২০২৩ সালের ২৭ অক্টোবর র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন তিনি। গ্রেপ্তারির দিন তাঁকে আদালতে তোলা হলে এজলাসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। সংশোধনাগারে থাকাকালীন একাধিকবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। আদালতে শারীরিক অসুস্থতার প্রেক্ষিতেও জামিনের আবেদন একাধিকবার নাকচ হয় তাঁর। শেষপর্যন্ত এদিন তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হয় নিম্ন আদালতে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জামিন বিচারপ্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ। আদালতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি কিছু বলব না। তবে এই দুর্নীতি যে হয়েছে তা তো সবাই জানে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'অর্পিতা মুখোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যের পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও ছাড়া পেয়ে গেলেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, সেটিং রয়েছে।' কংগ্রেস নেতা সৌম্য আইচ রায় বলেন, 'মাথায় থাকলে দিদির হাত, খেতে হবে না জেলের ভাত। এই ঘটনায় সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল।'

টেস্ট ব্যর্থতায় কাঠগড়ায় আইপিএল

মাঠেই মরকেলকে ধমক গম্ভীরের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি অতীত।

সামনে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জোড়া সিরিজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চ্যালেঞ্জ। যদিও টেস্ট ফরম্যাটে ভারতের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে ময়নাতদন্ত জারি। ভুল দল নির্বাচন থেকে ব্যাটারদের দলগত ব্যর্থতা- উঠে এসেছে নানাবিধ কারণ।

গৌতম গম্ভীর জমানায় সাজঘরের পরিবেশ নিয়েও কেউ কেউ আঙুল তুলছেন। সূত্রের খবর, বোলিং কোচ মরনি মরকেলের সঙ্গেও নাকি সিরিজের মাঝে ঝামেলা বেধে যায় গম্ভীরের। ভারতীয় দলের ট্রেনিংয়ে মরকেল কিছুটা দেরিতে আসায়, সবার সামনেই ক্ষোভ উগরে দেন। যা ভালোভাবে নিতে পারেননি মরকেল। থিংকট্যাংকের দুই সদস্যের সম্পর্কের শীতলতার প্রভাব পড়ে পুরো সিরিজেই।

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি বনাম গম্ভীর, রবিচন্দ্রন অশ্বীনের অবসরের বিতর্কে এতদিন বিষয়টি চাপা পড়ে ছিল। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এমনই সব চাঞ্চল্য ঘটনার কথা উঠে আসছে। ওই ঘটনার পর মরকেল নিজেকে

> শৃঙ্খলার ব্যাপারে গম্ভীর অত্যন্ত কড়া। প্র্যাকটিসে দেরিতে আসায় মাঠেই মরকেলকে ভর্ৎসনা করেন। বোর্ড জানলেও বিষয়টি দুইজনের ওপর ছেড়ে দেয়।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

গুটিয়ে নেন। বিসিসিআই প্রথম থেকেই বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকলেও নাক গলায়নি। এক বিসিসিআই কর্তার দাবি, 'শৃঙ্খলার ব্যাপারে গম্ভীর অত্যন্ত কড়া। প্র্যাকটিসে দেরিতে আসায় মাঠেই মরকেলকে ভর্ৎসনা করেন। বোর্ড জানলেও বিষয়টি দুইজনের ওপর ছেড়ে দেয়।'

ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ারের ভূমিকা নিয়েও কাটাছেঁড়া চলছে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া সফর, টানা ৮টি টেস্টে ব্যাটিং ডুবিয়েছে। বারবার একই ভুলের ফাঁদে পা দিয়েছেন বিরাট, রোহিতের মতো তারকারা। প্রশ্ন, ব্যাটিং কোচ কী করছিলেন? সূত্রের দাবি, 'ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার কড়া নজরে আছেন। গম্ভীরও প্রতিষ্ঠিত ব্যাটার ছিলেন। অভিষেকের উপস্থিতিতে দল আদৌ উপকৃত কি না, প্লেয়ারদের থেকে জানতে চেয়েছে বোর্ড। পাশাপাশি সহকারী কোচ রায়ান টেন ডোসেটের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ বাড়ছে।'

টেস্ট ফরম্যাটে প্লেয়ারদের দায়বদ্ধতাও প্রশ্নের মুখে। অভিযোগ, আইপিএলের লোভনীয় চুক্তির জন্যই টেস্টে নিজেদের একশো শতাংশ দিচ্ছেন না অনেকে! মুম্বইয়ের পাঁচতারা হোটেলে কয়েকদিন আগে হওয়া বোর্ডের রিভিউ মিটিংয়ে নাকি এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্য। অবশ্য কোন ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তা জানা যায়নি। বৈঠকে টেস্ট অধিনায়ক রোহিত, হেডকোচ গম্ভীর, নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার, বোর্ড সভাপতি রজার বিনি ও নতুন সচিব দেবজিৎ সইকিয়া উপস্থিত ছিলেন। আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে। সূত্রের খবর, রিভিউ মিটিংয়ে সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনেন গম্ভীর। জানান, সরফরাজ নাকি ড্রেসিংরুমের আলোচনা মিডিয়ার সামনে ফাঁস করে দিচ্ছেন।

টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীরকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইলেও কপিল দেবের পালটা দাবি, কোচ তো আর মাঠে নেমে খেলবেন না। দেশের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়কের যুক্তি, 'ভারতীয় দলকে নিয়ে আকাশচুম্বী প্রত্যাশা থাকে সবসময়। কোচ মাঠে নেমে খেলবে না। পারফর্ম করার দায়িত্ব খেলোয়াড়দের। নতুন কোচ নতুন ভাবনা নিয়ে আসে। আশা করি, যা আগামীতে ফলপ্রসূ হবে। যদি না হয়, তখন আঙুল উঠবে। আর গম্ভীর কিছুটা মেজাজি চরিত্রের। রবি শাস্ত্রী, রাহুল দ্রাবিড়ের থেকে আলাদা।'

হেড কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেলের।

বেড রেস্টে বুমরাহ, নিষেধ তাড়াহুড়োয়

আরও অনিশ্চিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দ্রুত মাঠে ফেরা সম্ভবত হচ্ছে না জসপ্রীত বুমরাহর।

চিকিৎসকরা বেড রেস্টের পরামর্শ দিয়েছেন। গত সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর তাই ঘরবন্দি বুমরাহ। তাড়াহুড়োয় হিতে বিপরীত হবে বলে সতর্ক করেছেন ডাক্তাররা। পিঠের ফোলা ও ব্যথা কমার পরই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। তার আগে পূর্ণ বেড রেস্টে থাকতে হবে বুমরাহকে। শোনা গিয়েছিল, নিউজিল্যান্ডের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানোর পর বেঙ্গালুরুস্থিত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ক্রিকেট অফ এক্সেলেন্সিতে (সিওই) রিহ্যাব প্রক্রিয়া সারবেন বুমরাহ। কিন্তু আপাতত তা স্থগিত। কবে সিওই-তে পা রাখবেন, এই মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। খবর, ভারতীয় দলের মেডিকেল টিমও পূর্ণ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছে। সব মিলিয়ে দেশে ফেরার পর থেকে মাঠমুখো হওয়া তা দূর, পুরোপুরি ঘরবন্দি বুমরাহ।

চলতি যে খবরে সংশয় বেড়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বুমরাহর খেলা নিয়ে। বুমরাহ-ঘনিষ্ঠ একটি সূত্রের দাবি, 'সম্ভবত আগামী সপ্তাহে সিওই-তে যাবে। তবে কবে, নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। বাড়িতেই পূর্ণ বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মাসল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে। ফোলা কমার পর পরবর্তী প্রক্রিয়া ঠিক করা হবে।' অতীতেও পিঠের সমস্যা ভুগিয়েছে বুমরাহকে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে বাড়তি ধকলে নতুন করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে। পিঠে ফোলাও রয়েছে। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের দাবি, ফোলার কথা, বিশ্রামের কথা বলা হলেও বুমরাহর চোট নিয়ে এখনও ছবিটা পরিষ্কার নয়। পরিষ্কার নয়, সেরে উঠতে ঠিক কতদিন সময় লাগবে। তবে বেড রেস্টের পরামর্শের মধ্যেই আশঙ্কার মেঘ দেখছেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশন কোচ রামজি শ্রীনিবাসন। বলেছেন, 'বেড রেস্ট কথাটা শুনতে ঠিকঠাক লাগে না। আশা করব স্লিপ ডিস্ক, হাই গ্রেড মাসল-সোয়েলিংয়ের মতো কিছু হয়নি। বুমরাহ ভারতীয় ক্রিকেটের সম্পদ। বাড়তি সতর্কতা জরুরি। নিশ্চিত হয়েই একমাত্র ওর প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি ভাবা উচিত।'

চোট চিকিৎসা

- আগামী সপ্তাহে সিওই-তে যেতে পারেন বুমরাহ।
- মাসল সমস্যা কাটাতে বাড়িতেই বিশ্রামের পরামর্শ ।
- পিঠের ফোলা কমার পরই পরবর্তী প্রক্রিয়া ঠিক করা হবে।

রনজিতে নামছেন ঋষভ-যশস্বী

দিল্লি চাইলেও খেলা নিয়ে নীরব বিরাট

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : দিল্লির হয়ে পরবর্তী রনজি ট্রফি ম্যাচে মাঠে নামছেন ঋষভ পন্থ। দিল্লি ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে (ডিডিসিএ) ইতিমধ্যে খেলার ব্যাপারে সম্মতির কথা জানিয়েও দিয়েছেন। মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন যশস্বী জয়সওয়ালও। রোহিত শর্মাকেও একদশক পর সম্ভবত মুম্বইয়ের জার্সিতে দেখা যেতে পারে। গতকাল রনজি দলের সঙ্গে অনুশীলনও করেন।

কিন্তু বিরাট কোহলিকে নিয়ে এরকম কোনও খবর এখনও পর্যন্ত নেই। ডিডিসিএ চাইছে বিরাট খেলুক গ্রুপ পর্বের শেষ দুই রনজি ম্যাচে। ঋষভের সঙ্গে বিরাটের নাম সম্ভাব্য দলেও রাখা হয়েছে। যদিও এখনও বিরাটের থেকে কোনও সাড়া মেলেনি। রনজি খেলা নিয়ে মুখও খোলেননি।

ডিডিসিএ-র তরফে ইতিমধ্যে প্রকাশ্যেই জানানো হয়েছে, তারা বিরাটকে চাইছে। সংস্থার সচিব অশোক শর্মা অনুরোধও করেছেন। আশাবাদী, মত বদলাবে কিং কোহলি। ২০১২ সালের পর ফের রনজিতে নামবেন দিল্লির জার্সিতে। অশোক শর্মা বলেছেন, 'পরবর্তী দুই ম্যাচে সম্ভাব্য দলে বিরাট রয়েছে। আমি মনে করি, সময় পেলেই বিরাটের উচিত খেলা। অন্তত একটা ম্যাচ হলেও। মুম্বই ক্রিকেটাররা ঘরোয়া প্রতিযোগিতাকে সবসময় গুরুত্ব দেয়। দুর্ভাগ্য উত্তর ভারত, বিশেষত দিল্লিতে তা দেখা যায় না।'

মুম্বইয়ের প্র্যাকটিসে এদিন যোগ দিলেন যশস্বী। দলকে জানিয়েও দিয়েছেন, পরের ম্যাচে (২৩ জানুয়ারি, প্রতিপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীর) তিনি খেলবেন। তবে রোহিতের খেলা এখনও চূড়ান্ত নয়। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক আধিকারিক বলেছেন, '২০ জানুয়ারি পরবর্তী ম্যাচের দল ঘোষণা করা হবে। তার আগে কাদের পাওয়া যাবে তা নিশ্চিত হয়েই পদক্ষেপ। রোহিতের সঙ্গেও দল নির্বাচনের আগে কথা বলা হবে।'

এদিকে রনজি খেলা নিয়ে যখন জল্পনা চরমে, তখন বিরাট পার্টি-মোডে। অনুষ্কা ও বিরাটকে 'গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া'-তে দেখা গিয়েছে। অনুষ্কা একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন এদিন, যেখানে গৃহপ্রবেশের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ দেখা গিয়েছে তাঁকে। খবর, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আলিবাগ অঞ্চলে ২০০০ স্কোয়ার ফিটের নতুন ভিলার গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান করবেন বীরুষ্কা। ফলে চূড়ান্ত ব্যস্ততা। ২০২৩ সালে এই ভিলা কিনতেই নাকি ৩৬ লক্ষ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয়। এছাড়াও আলিবাগ অঞ্চলেই প্রায় ২০ কোটি টাকায় কেনা ফার্মহাউসও রয়েছে বিরাটের।

মুম্বই রনজি দলের সঙ্গে অনুশীলন ম্যাচে যশস্বী।

বোল্যান্ড-কাঁটাতেই হার, দাবি অশ্বীনের

'ফেয়ারওয়েল টেস্টেই যদি সুযোগ না পেতাম'

চেন্নাই, ১৫ জানুয়ারি : অপমানিত হয়েই কি সিরিজের মাঝপথে অবসর?

প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে রবিচন্দ্রন অশ্বীন ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর পর থেকে। কারও দাবি, অশ্বীনের মতো মহান ক্রিকেটারের বিদায়ি টেস্ট প্রাপ্য ছিল। এবার নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুললেন তারকা অফস্পিনার। ঘুরিয়ে আঙুল তুললেন টিম ম্যানেজমেন্টের দিকেই। সোজাসাপটা প্রতিক্রিয়া, 'ফেয়ারওয়েল টেস্টেই যদি প্রথম এগারোয় সুযোগ না পেতাম?'

নিজের ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাশ কি বাত'-এ অশ্বীন বলেছেন, 'প্রথম টেস্টে আমি খেলার সুযোগ পাইনি। দ্বিতীয় টেস্টে দলে ছিলাম। তৃতীয় টেস্টে ফের বাদ। পরের টেস্ট খেলার নিশ্চয়তা ছিল না। এমন হল ফেয়ারওয়েল টেস্টেই সুযোগ পেলাম না। তাছাড়া কেউ যখন জেনে যায়, তার কাজ শেষ। আর কিছু বাকি নেই। তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয়ে যায়। মানুষ অনেক কিছু ভাবে, ভাবতেই পারে। তবে আমার কাছে এটা (অবসর) বিশাল কিছু নয়।'

সঠিক ফেয়ারওয়েল না পাওয়া প্রসঙ্গেও অশ্বীনের যুক্তি, 'ফেয়ারওয়েল টেস্টে নামলে আর কীই-বা তফাত হত? লোকে হাততালি দিত? কিন্তু কতদিন মানুষ মনে রাখত আমার বিদায় মুহূর্তকে? আগে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, লোকে আলোচনা করত, মনে রাখত। এখন বড়জোর সপ্তাহখানেক। ক্রিকেট আমাকে প্রচুর দিয়েছে। আনন্দের সঙ্গে খেলেছি। মন চাইছিল আরও খেলি। কিন্তু এমন সময় ছাড়া উচিত, যখন মানুষ বলবে, এখনই কেন? ক্রিকেটের প্রতি সবসময় সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। মনে করুন ফেয়ারওয়েল টেস্ট, অথচ প্রথম এগারোয় জায়গা পাওয়ার যোগ্য নই আমি! যা আমি চাইনি।'

> ফেয়ারওয়েল টেস্টে নামলে আর কীই-বা তফাত হত? লোকে হাততালি দিত? কিন্তু কতদিন মানুষ মনে রাখত আমার বিদায় মুহূর্তকে?
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

নিজের অবসর নিয়ে অকপট হলেও বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের নিয়ে সতর্ক অশ্বীন। বলেছেন, 'এই নিয়ে কিছু বলা কঠিন। সবে অবসর নিয়েছি। দীর্ঘদিন ধরে ওদের জানি। রোহিত, বিরাট বা জাদেজার চিন্তাভাবনা নিয়ে প্রতিক্রিয়ার পক্ষপাতী নই। প্রত্যেকের নিজস্ব ভাবনা থাকে। ওরাই বলতে পারবে। রোহিত সবসময় একটা কথা বলে, আজ রান পাইনি মানে, কাল পাব না এমন নয়। বিরাট উলটোদিকে পারথে শতরান করেছিল।'

সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটারদের সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলাও না-পসন্দ। শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়ের উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'বরাবরই বলে এসেছি ক্রিকেটারদের মূল্যায়ন বাইশ গজের সাফল্য দিয়েই হওয়া উচিত, তার ব্র্যান্ড ভ্যালু দিয়ে নয়। আমি বরাবর শচীনের বিশাল ভক্ত। তার মানে এই নয়, দ্রাবিড়কে পছন্দ করি না। ওকেও ভালো লাগে। শচীনকে বেশি, এই যা। অনিলভাইকে আদর্শ মেনে বড় হয়েছি। হরভজন সিংকেও অনুসরণ করেছি। কাউকে ভালো লাগা মানে বাকিদের অপমান করা নয়।'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির গেমচেঞ্জার হিসেবে স্কট বোল্যান্ডের প্রশংসায় অশ্বীন। দাবি, জোশ হ্যাজেলউডের 'বিকল্প' হিসেবে খেলতে নেমে বোল্যান্ড সিরিজের ফলাফল বদলে দিয়েছে। বলেছেন, 'সবাইকে বলতে দেখছি প্যাট কামিন্স দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছে সিরিজে। তবে বাঁহাতি ব্যাটারদের সামনে ও অস্বস্তিতে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সৌভাগ্য বোল্যান্ডকে দলে নিয়েছিল। ও যদি না খেলত ভারত হয়তো সিরিজ জিতত।'

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ।

ফেডেরারকে টপকে নজির জকোভিচের

মেলবোর্ন, ১৫ জানুয়ারি : প্রথম সেটে একপেশে জয়। দ্বিতীয় সেটেই হোঁচট। তৃতীয় ও চতুর্থ সেটে প্রতিপক্ষকে কার্যত দুরমুশ করে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নিলেন নোভাক জকোভিচ। জিতলেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া, আরিয়ানা সাবালেঙ্কারাও।

বুধবার রড লেভার এরিনায় পর্তুগালের জাইমে ফারিয়াকে ৬-১, ৬-৭ (৪/৭), ৬-৩, ৬-২ গেমে হারালেন জকোভিচ। এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী রজার ফেডেরারের আরও একটি নজির ভাঙলেন সার্বিয়ান তারকা। ওপেন যুগে গ্র্যান্ড স্ল্যামে সিঙ্গলসে সবাধিক ৪২৯টি ম্যাচ জেতার রেকর্ড ছিল ফেডেক্সের দখলে। এদিন ৪৩০তম ম্যাচ জিতে সুইস কিংবদন্তিকে ছাপিয়ে গেলেন জোকার। ম্যাচ শেষে নোভাক বলেছেন, 'আরও একটা নজির গড়তে পেরে খুশি। আমি সবসময়ই কোর্টে নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি। খেলাটা উপভোগ করি।'

এদিকে, জকোভিচ নামার আগেই এদিন মার্গারেট কোর্ট এরিনায় জাপানের ইওশিহিতো নিশিওকাকে উড়িয়ে তৃতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করলেন আলকারাজ। ৬-০, ৬-১, ৬-৪ গেমে ম্যাচ জিতলেন স্প্যানিশ তরুণ। দ্বিতীয় রাউন্ডে জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ হারিয়েছেন স্পেনের পেদ্রো মার্টিনেজকে। ৬-১, ৬-৪, ৬-১ গেমে ম্যাচ জেতেন তিনি। তবে নরওয়ের তারকা ক্যাসপার রুড হেরে গিয়েছেন। ইয়াকুব মেনসিকের বিরুদ্ধে লড়াই করলেও শেষরক্ষা হয়নি। চার সেটে হার মানেন রুড।

এদিকে, মহিলা সিঙ্গলসে জয়ের ধারা বজায় রাখলেন শীর্ষবাছাই সাবালেঙ্কা। রড লেভার এরিনায় জেসিকা বওজাসকে স্ট্রেট সেটে হারান তিনি। সাবালেঙ্কা প্রথম সেট জেতেন ৬-৩ গেমে। দ্বিতীয় সেটে মরিয়া চেষ্টা চালালেও রুশ সাবালেঙ্কার অভিজ্ঞতার কাছে কার্যত আত্মসমর্পণ করেন জেসিকা। নির্ণায়ক সেটটি রুশ তারকা জেতেন ৭-৫ গেমে। দ্বিতীয় রাউন্ডে ক্যারোলিনা মুচোভাকে হারিয়েছেন নাওমি ওসাকা। তবে বিদায় নিয়েছেন গতবারের ফাইনালিস্ট চিনের কুইনওয়েন ঝেং।

গোল করলেও ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে জেতাতে পারলেন না ফিল ফোডেন।

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, লিভারপুলের ড্র

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি : ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেও জয় হাতছাড়া ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অ্যাওয়ে ম্যাচে জিটেক স্টেডিয়ামে ফিল ফোডেনের জোড়া গোলে ৭৮ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায় পেপ গুয়ার্দিওলার দল। কিন্তু ম্যাচের রং বদলে যায় শেষ ১০ মিনিটে। ৮২ মিনিটে ইওয়ান ভিসা একটি গোলশোধ করেন। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে ক্রিস্টিয়ান নরগার্ডের গোল সিটির জয়ের আশায় জল ঢেলে দেয়।

ম্যাচের পর পেপ গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আমরা ২-০ এগিয়ে থেকেও শেষরক্ষা করতে পারিনি। ডিফেন্ডারদের আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল। তাছাড়া আমাদের স্ট্রাইকাররা অনেক সুযোগ নষ্ট করেছে।' আপাতত ২১ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে ম্যান সিটি।

এদিকে, প্রিমিয়ার লিগের অপর ম্যাচে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ড্র করেছে লিভারপুল। ৮ মিনিটে ক্রিস উডের গোলে পিছিয়ে পড়ে আর্নে স্লটের ছেলেরা। ৬৬ মিনিটে পর্তুগিজ তারকা দিয়োগো জোটার গোলে ম্যাচে ফেরে তারা। ম্যাচের লিভারপুলের কোচ স্লট বলেছেন, 'নটিংহাম ভালো দল। কিন্তু আমাদের এই ম্যাচ থেকে ৩ পয়েন্ট পাওয়া উচিত ছিল। এদিন অনেক গোলের সুযোগ নষ্ট করেছি।' ম্যাচ ড্র হলেও ২০ ম্যাচে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে থেকে গেল লিভারপুল। এক ম্যাচ বেশি খেলে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে নটিংহাম।

'প্রচুর স্মৃতি জড়িয়ে এখানে'

প্রিয় ওয়াংখেড়ে নিয়ে আবেগতাড়িত রোহিত

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি : ২০১১ সালের ২ এপ্রিল। ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্মরণীয় দিন।

আরব সাগরের কোলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইতিহাস গড়েছিল মহেন্দ্র সিং ধোনি ব্রিগেড। দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসেবে ওডিআই বিশ্বকাপ জিতে স্পর্শ করে ১৯৮৩ সালের কপিল ডেভিলসের নজির। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ততদিনে বছর চারেক কাটিয়ে দিলেও ধোনির বিশ্বজয়ী দলে জায়গা হয়নি। আক্ষেপটা এখনও কুরে-কুরে খায় রোহিত শর্মাকে।

ঘরের মাঠ, ঘরের দর্শকদের সামনে ইতিহাসে নাম লেখানোর সুযোগ হাতছাড়া। তবে বিশ্বকাপের সেই রাত হাতছাড়া হলেও রোহিতের ওয়াংখেড়ে স্মৃতির তালিকা বেশ দীর্ঘ। নিজের ক্রিকেটীয় আঁতুড়ে ঘাম ঝরানোর ফল তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সবোচ্চ পর্যায়ে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে সেই আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিটম্যানের গলায়।

১৯ জানুয়ারি পঞ্চাশে পা রাখছে ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে। এদিন যে উপলক্ষ্যে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার পোস্ট করা ভিডিওয় রোহিত বলেছেন, '১৯ জানুয়ারি, ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তিতে সবাইকে স্বাগত। প্রত্যেক মুম্বইকারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। যারা দীর্ঘদিন ধরে মুম্বই ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্য স্পেশাল দিন। ব্যক্তিগতভাবে ওয়াংখেড়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ রয়েছে। প্রচুর স্মৃতি ছড়িয়ে এই মাঠকে ঘিরে। সেই এজ-গ্রুপ থেকে এখানে ক্রিকেট খেলা শুরু। পরবর্তী জার্নিটাও দুর্দান্ত কেটেছে।'

> ১৯ জানুয়ারি, ওয়াংখেড়ের ৫০ বছর পূর্তিতে সবাইকে স্বাগত। প্রত্যেক মুম্বইকারের জন্য গর্বের মুহূর্ত। যারা দীর্ঘদিন ধরে মুম্বই ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত, তাদের জন্য স্পেশাল দিন। ব্যক্তিগতভাবে ওয়াংখেড়ের সঙ্গে আমার বিশেষ যোগ রয়েছে।

রোহিতের বিশ্বাস, আগামীতে ওয়াংখেড়ে-স্মৃতির তালিকা আরও দীর্ঘ হবে। স্মৃতির সরণিতে ভেসে হিটম্যানের বক্তব্য, 'যখন প্রথমবার এখানে খেলতে নামি, পুরো স্টেডিয়ামের আলাদা আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। ভারতীয় ক্রিকেট, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রচুর স্মরণীয় মুহূর্তের সাক্ষী এই স্টেডিয়াম। আশাবাদী, আগামীদিনে আরও ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হবে ওয়াংখেড়েতে।'

প্যারিস অলিম্পিকে জেতা মনু ভাকেরের এই পদকই ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

ক্ষয়ে যাওয়া পদক বদলের আশায় মনুরা

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি : আজব ঘটনা বললেও বোধহয় ভুল হবে না। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কাছে ফেরত যাচ্ছে প্যারিস গেমসের একের পর এক পদক। বিশেষত ব্রোঞ্জ। সংখ্যাটা প্রায় একশোর কাছাকাছি। এই তালিকায় রয়েছেন ভারতের মনু ভাকের ও আমন শেহরাওয়াত।

প্যারিস অলিম্পিক শেষ হয়েছে এখনও ছয় মাসও হয়নি। এরই মধ্যে ক্ষয়ে যাচ্ছে পদক। অনেক অ্যাথলিট ক্ষতিগ্রস্ত পদকের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন। ভারতের পিস্তল শুটার মনু ভাকের ও কুস্তিগির আমন শেহরাওয়াতও জানিয়েছেন তাঁদের পদক ক্ষয়ে যাচ্ছে। এদিকে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি বিষয়টি নিয়ে আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলেছে। পাশাপাশি ক্ষয়ে যাওয়া সমস্ত পদক পরিবর্তন করে দেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে আইওসি-র তরফে। শুধু তাই নয়, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে খবর। ফলে মনু, আমনরাও আশায়, ক্ষয়ে যাওয়া পদকের পরিবর্তে নতুন পদক হাতে পাবেন।

ছোটদের বড় ম্যাচেও দাপট মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : বছরের শুরুতেই ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিক মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। অনূর্ধ্ব-১৫ ও সিনিয়ার দলের পর বড় ম্যাচে জয়ধ্বজা ওড়াল সবুজ-মেরুনের অনূর্ধ্ব-১৭ দলও। বুধবার যুব লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারাল বাগানের ছোটরা।

ঘরের মাঠে দলকে সমর্থন করতে সকাল সাড়ে দশটাতেও গ্যালারিতে ভিড় জমান সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। নিরাশ করেনি বাগানের জুনিয়ার ব্রিগেড। প্রথমার্ধে কিছুটা অগোছাল দেখালেও দ্বিতীয়ার্ধে খোলস ছেড়ে বেরোয় মোহনবাগান। আক্রমণে তীব্রতা বাড়াতেই ডেডলক খোলে। ৭৯ মিনিটে কর্নার থেকে ভেসে আসা বল হেডারে নামিয়ে দিলে তা থেকে গোল করে আদিত্য মণ্ডল। রক্ষণভাগের ফুটবলার হলেও সিনিয়ার দলের দিমিত্রিস পেত্রাতোস তাঁর অনুপ্রেরণা। তাই গোলের পর দিমির কায়দাতেই সেলিব্রেশন আদিত্যর। উলটোদিকে প্রায় গোটা ম্যাচটাই রক্ষণ আগলে খেলে গেল ইস্টবেঙ্গল। তাদের শেখর সর্দার বেশ নজর কাড়লেও বক্সে বারবার একা হয়ে পড়ায় গোলমুখ খুলতে পারল না। ম্যাচের শেষে লাল-হলুদ যুব দলের কোচ বরুণ সেনগুপ্ত বলেছেন, 'ছেলেরা লড়েছে। হয়তো এই ম্যাচের চাপটা নিতে পারেনি।' এদিকে ডার্বি জিতলেও লিগের সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সবুজ-মেরুন কোচ দেগি কার্ডোজো। বলেছেন, '২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। একটা ম্যাচের পর কমপক্ষে দুইদিন বিরতি থাকা উচিত।' যুব লিগগুলিতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শিবাংশ রায় (হৃদ) :** আজ তোমার ১ম জন্মদিনে আমাদের প্রাণভরা ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিও। তুমি সুস্থ থেকো ও দীর্ঘায়ু হও। **বাবা-(সুজয়), মা (কণিকা), ঠাকুর দা (জগদীশ), ঠাম্মি (সবিতা), দাদু (কানন), দিদুন (বন্দনা)। গোঁসাইপুর, বাগডোগরা।**

☺ **জয়দেব চন্দ্র বাড়ৈ :** দাদু তোমার ৮৫তম জন্মদিনে প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই। **–দীপন, দেবর্পিতা ও বাড়ৈ পরিবার। শিলিগুড়ি।**

দলের ওজনে জিতছি : কামিংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : রেফারিং নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। তাতে আপত্তি নেই তাঁর। তবে শুধুই রেফারির দাক্ষিণ্যে তাঁরা জিতছেন, এই বক্তব্যে প্রবল আপত্তি জেসন কামিংসের। ফলে পালটা প্রশ্ন করতে ছাড়ছেন না, তাহলে কি এতগুলো ম্যাচে জয় এবং তাঁদের ক্লিনশিটও রেফারির দয়ায়?

বৃহস্পতিবার জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে ইস্পাতনগরীতে যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বিমান বা ট্রেনে নয়, বাসে করে দল যাবে খালিদ জামিলের দলের বিপক্ষে খেলতে। দুপুর নাগাদ রওনা দেওয়ার কথা। এদিকে এদিনই আবার নিজেদের মাঠে অনূর্ধ্ব-১৭ আরএফডিএল ডার্বিতে জয় পেল মোহনবাগান। চিরশত্রুর বিপক্ষে এই জয়ে খুশি হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা থেকে কামিংস সকলেই। জামশেদপুর যাওয়ার আগে নিজেদের তরুণ প্রজন্মকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

অনুশীলনের আগে স্ট্রেচিংয়ে জেসন কামিংসরা। বুধবার। ছবি : ডি মণ্ডল

জানালেন তাঁরা। একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, ডার্বি ভুলে আপাতত তাঁদের যাবতীয় ফোকাস জামশেদপুর ম্যাচে। এই মুহূর্তে তাঁদের ডার্বি জয় নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলের কর্তা থেকে সমর্থক সকলেই। এই বিষয়ে প্রশ্ন করলে কামিংসের প্রথমে পালটা প্রশ্ন, 'কারা প্রশ্ন তুলছে?' যেন ডার্বির পরে বলা তাঁর কোচের সুরেই বলতে চাইলেন, যারা হারে তারা এভাবেই অজুহাত খোঁজে। পরে তাঁর মন্তব্য, 'রেফারিরাও মানুষ। তাঁদেরও ভুল হয়। সব দেশেই রেফারিদের কাজটা সবসময় কঠিন। হ্যাঁ, হয়তো কিছু দেশে খানিকটা সহজ হয় ভিএআর থাকায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, খালি চোখে যতটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব, রেফারিরা নিয়ে থাকেন। আমরা রেফারিংয়ের সাহায্যে জিতছি, এটা বলা অন্যায্য। বহু ম্যাচে আমরা একাধিক গোল করেছি, প্রচুর ক্লিনশিট রেখেছি। এসব কি রেফারি করে দিয়েছেন? আমরা জিতছি কারণ আমাদের দলটা দুর্দান্ত। আমরা অসাধারণ খেলছি বলে।' ডার্বি জয়ী দলের কাছে পরের ম্যাচ কঠিন হয়। ময়দানের চিরকালীন প্রবাদ অবশ্য সেই আই লিগের সময় থেকে সঞ্জয় সেনই ভেঙে দেন। আর কামিংসরা তো এসব শোনেনইনি বলে জানিয়ে দেন, 'না, আমার এমন প্রবাদের কথা জানা নেই। তবে ম্যাচটা কঠিন এটুকু বলতে পারি। আমাদের লম্বা সফর করে যেতে হবে। তাছাড়া জামশেদপুর এখন খুবই ভালো খেলছে। তাই অন্য কিছু নিয়ে না ভেবে নিজেদের খেলায় ফোকাস করছি।' ডার্বি ম্যাচে প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। এটা কি চিন্তার কারণ হয়ে যাচ্ছে না? কামিংসের উত্তর, 'একেবারেই না। আমরা ম্যাচ জিতেছি। ক্লিনশিট রাখতে পেরেছি। এগুলো আমাদের কাছে সদর্থক দিক। যদি জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারি, তাহলে অবশ্যই আরও ভালো খেলতে পারব। আমরা আরও ভালো করতে পারি। এই মুহূর্তে আমরা পরিষ্কার আট পয়েন্টে এগিয়ে থেকে এক নম্বরে আছি। যা নিয়ে অন্য দলগুলো ভাবছে।'

এদিনও অনুশীলন করেননি অনিরুদ্ধ থাপা। তাঁর জন্মদিন থাকায় অবশ্য কেক নিয়ে এসেছিলেন কিছু ফ্যান ক্লাবের সদস্য। মোলিনা জানালেন, আরও চার সপ্তাহ নেই তিনি। গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস ফিট হয়ে গিয়েছেন। তবে এখনও সম্ভবত পুরো সময় খেলার মতো নন। তবু জামশেদপুর যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-মেরুন শিবির।

কেরিয়ারের প্রথম শতরানের পর প্রতিকা রাওয়াল। বুধবার রাজকোটে।

নজরে পরিসংখ্যান

৪৩৫/৫ আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের স্কোর। মহিলাদের ওডিআইয়ে প্রথমবার ভারত ৪০০ রানের গণ্ডি টপকাল।

৩ নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পর ভারত তৃতীয় দল যারা মহিলাদের ওডিআইয়ে ৪০০ প্লাস স্কোর করল।

৭০ শতরান করতে ৭০ বল নিলেন স্মৃতি মান্ধানা। যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম শতরান। ভাঙলেন হরমনপ্রীত কাউরের (৮৭ বল) রেকর্ড।

৩ প্রতিকা রাওয়াল ভারতের তৃতীয় ব্যাটার যিনি মহিলাদের ওডিআইয়ে ১৫০ প্লাস রান করলেন।

২৩৩ মান্ধানা ও প্রতিকার এদিনের পার্টনারশিপ। যা ভারতের পক্ষে মহিলাদের ওডিআইয়ে তৃতীয় সবাধিক।

৭ এদিন ১৩৫ রানের পথে সাতটি ছক্কা মারেন মান্ধানা। যা ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে ওডিআইয়ে সবাধিক।

পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-২ (মনবীর, রেমসাঙ্গা)
চেন্নাইয়ান এফসি-২ (লালদিনপুইয়া,ব্রামবিলা)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ঘরের মাঠে পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রত্যাবর্তন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। বুধবার চেন্নাইয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে ০-২ এ পিছিয়ে থেকেও নয়া প্রত্যাবর্তনের চিত্রনাট্য লিখলেন কাশিমভ, মনবীররা। বেতন বকেয়া থাকা সত্ত্বেও তারা যেভাবে মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়ে ম্যাচটা ড্র করলেন তা প্রশংসনীয়। বুধবারও তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়নি বলেই খবর। কিন্তু এদিন দুরন্ত খেলে সেইসব বঞ্চনার জবাব দিলেন ফুটবলাররা।

ম্যাচের ১০ মিনিটে কোনর শিল্ডের কর্নার থেকে হেডে চেন্নাইকে এগিয়ে দেন লালদিনপুইয়া। ২৭ মিনিটে পেনাল্টি পায় মহমেডান। তবে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ মহমেডানের উজবেক মিডিও মিরজালোল কাশিমভ। ৩৭ মিনিটে খেলা চলাকালীন কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি বাতিস্তম্ভের আলো নিভে যায়। প্রায় আট মিনিট পরে অবশ্য আলো জ্বলে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দ্বিতীয় গোল করে চেন্নাইয়ান। লুকাস ব্রামবিলা বিনা বাঁধায় গোল করে যান। মহমেডানের দুই ফুটবলার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের ও মহম্মদ ইরশাদ তাঁকে সেভাবে কোনও বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করেননি। কিন্তু তারপরেও গোলশোধের জন্য মহমেডান মরিয়া লড়াই চালায়। সংযোজিত সময়ে মাকান চোটের সেন্টার থেকে গোল করেন মনবীর সিং।

রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর কয়েক সেকেন্ড আগে মনবীরকে ফাউল করে মহমেডানকে পেনাল্টি উপহার দেন লালদিনপুইয়া। এবারে অবশ্য পেনাল্টি থেকে গোল করেন রেমসাঙ্গা। তবে এদিন

গোলের পর চেন্নাইয়ান এফসি-র লুকাস ব্রামবিলা। বুধবার।

ম্যাচ চলাকালীন হলুদ কার্ড দেখায় মোহনবাগান ম্যাচে ডাগআউটে নেই চেন্নাই কোচ ওয়েন কোয়েল।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : পদম, জুইডিকা, ফ্লোরেন্ট, জোহেরলিয়ানা, আদিঙ্গা (জেসিম), অমরজিৎ (অ্যাডিসন), ইরশাদ, কাশিমভ (মাকান), রেমসাঙ্গা, বিকাশ (মনবীর) ও ফ্রাঙ্কা।

বিরাট-রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেটে চান না কিরমানি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি : ডামাডোল চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। সাফল্যের বদলে শুধুই ব্যর্থতার অন্ধকারে ডুবে ভারতীয় ক্রিকেট। সঙ্গে কাঠগড়ায় ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তাঁদের ক্রিকেট কেরিয়ারের ভবিষ্যৎ থেকে শুরু করে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা, সব কিছু নিয়েই তুলকালাম বিতর্ক চলছে ভারতীয় ক্রিকেটে। রোহিত-বিরাটদের রনজি ট্রফি খেলা উচিত, সুনীল গাভাসকার থেকে শুরু করে তাবড় ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরাই এমন রায় দিয়েছেন। এমন অবস্থায় আজ কলকাতায় মোহনবাগান ক্লাবে প্রয়াত চুনী গোস্বামীর জন্মদিন তথা ক্রিকেট দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জাতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার ব্যাটার সৈয়দ কিরমানি ভিন্ন পথে হাঁটলেন। জানিয়ে দিলেন, রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই। সারা বছর এত বেশি ক্রিকেট হয়, তারপর ঘরোয়া ক্রিকেট খেললে বিরাটদের চোটের সম্ভাবনা বাড়বে। কিরমানি বলছেন, 'এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলা হয়। সারা বছর ক্রিকেট খেলার চাপ সামলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে যে কোনও ক্রিকেটারের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই আমার মনে হয়, ওদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে ওদের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যেতে পারে।'

শুধু রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলাই নয়, সাম্প্রতিক ভারতীয় ক্রিকেটে আরও বড় বিতর্ক হল ক্রিকেটারদের স্ত্রী-পরিবার বিদেশ সফরে দলের সঙ্গে থাকা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে স্ত্রীদের উপস্থিতিতে রাশ টানার চেষ্টা শুরু হয়েছে। কিরমানি এমন সিদ্ধান্তের সঙ্গেও একমত নন। বরং তিনি মনে করছেন, স্ত্রীদের উপস্থিতি ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা বাড়ায়। কিরমানির কথায়, 'সিদ্ধান্তটা বোর্ডের। তাই সবাইকে সিদ্ধান্ত মানতেই হবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। স্ত্রীরা সঙ্গে থাকলে ক্রিকেটারদের অনুপ্রেরণা বাড়ে বলেই আমার বিশ্বাস।' প্রয়াত কিংবদন্তি চুনী গোস্বামীর জন্মদিনের মঞ্চে আজ মোহনবাগানের তরফে সংবর্ধিত করা হল সবুজ-মেরুন জার্সিতে খেলে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করা ক্রিকেটার ও অধিনায়কদের। যদিও লক্ষ্মীরতন শুক্লা, মহম্মদ সামি, ঋদ্ধিমান সাহাদের কেউই হাজির ছিলেন না অনুষ্ঠানে। তার

বুধবার মোহনবাগান ক্লাবের অনুষ্ঠানে সৈয়দ কিরমানি। ছবি : ডি মণ্ডল।

> এখন সারা বছর ক্রিকেট খেলা হয়। সেই চাপ সামলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে গেলে যে কোনও ক্রিকেটারের চোট পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। আমার মনে হয়, রোহিতদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার প্রয়োজন নেই।
>
> **সৈয়দ কিরমানি**

জন্য কিরমানির মনোভাব জানাতে সমস্যা হয়নি। তাঁর কথায়, 'ক্রিকেট খেলাটা ক্রমশ বদলে চলেছে। সেই বদলের সঙ্গে তাল মেলানোই এখন একজন ক্রিকেটারের জীবনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সবাইকেই তাল মেলাতে হবে।'

রোহিতের পর টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক কে হবেন, তা নিয়েও চলছে জোরদার আলোচনা। জসপ্রীত বুমরাহর নাম সামনে আসছে। কোচ গৌতম গম্ভীর আবার যশস্বী জয়সওয়ালের নাম প্রস্তাব করেছেন বলে খবর। কিরমানি অবশ্য সরাসরি মন্তব্য করছেন না। বলছেন, 'বুমরাহ হোক বা অন্য কেউ, আমি নিশ্চিত বিসিসিআই সময় মতো সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। এখনই নির্দিষ্টভাবে কারোর নাম করা সহজ কাজ নয়।'

একঝাঁক নজিরে জয় ভারতের

স্মৃতি-প্রতিকার তাণ্ডব রাজকোটে

রাজকোট, ১৫ জানুয়ারি : তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে আয়ারল্যান্ডকে ৩০৪ রানের রেকর্ড ব্যবধানে হারিয়ে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল ভারতের মেয়েরা। একই সঙ্গে রেকর্ডের ফুলঝুরি ওড়ালেন স্মৃতি মান্ধানা (৮০ বলে ১৩৫ রান), প্রতিকা রাওয়ালরা (১২৯ বলে ১৫৪ রান)।

সিরিজ জিতে অস্থায়ী অধিনায়ক স্মৃতি বলেছেন, 'প্রায় নিখুঁত একটা ম্যাচ খেললাম । টসে জেতা থেকে ৪০০ রান তোলা, তারপর বোলাররা ৩১ ওভারে ম্যাচ শেষ করল। তবে ফিল্ডিং ও রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে আরও উন্নতি করতে হবে।' ম্যাচের সেরা প্রতিকার মন্তব্য, 'সেঞ্চুরি করে হেলমেটে চুমু খাওয়ার সেলিব্রেশনটা আগে থেকেই মাথায় ছিল। দেশের হয়ে রান পাওয়া অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।'

গত ম্যাচেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআইয়ে নিজেদের সবাধিক (৩৭০/৫) স্কোর তুলেছিল ভারত। এদিন ৪৩৫/৫ স্কোরে ভাঙল সেই রেকর্ডও। মহিলাদের ওডিআইয়ে যা চতুর্থ সবাধিক রান। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগ মিলিয়ে ওডিআইয়ে এটাই ভারতের সবাধিক স্কোর। স্মৃতি ও প্রতিকার বিধ্বংসী ওপেনিং জুটিতেই আসে ২৩৩ রান। তার মধ্যে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন স্মৃতি। মাত্র ৭০ বলে আসে তাঁর শতরান। অন্যদিকে, ১৫৪ রান করে প্রতিকা কেরিয়ারের প্রথম ৬ ওডিআইয়ে সবাধিক রানের (৪৪৪) নজির গড়লেন। স্মৃতি-প্রতিকার গড়া মঞ্চে দাঁড়িয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করলেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষও (৪২ বলে ৫৯)। রিচা ও প্রতীকা দ্বিতীয় উইকেটে ১২ ওভারে ১০৪ রান জোড়েন। বল হাতে আয়ারল্যান্ডকে ৩১.৪ ওভারে ১৩১ রানে গুটিয়ে দেন দীপ্তি শর্মা (২৭/৩) ও তনুজা কানওয়ার (৩১/২)।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে প্লেয়ার্স

অলিপুরদুয়ার, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল প্লেয়ার্স একাদশ। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১ উইকেটে সূর্যনগর ক্লাবকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠে সূর্যনগর প্রথমে ৩২.৪ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়। হর্ষজিৎ সরকার ৩৪ রান করেন। শুভ বসু ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে প্লেয়ার্স ৩০.২ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৬ রান তুলে নেয়। শুভ ৪০ রান করেন। রাজু হোসেন ২৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সৌভাগ্যর ৫১

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে বুধবার কেআইটিএম বুনিয়াদপুর ৭ উইকেটে বিকাশ চৌধুরী ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে।

ম্যাচের সেরা সৌভাগ্য সরকার।

বালুরঘাট স্টেডিয়ামে বিকাশ টসে জিতে ৩০.৩ ওভারে ১৫০ রানে অলআউট হয়। সাইসুরিয়া দাস ৪৪ রান করেন। কার্তিক সরকার ৩০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সৌভাগ্য সরকার (২৫/৩)। জবাবে বুনিয়াদপুর ২১.১ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সৌভাগ্য ৫১ ও সৌরভ সরকার ৩২ রান করেন।

পিয়াল-পাপন চ্যাম্পিয়ন

কুশমণ্ডি, ১৫ জানুয়ারি : সুকান্তপল্লির ব্যাডমিন্টনে ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পিয়াল দত্ত-পাপন রায়। ফাইনালে তারা ১৫-৭ পয়েন্টে তমাল দত্ত-অনিক সরকারকে হারিয়েছেন।

জয়ী বলরামপুর

সামসী, ১৫ জানুয়ারি : চন্দ্রপাড়া আদর্শ ক্লাবের ফুটবল বুধবার শুরু হল। বুধবার উদ্বোধনী ম্যাচে বলরামপুর ক্লাব ১-০ গোলে উজিতপুর টাইগার ক্লাবকে হারিয়েছে। চন্দ্রপাড়া ফুটবল মাঠে গোল করেন ভাইয়ো মুর্মু।

জিতল ছত্রপুর

রায়গঞ্জ, ১৫ জানুয়ারি : রায়গঞ্জ স্পোর্টস ক্লাবের অলকানন্দ দে ট্রফি ফুটবলে বুধবার ছত্রপুর একাদশ ৩-১ গোলে যুবশ্রী সুভাষগঞ্জকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা রাকেশ মুর্মু।

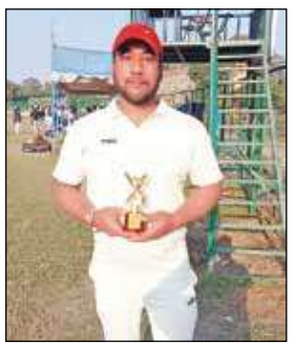

ম্যাচের সেরা মৃন্ময় দে সরকার।

সুপার ডিভিশনে জিতল কল্যাণ

কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বুধবার কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব ২৭ রানে আননোন ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে কল্যাণ ৩৬.৪ ওভারে ২২০ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা মৃন্ময় দে সরকার ৭০ রান করেন। সর্বদীপ দে ২৭ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। জবাবে আননোন ৩৪.৪ ওভারে ১৯৩ রানে গুটিয়ে যায়। রেহান রহমান ৫৬ রান করেন। বিনোদ সিং ৪১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অনূর্ধ্ব-১৪ ভলিবল দল

কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৪ আন্তঃজেলা ছেলে ও মেয়েদের ভলিবলের জন্য কোচবিহার জেলা দল বৃহস্পতিবার ভদ্রেশ্বর রওনা হবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ভলিবল সচিব জহর রায় ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে মহান্ত বর্মন, কমল বর্মন, দেব বর্মন, শুভঙ্কর বর্মন, অমিত বর্মন, রণজিৎ প্রামাণিক, দীপেন বর্মন, মানস বর্মন ও রোহন আলি। কোচ আসরাফুল আলম। মেয়েদের দলে রয়েছে গৌরী রায়, দীপশিখা রায়, আশালতা রায়, পায়েল রায়, ঋত্বিকা বর্মন, পল্লবী বর্মন ও প্রিয়া বর্মন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
মধ্যমগ্রাম,কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা সুশান্ত বসু - কে 18.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 83J 77310 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা প্রথম পুরস্কার জয়লাভের পর এটি আমাকে অনেক আনন্দ ও উদ্দীপনার যোগান দিয়েছে। এটি শুধুমাত্র সম্ভপর হয়েছে স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে। যে কোনও সাধারন মানুষ স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফিক পুলিশ দল। ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

চ্যাম্পিয়ন ট্রাফিক পুলিশ

বালুরঘাট, ১৫ জানুয়ারি : নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের নীলঙ্কর সরকার ও অনুপ মজুমদার ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বুধবার ট্রাফিক পুলিশ বালুরঘাট সদর। বুধবার ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে আয়োজকদের হারিয়েছে। দিপালী নগরের মাঠে নেতাজি টসে হেরে ২০.১ ওভারে ১০০ রানে অল আউট হয়। আদিব সরকার ১৮ রান করেন। গোলাম মোস্তফা ৯ ও ফাইনালের সেরা সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ট্রাফিক ৬.১ ওভারে ১ উইকেটে ১০৫ রান তুলে নেয়। অরিন্দম ঘোষ ৭২ ও গোবিন্দ মণ্ডল ২৩ রানে অপরাজিত থাকেন।